The Weekly সফলতার ২৮ বছরে Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪০ সোমবার আষাঢ় ১৮ ১৪৩১ জিলহজ্জ ২৪ ১৪৪৫ Vol. Issue 39 July 24 USA. Free in NY, Other State $1

বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য ১৭হাজার : আয় সাড়ে ৩ লাখ ডলার

সালাহউদ্দিন আহমেদ: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন ঘিরে সদস্য পদ নবায়ন করেছেন ১৭ হাজার ১৮৭জন। এতে সোসাইটির আয় হয়েছে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৭৪০ ডলার। প্রাথমিক হিসেবে সোসাইটির মোট সদস্য হচ্ছে ১৮ হাজার ৩৩০ জন। এরমধ্যে আজীবন সদস্য ৮৫৩জন।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী অক্টোবরে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের দ্বি-বার্ষিক (২০২৪-২০২৫) নির্বাচন। এই নির্বাচন ঘিরে রোববার (৩০ জুন) শেষ হলো সদস্য নবায়ন। এদিন যারা সদস্যপদ নবায়ন করেছেন তারাই অক্টোবরের নির্বাচনে ভোটার হিসেবে ভোট দিতে পারবেন।

রোববার দিনব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে সোসাইটির সদস্য নবায়ন কার্যক্রম চলে। এদিন বিকেল ৪টা পর্যন্ত যারা সোসাইটি অফিসে উপস্থিত ছিলেন, শুধু তারাই সদস্য পদ নবায়ন করতে পারেন। এজন্য *(বাকি অংশ ২১ এর পাতায়)*

বাংলাদেশ সোসাইটির ভোটার অন্তর্ভূক্তির শেষ দিনে কর্মব্যস্ত কর্মকর্তারা।

বাইডেন-ট্রাম্পকে নিয়েই চিন্তায় ভোটাররা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য প্রেসিডেন্টশিয়াল নির্বাচন ঘিরে প্রধান দুই দল ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান প্রার্থী জো বাইডেন ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় গত ২৭ জুন বৃহস্পতিবার। এই বিতর্কের পর উভয় প্রার্থীকে নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন দেশের ভোটারগণ। কেননা বিতর্কে দুই প্রার্থী পারফরমেন্স ও মনোভাব ভোটারদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। একদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বয়সের ছাপ ও দূর্বলতা অপরদিকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উগ্র মনোভাব আর মিথ্যা তথ্য প্রদান সচেতন আমেরিকানদের ভাবিয়ে তুলেছে। বিতর্ক পরবর্তী সময়ে চুলচেরা বিশ্লেশন হচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে, বৃহস্পতিবারের নির্বাচনী বিতর্কে পিছিয়ে পড়ার পর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নিজ দল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভোটারদের মধ্যেই তার বয়স নিয়ে এক ধরনের উদ্বেগ বাড়তে দেখা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আরও একটি মেয়াদে দেশ পরিচালনার জন্য বাইডেন মানসিকভাবে উপযুক্ত কী না, সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে। অন্যদিকে অনেক নাগরিক বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও তারা পুরোপুরি উপযুক্ত মনে করেন না। নির্বাচনি বিতর্কে বিপর্যয়ের ঘটনার পর সিবিএস নিউজের করা নতুন এক জরিপের ফলাফলে এমনটাই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রোববার প্রকাশিত ওই ফলাফলে বলা হচ্ছে, নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে প্রায় ৭২ শতাংশই মনে করেন যে, আরও একটি মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করার মতো মানসিক সুস্থতা বাইডেনের নেই। এর আগের একটি জরিপে ৬৫ শতাংশ ভোটার একই কথা বলেছিলেন। বৃহস্পতিবারের নির্বাচনি বিতর্কের পর সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে বলে সিবিএস নিউজের জরিপে *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

নিউইয়র্ক (ইউএএ): নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকায় দূর্বত্তের ছুরিকাঘাতে নূরুল ভূইয়া নামে এক বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। নিহত নূরুল ভূইয়ার বয়স ৪০ বছর। সে স্প্রীং ফিল্ড গার্ডেনের সেন্ট আলবানসে বাস করতেন। তার দেশের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরের সিরাজদীখান *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

৫০ বছরে প্রথমবার

স্টেটেন আইল্যান্ডে নতুন ৭৫টি ট্রেন যোগ হচ্ছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ৫০ বছরের মধ্যে প্রথমবার স্টেটেন আইল্যান্ডের সাবওয়ে স্টেশনে নতুন ৭৫ টি ট্রেন কার যোগ হতে যাচ্ছে। গত ২৪ জুন সোমবার এনওয়াই ট্রানজিট ভাইস প্রেসিডেন্ট সিউ লিং কো বলেন, আগষ্টের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে এক মাস রেলওয়েতে নতুন ট্রেনগুলো পরীক্ষা করা হবে। এমটিএ নির্মাতা কাওয়াসাকি চলতি বছরের শেষ নাগাদ ৭৫ টি নতুন ট্রেন *(বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)*

পুলিশের গুলিতে নিহত উইন রোজারিও

সিটি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলার পরিকল্পনা পরিবারের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করার পরিকল্পনা করছেন পুলিশের গুলিতে নিহত উইন রোজারিওর পরিবার। গত ২৫ জুন মঙ্গলবার তারা সিটি কর্তৃপক্ষকে লিখিত আকারে মামলা করার পরিকল্পনার কথা জানান। এছাড়া তারা নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়েও দেখা করেছেন। এ ঘটনায় মেয়রের কার্যালয় বলছে এমন ঘটনায় তারা মর্মাহত হয়েছেন এবং মামলা করা *(বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)*

আ. লীগের দলীয় ফান্ডে শত কোটি টাকা জমা

ঢাকা ডেস্ক: ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে আওয়ামী লীগের দলীয় ফান্ডের জমা। মোট ২১টি ব্যাংক হিসাবে এই টাকা জমা আছে দলটির। আওয়ামী লীগের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা গেছে। গত ২৭ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ আশিকুর রহমানের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্বাচনে কমিশন *(বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)*

নিউইয়র্কে গাড়ি দূর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত এক দশকে নিউইয়র্ক স্টেটে মোটর গাড়ি দূর্ঘটনায় সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এনওয়াইএস কম্পট্রোলার অফিসের একটি রিপোর্টে বলা হয়, দেশব্যাপী ট্রাফিক মৃত্যু হার ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে শুধু নিউইয়র্কে ২০১৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ২৫ দশমিক *(বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)*

১ মিলিয়ন মেট্রোকার্ড বিতরণ করবে এমটিএ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের ১ মিলিয়ন বাসিন্দাদের জন্য অর্ধেক মূল্যে মেট্রোকার্ড বিতরন করবে মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথোরিটি। মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং সিটি কাউন্সিলের বৈঠকে সিটির কম আয়ের বাসিন্দাদের জন্য ফেয়ার ভাড়া সম্প্রসারণের জন্য *(বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)*

একইসাথে বন্যা ও তীব্র তাপপ্রবাহের কবলে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ১০ কোটি মানুষ গেলো সপ্তাহের রোববার (২৩ জুন) তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতায় ছিল। সোমবার থেকে বাল্টিমোর ও ফিলাডেলফিয়ায় তাপমাত্রা মাঝেমাঝে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস। *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো Micro Credit ও Micro Finance

- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372

Phone: 917-566-1612

www: southeastusagroup.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
Jalalabad Association of Buffalo USA Inc.
JAB
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব বাফেলো ইউ এস এ ইনক
JALALABAD ASSOCIATION OF BUFFALO USA INC.
আসন্ন ১৪ই জুলাই, ২০২৪ নির্বাচনে
শিমুল-তাজু পরিষদ
আপনাদের ভোট, দোয়া ও সহযোগিতা প্রত্যাশী
A1
মোঃ শিমুল হাসান
সভাপতি
A6
আব্দুল মান্নান (তাজু)
সাধারণ সম্পাদক
A2
মামুন আহমেদ
সহ-সভাপতি
(সিলেট)
A3
সালেহ্ সিদ্দিকী
সহ-সভাপতি
(মৌলভীবাজার)
A4
নাজিম উদ্দিন চৌধুরী খালেদ
সহ-সভাপতি
(হবিগঞ্জ)
A5
উজ্জল আলম
সহ-সভাপতি
(সুনামগঞ্জ)
A7
মোঃ জাকির আহমেদ
সহ-সাধারন সম্পাদক
A8
মুহাম্মদ রহমান
কোষাধ্যক্ষ
A9
মোঃ খয়রুল শিপলু
সাংগঠনিক সম্পাদক
A10
সাঈদ আলী
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক
A11
মোঃ মাজেদ আহমেদ
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
A12
ইমরান রহিম লালু
ক্রীড়া ও যুব সম্পাদক
A13
শেখ রাজু আহমেদ
আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক
A14
শেখ মাসুক মিয়া
সমাজকল্যাণ ও আপ্যায়ন সম্পাদক
A15
সৈয়দা জেরিন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা
A16
মোঃ বি চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
(সিলেট)
A17
ওবায়দুর রহমান
কার্যকরী সদস্য
(মৌলভীবাজার)
A18
জয়নুল হক
কার্যকরী সদস্য
(হবিগঞ্জ)
A19
চেরাগ আলী
কার্যকরী সদস্য
(সুনামগঞ্জ)
প্রচারেঃ বৃহত্তর বাফেলো জালালাবাদবাসী

সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

পররাষ্ট্রনীতিতে জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য

সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পষ্টভাবে বলেছেন 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়, পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে তার সরকার। একটানা চারবার এবং এর আগে একবার পাঁচবার রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এই নীতিকে সামনে রেখে। যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখনো অভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়েছে। সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগে দেশের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। ভারত বাংলাদেশের দুঃসময়ের বন্ধু। অন্যদিকে চীন যেভাবে নিজেদের উন্নত করেছে তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার আছে। এসব বিষয় সামনে রেখেই সম্পর্ক বজায় রাখা হচ্ছে। কোনোদিকে ঝোঁকা ঝুঁকির কিছু নেই।

পানিবন্দি যে প্রস্তাবটা দেশের মানুষের কল্যাণে আসবে, সেটাই করা হবে। সে ক্ষেত্রে ভারত যখন বলছে তারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চায় এবং টেকনিক্যাল গ্রুপ পাঠাবে, অবশ্যই তারা আসবে। আমরা যৌথভাবে সেটা দেখব। চীনও একটা সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে। ভারতও একটা করবে। যেটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, লাভজনক সেটাই করা হবে। ভারত যদি আমাদের প্রকল্প করে দেয় আমাদের সব সমস্যার সমাধানই হয়ে যাবে। ভারতের সঙ্গে তিস্তা প্রকল্প করলে পানি নিয়ে প্রতিদিন প্যাঁ প্যাঁ করতে হবে না।

তিস্তা প্রকল্প নিয়ে চীন আমাদের প্রস্তাব দিয়েছে। ভারতও প্রস্তাব দিয়েছে। যে প্রস্তাবটা দেশের মানুষের কল্যাণে আসবে, সেটাই করা হবে। সে ক্ষেত্রে ভারত যখন বলছে তারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চায় এবং টেকনিক্যাল গ্রুপ পাঠাবে, অবশ্যই তারা আসবে। আমরা যৌথভাবে সেটা দেখব। চীনও একটা সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে। ভারতও একটা করবে। যেটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, লাভজনক সেটাই করা হবে। ভারত যদি আমাদের প্রকল্প করে দেয় আমাদের সব সমস্যার সমাধানই হয়ে যাবে। ভারতের সঙ্গে তিস্তা প্রকল্প করলে পানি নিয়ে প্রতিদিন প্যাঁ প্যাঁ করতে হবে না।

প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার ভারত সফর-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে দেশের পররাষ্ট্রনীতিসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। বিশেষত পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তার বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যের দাবিদার। বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই ভারসাম্যমূলক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করছে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অসামান্য অবদান বাংলাদেশের মানুষকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেও বঙ্গবন্ধু সরকার চীনের সঙ্গে বৈরিতার পথ বেছে নেয়নি। এ মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্কে টানাপোড়েন থাকলেও বাংলাদেশ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই কোনো দিকে জড়ায়নি। ভারতের আমন্ত্রণে সে দেশ সফরের পর প্রধানমন্ত্রী চীন সফরে যাচ্ছেন বেইজিংয়ের আমন্ত্রণে। উভয় ক্ষেত্রে ভারত কিংবা চীন নয় জাতীয় স্বার্থ প্রধান্য পেয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন শুধু নয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রেই সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও কারও সঙ্গে বৈরিতা নয় নীতির বিকল্প নেই।

হুমায়ূন কবীর বালুকে নিয়ে একটি দুর্লভ

(৫ম পাতা থেকে) 'জাতির পিতা' ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘটনার পরপরই অবগত করেন খুলনায় বসবাসকারী তার ভাই শেখ আবু নাসের (সূত্র : সেখ সালাউদ্দীন জুয়েল, সংসদ-সদস্য, খুলনা-২-এর ১৩ জানুয়ারি ২০২১ খুলনা প্রেস ক্লাবের নির্বাহী সদস্যদে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে অনানুষ্ঠানিক বক্তব্য)। জেনারেল এম এ জি ওসমানী ওয়্যারলেস মেসেজে হুমায়ূন কবীর বালুর সন্ধান পেতে বার্তা দেন। এ ঘটনার পর দীর্ঘদিন খুলনা সদর হাসপাতালে ভর্তি থেকে তাকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হয়। তদানীন্তন কর্নেল আবুল মঞ্জুর ও মেজর সুবিদ আলী ভূইয়া খুলনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাকে দেখতে আসেন।

১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পরিবর্তিত বাস্তবতায় এ ঘটনাটির রাজনীতিকীকরণের চেষ্টা হয়েছে। যথারীতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা হয়েছে। এ দুর্লভ্য পুলিশি নথিটি তৃতীয় নয়নে বিষয়টিকে দেখার সুযোগ উন্মুক্ত করেছে।

২০০৫ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনের সময় সাফমা'র (সাংবাদিক অধিকার নিয়ে সোচ্চার) সদস্য অনেক বিদেশি (দক্ষিণ এশীয়) সাংবাদিক বাংলাদেশে আসেন। তাদের একটি দল খুলনায় আসেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খুব কাছাকাছি সংঘটিত সাংবাদিক হত্যাকান্ড নিয়ে সরেজমিন অনুসন্ধান করতে। তাদের প্রশ্ন থেকে জানতে পারি তদানীন্তন জোট সরকারের পক্ষ থেকে (তাদের) বলা হয়েছে, ভারতীয় সীমান্তসংলগ্ন এ অঞ্চলে সাংবাদিকরা চোরাচালানে জড়িত ও তারই অন্তর্দ্বন্দ্বে খুন হচ্ছেন। এ কথা ছিল সর্বৈব অসত্য ও যারপরনাই মর্মাহত হওয়ার মতো। এর অল্প দিন পর একই বছর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন আয়োজিত সন্ত্রাসবিরোধী জাতীয় কনভেনশনে এর প্রতিবাদ জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৪ সালের ২৮ জুন হুমায়ূন কবীর বালু হত্যাকান্ডের পরদিনই বিশেষ প্রোগ্রামে খুলনায় আসেন। তখন তিনি বিরোধীদলীয় নেতা। তিনি তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, প্রায় ছয় মাস আগে যখন তিনি সাংবাদিক মানিক সাহা নিহত হলে একইভাবে এসেছিলেন ও খুলনা প্রেস ক্লাবে প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়েছিলেন, তখন (সভার সভাপতি) হুমায়ূন কবীর বালু তার নিজের জীবননাশের আশঙ্কা প্রকাশ করে শেষবার দেখতে আসার অনুরোধ করেছিলেন। হায়! দেখা যায়, ভবিষ্যৎদ্রষ্টার কথার মতো তা ফলে গেল। সেই অনুরোধ রক্ষার জন্যই তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রীর পক্ষ থেকে বার্তা পাঠিয়ে রাখা হয়, তার খুলনায় উপস্থিতির পরই যেন দাফন কার্যক্রম করা হয়। তিনি তখন এ হত্যাকান্ডকে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। রাজনৈতিক কারণে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই তালিকা করে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী, সমর্থক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুবর্তী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হচ্ছে, আরও হবে, তিনি বলেন। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ তেমনই ঘটেছিল। বালু হত্যাকান্ডটি যে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, তারও প্রমাণ স্পষ্ট হতে থাকে। এ আকস্মিক হত্যাকান্ডে তার পরিবারকে অসীম মানবিক সংকটে নিমজ্জিত হতে হয়। জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে কঠিন বাস্তবতা মোকাবিলা করতে হয় আমাকে।

লেখক: হুমায়ূন কবীর বালুর জ্যেষ্ঠ সন্তান

রদবদলে ভাগ্য বদল হবে কি

মহিউদ্দিন খান মোহন

হঠাৎ করেই বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বড় ধরনের রদবদল হয়েছে। ঈদুল আজহার দুই দিন আগে গত ১৫ জুন এ রদবদল সম্পন্ন হয়। ঈদের আগের দিন ১৬ জুন সবাই পত্রিকা মারফত সে রদবদলের খবর জানতে পেরেছেন। এ রদবদল কারও মনে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, আবার কারও মন বিষাদে ভরে গেছে। মোট ৩৯টি পদে রদবদল এনেছে দলটি। তবে এ রদবদল দলটির জন্য কতটা ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন রয়েছে। কেননা, পদোন্নতির নামে বেশ কয়েকজন সক্রিয় নেতাকে 'ডাম্পিং জোন' হিসেবে আখ্যায়িত 'চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা' করা হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই উপদেষ্টা পদটি এক ধরনের শোভা বর্ধনীয় পদ, দলের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় এ পদের কোনো ভূমিকা বা মূল্য নেই। সবচেয়ে বড় কথা, যে বয়সে ওইসব উদীয়মান নেতার চেয়ারপারসনের একান্ত অনুগত কর্মী হিসেবে দলে কাজ করার কথা, অর্থাৎ তাঁর নির্দেশাবলি পালন করার কথা, তাদেরকে করা হয়েছে তাঁর উপদেষ্টা। বয়স এবং অভিজ্ঞতায় জুনিয়র ওইসব নেতা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে কী উপদেশ দেবেন বা দেওয়ার সক্ষমতা রাখেন কি না এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

বিএনপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগেরও একটি উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। তবে তা দলটির সভাপতির নয়, দলের উপদেষ্টামন্ডলী। আর সে উপদেষ্টামন্ডলীতে যাঁরা অন্তর্ভুক্ত হন, তাঁরা সবাই বর্ষীয়ান এবং প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ। প্রয়োজনে তারা দলকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে বিএনপির উপদেষ্টা পরিষদ চেয়ারপারসনের, দলের নয়। ফলে উপদেষ্টাদের তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না। তাছাড়া এমনসব তরুণ নেতাকে উপদেষ্টা করা হয়েছে যে, কেউ কেউ সেটাকে 'কচি-কাঁচার আসর' বলে অভিহিত করছেন।

রদবদল প্রক্রিয়ায় অবশ্য বেশ কয়েকটি পদে কয়েকজন তরুণ নেতাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, যা অনেকের কাছেই সঠিক মূল্যায়ন বলে মনে হচ্ছে। সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম আজাদ এবং প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানীর যুগ্ম মহাসচিব পদে পদোন্নতিকে অনেকেই সঠিক মূল্যায়ন বলে মনে করছেন। এঁরা দুজনই দলের পরীক্ষিত, নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। আবদুস সালাম আজাদ বিএনপির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দলের সঙ্গে আছেন এবং জাতীয়তাবাদী যুবদল ও বিএনপির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। দলের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে গিয়ে জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। অপরদিকে শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী ছাত্রদলের সভাপতি হিসেবে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তরুণ বয়সে দলের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, নিজ এলাকায় নিজের ও দলের শক্ত ভিত স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। তবে আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার একান্ত সহচর ও ওয়ান-ইলেভেনের সময় সামনের কাতারের সংস্কারপন্থি সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্সের যুগ্ম মহাসচিব পদে পদোন্নতি পাওয়া অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করার উদ্দেশে ২০০৭ সালের ২৫ জুন মান্নান ভূঁইয়া যে সংস্কার প্রস্তাব গণমাধ্যমের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, সেই প্রস্তাবের কপি খালেদা জিয়ার বাসায় পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন এমরান সালেহ প্রিন্স। তবে বেগম জিয়া প্রিন্সকে তাঁর বাসায় ঢোকার অনুমতি দেননি। সেই এমরান সালেহ প্রিন্স এখন দলের যুগ্ম মহাসচিব! অপরদিকে সংস্কারপন্থি জহির উদ্দিন স্বপন পেয়েছেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টার পদ। এটা স্বপনের জন্য বিরাট পুরস্কার। কেননা, ওয়ান-ইলেভেনকালীন তিনি যে ভূমিকা ও বক্তব্য রেখেছেন, তাতে তার তিরস্কৃত হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি পেলেন 'মহামূল্যবান' পুরস্কার। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে কত কিছুই না ঘটে! ওয়ান-ইলেভেনের সময় মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পাশে থেকে দলের পক্ষে কাজ করেছেন, কিন্তু বর্তমানে দলে অবমূল্যায়িত, দেশের উত্তরাঞ্চলের এক নেতা আক্ষেপ করে বললেন, 'মোহন ভাই, সেদিন যদি খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ন্যাম ভাবনের বাসায় না গিয়ে গুলশানে মান্নান ভূঁইয়ার বাসায় যাতায়াত করতাম, তাহলে হয়তো দলে ভালো পদ পেতাম।' তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, সেই গল্পটি নিশ্চয়ই আপনার জানা থাকার কথা- 'এক যুবক চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিল তার বড় ভাইয়ের অফিসে। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করল- কী রে তোর ভাই তো ওই অফিসের বড় কর্তা, তোর চাকরিটা কি হয়েছে? যুবক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ভাইরে, আমি যদি ভাইয়ের ভাই না হয়ে শালা হইতাম, তাইলে চাকরিটা ঠিকই পাইতাম।' মানে চাকরিটা পেয়েছে ভাইয়ের শ্যালক।' গল্প শুনে তিনি বললেন, দুঃখের মধ্যেও হাসালেন ভাই!'

সায়েদুল হক সাঈদ ছিলেন কুমিল্লা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস বর্তমানে বিএনপির রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় এই তরুণ নেতাকে পদাবনতি দিয়ে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য করা হয়েছে। এই পদাবনতির অর্থ যে সংশ্লিষ্ট নেতাকে রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার পদক্ষেপ তা অত্যন্ত পরিষ্কার। স্মরণযোগ্য, এর আগে সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনকেও একই প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদ থেকে অবনমিত করে নির্বাহী কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

যাঁদেরকে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা করা হয়েছে, তারা সবাই এখনো দলের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, মজিবুর রহমান সারোয়ার, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু প্রমুখ নেতার প্রয়োজন কি দলে ফুরিয়ে গেছে? এসব সক্রিয় নেতাকে 'চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা' নামে অলংকার বানিয়ে শো-কেসে রেখে দিয়ে কী ফায়দা হাসিল করবে বিএনপি? অনেকেই মনে করছেন যুগ্ম-মহাসচিব মাহবুব উদ্দিন খোকন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন নিয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত কায়সার কামালের সঙ্গে দ্বন্দ্বের খেসারত দিলেন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞমহলের মতে, প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে এসব নেতাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার খেসারত অচিরেই বিএনপিকে দিতে হবে।

এদিকে 'বিএনপি চেয়ারপারসন'স ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজরি কমিটি' এবং 'স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট টু দ্য চেয়ারপারসন'স ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজরি কমিটি' নামে দু'টি অভিনব কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগে ছিল দলের ফরেন রিলেশনস কমিটি। এখন তা চেয়ারপারসনের অ্যাডভাইজরি কমিটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। হিসাব মতো বিএনপি চেয়ারপারসনের এখন তিনটি অ্যাডভাইজরি কমিটি। একটি সাধারণ উপদেষ্টা পরিষদ আর বিদেশ সংক্রান্ত নতুন দুটি উপদেষ্টা পরিষদ। সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, সে অ্যাডভাইজরি কমিটির প্রধান হয়েছেন (চেয়ার অব দ্য কমিটি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নিজেই। খালেদা জিয়া নেতৃত্ব দিতে অক্ষম বিধায় তারেক রহমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সে হিসেবে সবগুলো উপদেষ্টা কমিটি তারই পরামর্শক হিসেবে কাজ করার কথা। তাহলে সেই উপদেষ্টা কমিটির প্রধান হিসেবে (চেয়ার) তিনি আসেন কোন যুক্তিতে? আর ওই দুই কমিটিতে যারা রয়েছেন, তারা সবাই বর্তমানে বিএনপির কোনো না কোনো পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কেউ জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, কেউ ভাইস চেয়ারম্যান, কেউ চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা। আবার কেউ সাংগঠনিক সম্পাদক, কেউ আছেন গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় পদে। বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বরত নেতাদের পুনরায় আরেকটি কমিটিতে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এর ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্টরাই জানেন।

দলে এই রদবদল এবং ভবিষ্যতে আরও রদবদল হবে- এমন খবরে বিএনপির সিনিয়র নেতাদের মধ্যে পদ হারানো এবং রাজনীতি থেকে নির্বাসিত হওয়ার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে বলে ২০ জুন বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। 'বিএনপির সিনিয়র নেতারা আতঙ্কে' শিরোনামে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠনের প্রথম ধাপে ব্যাপক রদবদল বিএনপির অভ্যন্তরে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এতে সিনিয়র নেতারা আতঙ্কে রয়েছেন। তারা এ রদবদলকে মূল্যায়নের নামে অবমূল্যায়ন হিসেবেই দেখছেন। এই প্রক্রিয়ায় আরও অনেক বড় বড় নেতা পদ হারাতে পারেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই রদবদল সম্পর্কে দলটির হাইকমান্ড তারেক রহমান ছাড়া আর কেউই কিছু জানেন না। এর মাধ্যমে তিনি দলের খোলনলচে পাল্টে ফেলার বার্তা দিয়েছেন। সামনে দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটিতেও রদবদল হতে পারে। সেখানে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন সংস্কারপন্থিদের 'অস্থায়ী মহাসচিব' মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ (অব.), আবদুল্লাহ আল নোমান, ব্যবসায়ী আবদুল আউয়াল মিন্টুসহ কয়েকজন। তবে মেজর হাফিজকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানও করা হতে পারে। তাছাড়া সমমনা দল থেকে দু-একজনকে স্থায়ী কমিটিতে আনা হতে পারে বলেও প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে। নামোল্লেখ না করলেও প্রতিবেদনের ভাষ্যে বোঝা যায়, এক্ষেত্রে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির সভাপতি কর্নেল অলি আহমদ (অব.) এগিয়ে রয়েছেন। যদি তাই ঘটে তাহলে 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই' আপ্তবাক্যটি আরেকবার সত্য বলে প্রমাণিত হবে। সে সঙ্গে ওয়ান-ইলেভেনের সময় বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো এবং বর্তমানে অবহেলিত কর্মীরা সবিস্ময়ে দেখবেন, একদা যিনি বলেছিলেন, 'অনেকে বলে মা ভালো ছেলে খারাপ, আমি বলি দুটোই বদমাশ' কিংবা 'তারেক জিয়া যাতে বিদেশে পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য বিমানবন্দর বন্ধ করে দিতে' ওয়ান-ইলেভেন সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো ব্যক্তিটি স্বমহিমায় বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতার আসনে শোভা বর্ধন করছেন।

একটি রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে নেতৃত্বের রদবদল অস্বাভাবিক নয়। বরং এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিএনপি নেতারাও সংবাদমাধ্যমের কাছে সে কথা বলেছেন। তবে এই পরিবর্তন বা রদবদল হতে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। বিএনপি এখন তাদের ভাষায় দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের 'সমরে' লিপ্ত। কিন্তু যে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের প্রচ অভাব রয়েছে, সে দলের দ্বারা দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে, সে আস্থা কি রাখা যায়? রাজনৈতিক দলের কমিটিতে পরিবর্তন আনা হয় জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে। সারা দেশ থেকে আগত কাউন্সিলররা নেতৃত্ব নির্বাচিত করেন। বিএনপির সর্বশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে আট বছর আগে ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ। তিন বছর অন্তর কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের যে বিধান দলটির গঠনতন্ত্রে রয়েছে, সে হিসাবে এরই মধ্যে দুটি কাউন্সিল অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। সারা দেশের কাউন্সিলরদের দায়িত্ব পালন করছেন একজন মাত্র ব্যক্তি। পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলে এমন নজির আছে কি না সন্দেহ।

অনেকেবই ভেবেছিলেন, আন্দোলনে ব্যর্থতা এবং নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া থেকে বিএনপি নেতৃত্বের বোধোদয় ঘটবে। তারা দলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। কিন্তু দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সাম্প্রতিক রদবদল দলটির নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত করার পরিবর্তে হতাশ করেছে। একদিকে উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের প্রায় চার শ নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার, অপরদিকে পুনর্গঠনের নামে সক্রিয় প্রভাবশালী নেতাদের রাজনীতি-মাঠের 'সাইড লাইনে' বসিয়ে রাখার পদক্ষেপ দলটিকে অধিকতর দুর্বিপাকে ফেলবে বলে রাজনীতি অভিজ্ঞমহল মনে করছেন। আর সে কারণেই অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে, কমিটির এই রদবদল বিএনপির ভাগ্য বদলে আদৌ সহায়ক হবে কি না।

লেখক : সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক

স্মরণ

হুমায়ূন কবীর বালুকে নিয়ে একটি দুর্লভ পুলিশ প্রতিবেদন

আসিফ কবীর

২০০৪ সালের ২৭ জুন সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হুমায়ূন কবীর বালু বোমা হামলায় খুলনায় নিজ পত্রিকা অফিসের সামনে নিহত হন। সে সময় তিনি খুলনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। এর আগেও ১৯৮৪ ও ১৯৯৮ সালে তিনি এ বিভাগীয় বৃহত্তম সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের খুলনা জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে খুলনায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলকদের অন্যতম ছিলেন। ২০০৯ সালে তাকে সরকার একুশে পদকে ভূষিত করে।

২০০৮ সালে বালু হত্যা মামলার সব আসামিকে আদালতের রায়ে খালাস দেওয়া হয়। আদালত একই রায়ে তদন্তের দুর্বলতা, তথ্য-প্রমাণের ঘাটতি, সাক্ষ্য প্রদানের অপ্রতুলতা ইত্যাদির উল্লেখ করে রায়ের পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করেন। ২০০৯ সালে একই ঘটনার বিস্ফোরক মামলাটি রায় ঘোষণার পূর্ব মুহূর্তে পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করে অধিকতর তদন্তের জন্য সিআইডিতে ন্যস্ত করার আদেশ লাভ হয়। দীর্ঘ পূর্ণ তদন্ত শেষে চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হয়, আবার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৮ জানুয়ারি ২০২১ বিস্ফোরক আইনে কৃত মামলায় সব আসামিকে যাবজ্জীবন প্রদানের রায় দেওয়া হয়।

হুমায়ূন কবীর বালু

হত্যা মামলায় সব আসামির খালাস লাভ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ছিল। মোটা দাগে এর প্রতিক্রিয়ায় হত্যাকান্ডের ঘটনাটিকেই এক রকম অস্বীকার করার নামান্তর বলে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের অনুভূত হয়। যদিও আদালত রায়ে তথ্য-প্রমাণের ঘাটতি, সাক্ষ্য প্রদানের অপ্রতুলতা ইত্যাদির উল্লেখ করে। দ্বিতীয়বারের রায়ে কিছুটা স্বস্তির জায়গা তৈরি হয়েছে। সাংবাদিকদের বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যারা এ পেশায় যুক্ত, তাদের মধ্যেও সামাজিক নিরাপত্তার অদৃশ্য প্ররক্ষা বৃদ্ধির বোধ তৈরি হয়েছে। মামলা নিয়ে এতটুকু পর্যন্ত অর্জনও সহজ ছিল না। এ পথপরিক্রমায় পাশে থাকা সাংবাদিক সমাজ, আইনজ্ঞ, অধিকার কর্মী ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

১৯৭২ সালেও একবার তার জীবন বিপন্ন হতে বসেছিল। এ বিষয়ে স্বাধীনতা পদক ও পদ্মশ্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতীকের মাধ্যমে একটি গোয়েন্দা নথি হুমায়ূন কবীর বালুর পরিবারের হাতে আসে। ইনডেক্স টু দ্য বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাবস্ট্রাক্ট সাপলিমেন্ট অব ইন্টেলিজেন্স শিরোনামে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২-এর ভলিউম ১ ভুক্ত ৪২ পাতার ৩২২ নম্বরে খুলনা উপশিরোনামে প্রতিবেদনটি বিবৃত হয়েছে। খুলনা পুলিশ স্টেশন কেস ১২নং ৫ মার্চ ১৯৭২-এ রেকর্ডকৃত। ৪৫৭/৩৭৬ একটি বাংলাদেশ পুলিশ কেস চালু হয়।

রিপোর্টে দেখা যায় খুলনার ইকবাল নগর এলাকার [কাজী] শওকত আলী মামলাটির বাদী। হুমায়ূন কবীর বালু তখন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা। বিবাদীকে (একজন ইউনিফর্ম অফিসার) ধর্ষণ চেষ্টাকালে স্থানীয় আরও কয়েকজনের সহায়তায় হুমায়ূন কবীর বালু হাতেনাতে ইকবাল নগর এলাকায় ধরেন ও পুলিশে সোপর্দ করেন। পরে বিবাদী জামিন লাভ করেন।

জামিনে মুক্তি পেয়ে বিবাদী কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ৯ মার্চ ১৯৭২ রাত আনুমানিক ১২:৪৫-এর (আগে-পরে) হুমায়ূন কবীর বালুকে তুলে নিয়ে যায়। এ সময় ১৫ ইকবাল নগরস্থ তার পৈতৃক বাড়ি ভাঙচুর করে বিবাদী ও তার সঙ্গীরা। পরিবারের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তার খোঁজ শুরু করে। পরদিন সকালে শহরের জোড়া গেট এলাকায় তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ছাত্র সমাজ ক্ষিপ্ত ও প্রতিবাদী হয়। তারা দোষীদের সবাইকে দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি করে। একই সঙ্গে 'বাংলাদেশ ফোর্সে'র শহরে অনুপ্রবেশ বন্ধের দাবি জানায়। [প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদনটির ইংরেজি থেকে অনুবাদ]

(বাকি অংশ ৪র্থ পাতায়)

দুর্নীতি রুখতে হবে শক্তভাবে

মাজহারুল ইসলাম

দুর্নীতি রুখতে হবে শক্ত হাতে। দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক হোক আর আমলা হোক কাউকেই ছাড় দেওয়া ঠিক হবে না। এ প্রসঙ্গে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, অসাধু সরকারি আমলা ও কর্মকর্তাদের অসামঞ্জস্য সম্পদ ও অর্থের উৎস নিয়ে অভিযোগ থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় তারা সুরক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। চাকরিতে যোগদানের সময় সরকারি কর্মচারীদের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার নিয়ম রয়েছে এবং প্রতি বছর সেটা হালনাগাদ করতে হয়। দুর্নীতির অভিযোগ এলে রয়েছে নানা আইনি প্রক্রিয়া, বিভাগীয় ব্যবস্থা। কিন্তু এসব আইন কাগজে থাকলেও বাস্তবায়ন নেই। সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, এনবিআর কর্মকর্তা মতিউর রহমানের দুর্নীতির টাকায় গড়ে তোলা সম্পদের পাহাড় দেখে মনে হতে পারে দুর্নীতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে। দুর্নীতির ঘটনা আগেও ঘটেছে কিন্তু বিচার না হওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে তা এখন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। দুদকের তদন্ত, ব্যাংক হিসাব জব্দ করা দেখে মনে হতে পারে দুর্নীতি ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পরে দেখা যায় আইনের ফাঁকে গলে ঠিকই বের হয়ে যায় দুর্নীতিবাজরা। উপযুক্ত শাস্তি ও কঠোর ব্যবস্থা না নিলে দুর্নীতির লাগাম টানা সম্ভব হবে না।

সবারই জানা, আমলারা এ দেশে অনেক বেশি ক্ষমতার অপচর্চা করেন। ক্ষমতা আর দুর্নীতি অনেকটা অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হলে দুর্নীতিও নিরঙ্কুশ হয়। ক্ষমতার চর্চা যেখানে বেশি হয় সেখানে দুর্নীতিতে জড়ানোর সম্ভাবনাও বেশি থাকে। দুর্নীতিবাজদের শক্তভাবে দমন করে শাস্তির আওতায় না আনলে দেশ ও সমাজের জন্য শুভকর হবে না।

আমলারা দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, দেশের নীতি বাস্তবায়নে তাদের যতটুকু দায়িত্ব চাকরির আওতায় দেওয়া হয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতার চর্চা করছেন তারা। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, দেশ রাজনীতিবিদরা পরিচালনা করছেন না, দেশ পরিচালনা করছেন দুর্নীতিবাজ আমলারা। এদের সম্পদের পাহাড় সামনে আসছে। এখানে যেমন রয়েছে সিভিল ব্যুরোক্রেটস, তেমন রয়েছেন অন্যরাও। এসব দেখে সাধারণ মানুষও নিরাপদ বোধ করছেন না। আমলারা সংবিধানের ভাষায় প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা নয়, কর্মচারী। তারা কর্মচারী- এই ধারণাটি ফিরিয়ে আনতে হবে। আমলাদের টাকা পাচার, অর্থ লোপাটসহ নানান অনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষের অন্তরে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এটি দূর করার জন্য সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সাহসী ও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। দুর্নীতির শাস্তি দিতে হবে সরকারকে। যারা টাকা পাচার করেছে, যারা ব্যাংক লুট করেছে, যারা ক্ষমতা দেখিয়ে মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার করেছে তাদের জবাবদিহিতার আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

ঈদুল আজহার সময় মতিউর রহমানের দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে মুশফিকুর রহমান ইফাদ ১৫ লাখ টাকা দামের ছাগল কিনতে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হিরো হয়ে ওঠেন। ব্যাপক আলোচিত হয় তাকে নিয়ে। ছেলের বিলাসী জীবনযাপনের সূত্র ধরেই মতিউরের সম্পদের বিষয়টি আলোচনায় আসে। একপর্যায়ে নিজের ছেলেকেই অস্বীকার করেন মতিউর। তবে তাতেও পার পাননি দুর্নীতির এই মহারাজ। এখন পর্যন্ত তার দুই স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, ভাই-বোনসহ নিকটজনদের নামে ছয় জেলায় জমি, ফ্ল্যাট, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, রিসোর্টসহ নানা সম্পত্তির খোঁজ মিলেছে। এর বাইরে পুঁজিবাজারেও তার কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আত্মগোপনে চলে যান মতিউর রহমান ও তার পরিবার। শোনা যাচ্ছে মতিউরের দ্বিতীয় স্ত্রী শাম্মী ও ১৫ লাখ টাকার ছাগল খ্যাত পুত্র ইফাদ দেশ ছেড়ে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন।

মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। এর আগেও মতিউরের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে চারবার অভিযোগ উঠেছিল। ২০০৪, ২০০৮, ২০১৩ ও ২০২১ সালে সেগুলোর পরিসমাপ্তি টানা হয় তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণের অভাবে। এ বিষয়ে দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন গণমাধ্যমকে বলেছেন, এর আগে মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে চারবার করা অনুসন্ধানগুলো এখন আবার পর্যালোচনা করে দেখা হবে। অভিযোগ রয়েছে মতিউর দুর্নীতি করেছেন বেপরোয়াভাবে। নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে ভাবতেন তিনি। ওয়ান-ইলেভেনের সময় তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তবে সে দুর্নীতির তদন্ত থেকে তিনি রেহাই পান ওয়ান-ইলেভেনের সময়কার শাসক সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমেদের হস্তক্ষেপে। মতিউরদের মতো যারা দেশের প্রশাসনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলছে তাদের ঠেকাতে সরকারকে কড়া হতে হবে।

লেখক: নিবন্ধকার

মতামত

তিস্তাপ্রকল্পটি হোক বহুপক্ষীয়

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের ভারত সফর নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, সেদিক থেকেও এ সফর তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি শুধু ভারতের ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গেই চুক্তি করেছেন এমন নয়; বিরোধী দল কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফর ঘিরে তিস্তা বিশেষ আলোচনায় এসেছে। বস্তুত তিস্তা চুক্তি হওয়ার কথা ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সময়ে। চুক্তিটি হচ্ছে না, কারণ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধিতা করেছেন। একদিকে তিনি বিরোধী দলে, অন্যদিকে তাঁর রাজ্যের পানিসম্পদেরও ব্যাপার। যে কারণে চুক্তিটি এগোচ্ছে না। তবে এবার তিস্তা বাঁধের বাংলাদেশ অংশে জলাধার নির্মাণ করে বর্ষায় পানি সংরক্ষণ করে শীতের সময়ে ব্যবহারের যে প্রস্তাব চীন দিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে নদী খনন, নদী শাসন কিংবা অন্যান্য বাঁধের বিষয়ও রয়েছে।

চীন পুরো বিষয়ে 'ফিজিবিলিটি স্টাডি' তথা বাস্তবায়নযোগ্যতা যাচাইয়ের কথা বলেছে। তবে এখনও ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়নি। ইতোমধ্যে ভারতও তাতে আগ্রহ দেখিয়েছে। এখানে ভারতের একটি দল এসে তা বাস্তবায়নে কী করা যায়, সেটা দেখবে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা সেখানে জলাধার নির্মাণ বা যাই করি, তা করতে গেলেও ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি করা লাগবে। কারণ আমরা ভাটির দেশ। সে জন্য কোন সময় কত পানি পাব, তার ওপর নির্ভর করেই পরিকল্পনা এগোতে হবে। আমি মনে করি, যেহেতু এটি অনেক বড় প্রকল্প হবে, সে জন্য ভারত কিংবা চীনের বাইরেও আন্তর্জাতিকভাবে অন্যান্য দেশকে আমরা এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। যেসব দেশের এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে, যেমন নেদারল্যান্ডস বা জার্মানি কিংবা যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ যদি এগিয়ে আসতে চায়, তাদেরও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে গঙ্গা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ২০২৬ সালে এ চুক্তির ৩০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। তখন উভয় দেশ আবার এ নিয়ে আলোচনা করবে। তবে গঙ্গা চুক্তি নিয়ে আমার দুটি পর্যবেক্ষণ আছে। আমরা যখন চুক্তিটি স্বাক্ষর করি, তখন ভারতে কোয়ালিশন সরকার। সে সময় পশ্চিমবঙ্গের সিপিআইএম ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ। তা ছাড়া জ্যোতি বসুরও বাংলাদেশের প্রতি বিশেষ সমর্থন ছিল। এখন ৩০ বছর পর নবায়ন আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধী বলে নরেন্দ্র মোদি চাইলেই যে সব করতে পারবেন, তা নয়। তা ছাড়া এই ৩০ বছরে আমরা গঙ্গা চুক্তি অনুসারে সেভাবে কাজ করিনি। সে জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারেন, আপনারা তো এ সময়ে চুক্তিকে কাজে লাগাননি। সে জন্যই কঠিন দরকষাকষির বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারও তাতে ভেটো দিতে পারে। সে জন্য আমাদের পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে কঠোর অবস্থানের বিকল্প নেই।

এ সফরের আলোচনায় রেল ট্রানজিটের বিষয়ও ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে সম্প্রতি যে ১০টি সমঝোতা স্মারকে সই হয়েছে, সেগুলোর একটি হচ্ছে রেল ট্রানজিট। সামাজিক মাধ্যমে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, বাংলাদেশে ভারতের ট্রেন চললে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। অথচ সাত-আট বছর ধরে ঢাকা থেকে কলকাতা এক দিন বাংলাদেশের ট্রেন, আরেক দিন ভারতের ট্রেন চলছে। খুলনা থেকেও চলছে। এখন নতুন করে রাজশাহী থেকে ভারতের ট্রেন চললে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে কীভাবে! মনে রাখতে হবে, বিশ্বে বর্তমান সময়ে কানেক্টিভিটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম যখন আগরতলা থেকে ঢাকায় বাস সার্ভিস চালু হয় তখনও দেশ-জাতি গেল বলে অনেকে সুর তোলেন। এখন তো নিয়মিতই বাস চলছে, তাতে সমস্যা হচ্ছে না।

আমরা দেখছি, ঢাকা থেকে যে ট্রেন ভারত যায়, তার অধিকাংশ যাত্রীই বাংলাদেশের। কম খরচে যাওয়ার সুবিধা তারা ট্রেনের মাধ্যমে পাচ্ছে। রেল ট্রানজিটের যে চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী ভারতীয় পণ্য ও যাত্রীবাহী ট্রেন বাংলাদেশের রেললাইন ব্যবহার করে কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি যাবে বা কলকাতা থেকে পদ্মা সেতু ব্যবহার করে আগরতলা যাবে এবং একইভাবে ফিরে আসবে। এটা চুক্তি হয়েছে মাত্র। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে– প্রতি টন বা যাত্রীপ্রতি কত টাকা পাবে বাংলাদেশ। এটা যেন আমাদের জন্য সুবিধাজনক হয়। তার তথ্যও সবাই জানবে। এখানে উভয়ের জন্য 'উইন উইন' তথা লাভজনক অবস্থা থাকা দরকার।

কানেক্টিভিটির উপকারিতার কথা আমি বলেছি। এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সিঙ্গাপুরের অবস্থা দেখেন, তারা ট্রানজিট করেও আয় করছে, উন্নত হয়েছে। সারাবিশ্বের বিমান সিঙ্গাপুরে গিয়ে ট্রানজিট করে। একইভাবে তাদের বন্দর বিশ্বের অন্যতম। সেটাও বিভিন্ন দেশ ব্যবহার করছে। যেমন চট্টগ্রাম থেকে কনটেইনার সিঙ্গাপুর যায়, সেখান থেকে জাহাজে করে পণ্য চীন, অস্ট্রেলিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রে যায়।

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে উভয় দেশের মধ্যে কৌশলগত ও অপারেশনাল স্টাডিজের ক্ষেত্রে সামরিক শিক্ষা বিষয়ে সহযোগিতার চুক্তি হয়। সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ ধরনের চুক্তি ইতিবাচক। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য তাদের কর্মকর্তারা যেমন এখানে আসছেন, তেমনি আমাদের কর্মকর্তারাও সেখানে যাচ্ছেন। এমনকি এবারের আগে ভারতের যে সেনাপ্রধান ছিলেন, তিনিও আমাদের স্টাফ কলেজের গ্র্যাজুয়েট। তারা যেমন আমাদের ট্রেনিংয়ের সুবিধা নিয়েছেন, তেমনি আমরাও তাদের ট্রেনিংয়ের সুযোগ ব্যবহার করেছি। পরিস্থিতির কারণেও এটা প্রয়োজন। যেমন ধরুন, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী জাতিসংঘ মিশনে গিয়ে মরুভূমির অনেক দেশে কাজ করে, অথচ আমাদের দেশে মরুভূমি নেই। মরু অঞ্চলের প্রশিক্ষণে ভারতের রাজস্থান সহযোগিতা করতে পারে। এর ফলে একে অপরকে জানার সুযোগ তৈরি হবে। আমাদের মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি বা ভবিষ্যতের এভিয়েশন ইউনিভার্সিটি গড়লে ভারতের কারিগরি সহযোগিতা আমরা নিতে পারি।

সব শেষ মনে রাখতে হবে, সবার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আমরা এগিয়ে যাব। নিজেকে সংকীর্ণ অবস্থানে রাখলে উন্নতির সুযোগও সীমিত হয়ে যায়। পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলো পরস্পরের মধ্যে সংযুক্ত। তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কে সবাই কানেক্টেড। আমাদেরও নেটওয়ার্ক বাড়াতে হবে। সেদিক থেকে আমরা বলতে পারি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমডোর; ট্রেজারার, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

‘যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবারের’ পৃথক সমাবেশ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ):
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তথা ‘প্লাটিনাম জুবিলী’ পালন উপলক্ষ্যে আরো একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে। ‘যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবার’-এর ব্যানারে বাংলাদেশের সাথে সময় মিলিয়ে শনিবার (২২ জুন) সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও প্লাটিনাম জুবিলী উদযাপন পরিষদের আহবায়ক মোহাম্মদ আখতার হোসেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ফজলুর রহমান। তিনি ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে সমাবেশে অংশ নেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুর রহমান, অন্যতম উপদেষ্টা ও বাকসু’র সাবেক জিএস ড. প্রদীপ রঞ্জন কর। প্রধান আলোচক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য নিজাম চৌধুরী। যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাছিব মামুন এবং দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী।

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ‘যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবার’-এর ব্যানারে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত আলোচনা সভায় অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ‘জাতির জনক’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এছাড়াও মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬২, ৬৪ এর ৬ দফা, এগারো দফা শিক্ষা আন্দোলন ও স্বাধিকার আন্দোলন, ৬৯ এর গনঅভ্যুত্থান, আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা,৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৫ আগষ্ট, ২১ আগস্ট, ৩ নভেম্বরের জেল হত্যাকান্ড এবং স্বৈরাচার বিরোধী এবং সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আত্মত্যাগী বীর এবং মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রমহারা ২ লক্ষাধীক মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ‘যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবার’-এর ব্যানারে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত আলোচনা সভায় অতিথি ও নেতাকর্মীরা।

ঢাকা থেকে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ফজলুর রহমান তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিগত ৭৫ বছরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আন্দোলন, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং অর্জনের গৌরবগাথা ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হুসাইন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক শাহ বখতিয়ার, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক এম এ করিম জাহাঙ্গীর, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, নির্বাহী সদস্য খুরশেদ খন্দকার, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জিহাদুল হক জেহাদ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা কফিল চৌধুরী, সহ-সভাপতি সৈয়দ আতিক, মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত তালুকদার, সহ-সভাপতি শাহ সেলিম, যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হুসেন, শেখ হাসিনা মঞ্চের সভাপতি আব্দুল জলিল, আওয়ামী লীগ নেতা শ্যামল চন্দ্র, গোলাম খাঁন লিপ্টন, কায়কোবাদ খাঁন, কাজি এলিন, তোফায়েল হোসেন, আবুল হোসেন, মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক রোমানা আকতার, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি নুরুজ্জামান সর্দার, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাখাওয়াৎ বিশ্বাস, সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য আবদুল ওয়াহাব জোয়ারদার, কার্যকরী কমিটির সদস্য রাকিব হাসান, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক এইচ এম ইকবাল, আব্দুল বাছির, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জেড এ জয়, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর এইচ মিয়া, ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা মুহাম্মদ হাসান ইশরাত হোসেন হৃদয় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

আলোচনায় অধিকাংশ বক্তা তাদের বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করেন এবং দলের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তির জন্য তাঁকে দায়ী করেন। বক্তারা অভিযোগ করে বলেন তিনি ‘অর্থ বাণিজ্যেও মাধ্যমে দলীয় নেতা-কর্মীদের পদ-পদবী দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগেরই ক্ষতি করছেন, বিভক্তি বাড়াচ্ছেন। বক্তারা কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেয়াদ উত্তীর্ণ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি দাবী করেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে রাত ১২:০১ মিনিটে জন্মদিনের কেক কাটা হয়। এসময় হাতেগোণা কয়েকজন নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এর আগে অনেকেই বক্তব্য রেখে অনুষ্ঠান স্থল ত্যাগ করেন। সবশেষে মধ্যরাতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণা তিথি।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.

Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন এক্ষেত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

Tax & Consulting Services
for Individual and Businesses

Southeast USA Group Inc.

OUR SERVICES
- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services

(917) 566-1612

Prof. Ehteshamul Haque
Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372
Visit: www.southeastusagroup.com

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভেনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠবংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন
● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট
● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি
● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

যে কারণে ‘পাঠাও’য়ের ফাহিমকে হত্যা করে হাসপিল

(শেষ পাতা থেকে) সেটি ধামাচাপা দিতে হত্যার পর ইলেকট্রিক করাত দিয়ে দেহ টুকরা টুকরা করা হয়েছে ফাহিমকে। এ কারণে হাসপিলকে প্রথম-ডিগ্রি হত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ফাহিম সালেহ রাইড শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ‘পাঠা’ওয়ের সহ প্রতিষ্ঠাতা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা ছিলেন। নাইজেরিয়াভিত্তিক স্কুটার স্টার্টআপ গোকাদা প্ল্যাটফর্মের প্রধান নির্বাহী তিনি। নিউইয়র্কের নিজ অ্যাপার্টমেন্টে ২০২০ সালের ১৩ জুলাই খুন হন তিনি। ওই ঘটনায় তখন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী টাইরেস হাসপিলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ফাহিম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় হওয়া মামলায় নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের একটি আদালতে ২০২০ সালের ১৩ অক্টোবর হাসপিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে বিচার শুরু হয়।

ফাহিমের আর্থিক ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলো দেখতেন হাসপিল। তদন্তসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র তখন জানিয়েছিল, ফাহিমের মোটা অঙ্কের অর্থ (চার লাখ ডলার) সরিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। বিষয়টি ধরা পড়ার পর ফাহিম ওই অর্থ পরিশোধ করার সুযোগ দিয়েছিলেন তাকে। হাসপিল ধাপে ধাপে অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে আবার অর্থ চুরি করছিলেন। এ অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি নেন ফাহিম। এরপরই হাসপিল এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটান।

আইনজীবীরা বলেছেন, ফাহিমকে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনামাফিক খুন করেন হাসপিল। এর আগে টেজার ব্যবহার করে ফাহিমকে অজ্ঞান করা হয়। টেজারের সূত্র ধরে হাসপিলকে শনাক্ত করার কথা জানায় পুলিশ। হত্যার পর ফাহিমের শরীর টুকরা টুকরা করার কাজে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক করাতসহ পরিচ্ছন্নতাসামগ্রী কেনার ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়।

আইনজীবীরা বলেন, আদালতে হাসপিল দোষ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, ঘটনার দিন ফাহিম যখন লিফটে ওঠেন, তখন তিনি তাঁর পিছু নিয়ে দ্রুত লিফটের ভেতর ঢুকে পড়েন। পেছন থেকে টেজার ব্যবহার করে ফাহিমকে অজ্ঞান করার চেষ্টা করেন। এরপর একটি ছুরি দিয়ে তাঁর ঘাড়ের দিকে আঘাত করার চেষ্টা করেন। এ সময় ফাহিম চিৎকার করে বলেছিলেন, ‘তুমি কী করছ?’

হাসপিলের আইনজীবীরা আদালতে যুক্তি দিয়েছেন, হাসপিল মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। তাঁরা তাঁকে কম সাজা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু গত সোমবার ১২ সদস্যের জুরিবোর্ড তাঁদের দাবি নাকচ করে দিয়েছেন। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর এ মামলায় হাসপিলের সাজা ঘোষণার দিন ধার্য করা হয়েছে। তাঁর ২৫ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

বিচারের সমাপনী যুক্তিতে অংশ নেওয়া ম্যানহাটানের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ এক বিবৃতিতে বলেছেন, সালেহ অভিবাসী পরিবারের সন্তান। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। অথচ টাইরেস হাসপিল তাঁকে হত্যা করেছেন।

হাসপিলের আইনজীবী স্যাম রবার্টস বলেছেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় হাসপিল ‘অনুতপ্ত’। তিনি সাজা কম হওয়ার প্রত্যাশা করেন।

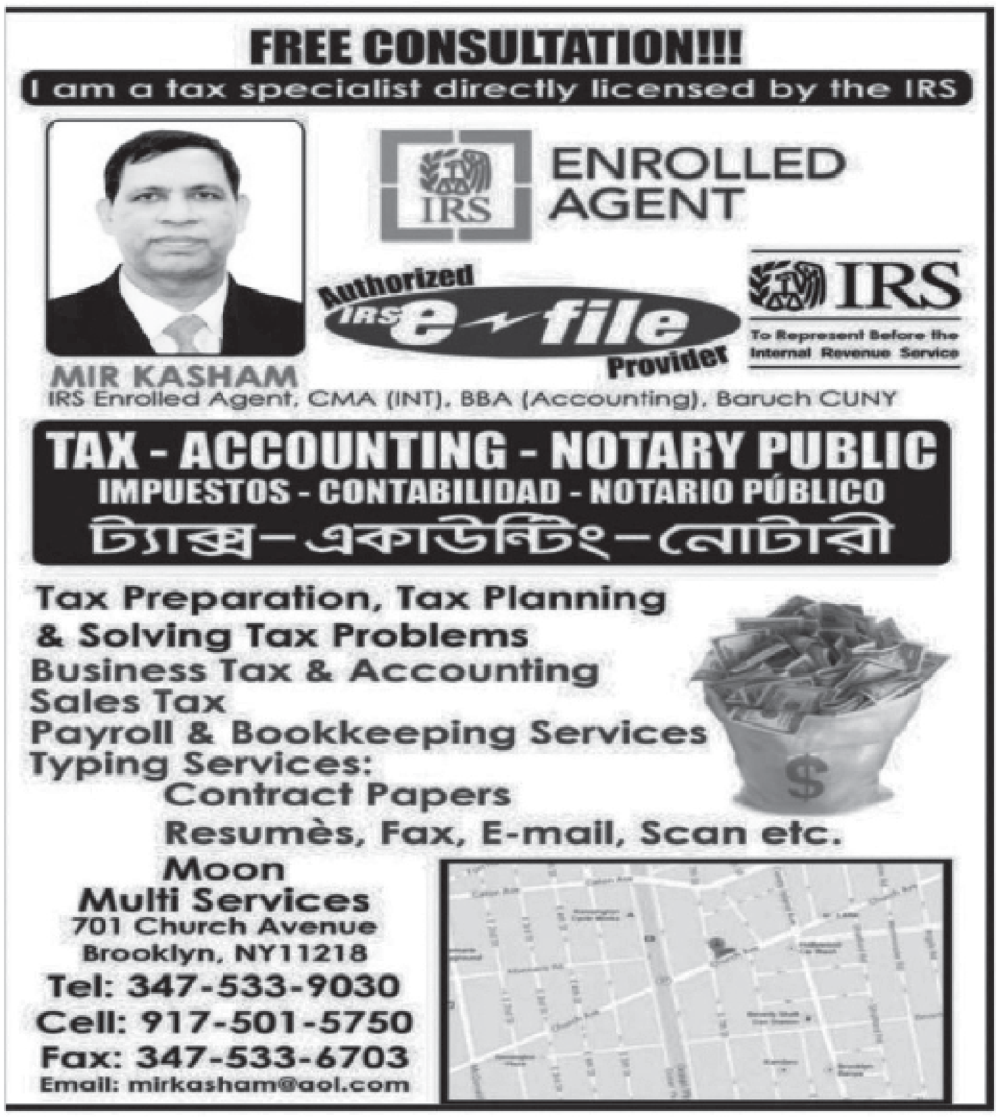

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

সম্প্রতি ইমিগ্রেশন সম্পর্কিত প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নির্দেশনা:

হোয়াইট হাউস জুন মাসেই ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পলিসি ও অ্যাকশন সম্পর্কিত কিছু ঘোষণা দিয়েছে। জুন মাসের প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট একটি নির্বাহী আদেশ ইস্যু করেছেন যাতে হোয়াইট হাউজ কর্মকর্তাদের দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্তে অভিবাসন প্রত্যাশীদের প্রবাহ ২৫০০ সীমিত রাখতে। ১৭ জুন ২০২৪ এর পর ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) যারা এক নাগাড়ে ১০ বছর ধরে ইউএসএ বসবাস করছেন এবং ১৭ জুন ২০২৪ এর পূর্বে বিয়ে করেছেন তাদের জন্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট পারিবারিক ইউনিট প্রোগ্রাম ত্বরান্বিত করবে।

জুনের ১৭, ২০২৪ তারিখ ইউএসএতে ফ্যামিলির সাথে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে একটি ফ্যামিলি ইউনিট কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এই প্রোগ্রামে ইউএসএ-তে বসবাসরত দম্পতি যাদের বৈধ কোন কাগজপত্র নেই, সেইসব ইউএস সিটিজেনদের স্বামী/স্ত্রীদের (স্পাউস) ইউএস ত্যাগ করে অন্য কোন তৃতীয় দেশে যেতে হবে না তাদের গ্রীণ কার্ডের জন্য।

ইউএস সিটিজেনদের স্বামী/স্ত্রীদের (স্পাউস) গ্রিনকার্ড এর ইন্টারভিউ এদেশের (আমেরিকা) মধ্যে থেকেই দিতে পারবে। ইউএসএ'র আইনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্যারোল স্ট্যাটাস দিতে পারবেন এবং তারা ইউএসএ'র মধ্যে থেকেই সেইসব স্বামী/স্ত্রী স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদন করতে পারবেন।

এখানে দেখতে হবে যে, এই প্রক্রিয়া স্বামী বা স্ত্রী নন, ২০২৪ সালের ১৭ জুন এর পূর্বে যেসব সৎ ছেলে-মেয়ে শারীরিকভাবে উপস্থিত থেকে আবেদন করবে সেসব সন্তানদের প্যারোল বা বৈধ প্রবেশ ছাড়াই তারাও উপযুক্ত স্টেপ সন্তান বলে গণ্য হবে। তারাও শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে গ্রিনকার্ডের ইন্টারভিউ দিতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হবে ইমিগ্রেশন একটি প্যারোল স্ট্যাটাস ইস্যু করবে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নতুন আরেকটি ইমিগ্রেশন পলিসি ঘোষণা করেছে। এই পলিসি ডাকা গ্রহনকারীদের জন্য এইচ-১বি ভিসা এবং কর্মসংস্থানের অন্যান্য পন্থাকে প্রশস্ত করবে। নতুন নীতি সরাসরি স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে 'ডাকা' গ্রহণকারী এবং অন্যান্য যারা বৈধ স্ট্যাটাস ছাড়া নির্বাহী আদেশে আছেন তারাও ২০১২ এর কর্মসূচিতে ইউএসএ থাকার সুযোগ পান

এবং নির্বাহী বিভাগের সুরক্ষা পাওয়ায় এদেশ থেকে বের করে দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

প্রেসিডেন্ট ওবামা ২০১২ সালে এই কর্মসূচি প্রবর্তন করেন তরুণদের সুরক্ষা দিতে। যারা বৈধ স্ট্যাটাস ছাড়াই মা-বাবার সাথে এসে বসবাস করছিলো।

২০২৩' সালের সেপ্টেম্বর মাসে টেক্সাসের একটি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট 'ডাকা'-কে অবৈধ বলে নির্দেশ দেন। তবে তাদের চলমান গ্রহীতাদের সাথে তাদের গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের এ ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ নেই। অন্যদিকে 'ডাকা' সমর্থকরা ডাকা গ্রহীতাদের আরো প্রশাসনিক সুরক্ষা দেয়ার দাবি জানিয়ে আসছে।

নিউইয়র্ক থেকে আরিফ খানের প্রশ্ন:

আমার আবেদনে মা-বাবা গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলেন। তারা ২ বছরের জন্য এখানে এসেছিলেন। এরপর তারা বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১ বছরের মধ্যে তারা আর এদেশে ফিরে আসতে পারেননি। এখন তারা বাংলাদেশে রয়ে গেছেন। তারা বয়স্ক ব্যক্তি বলে তাদের জন্য আমি চিন্তিত। এ ব্যাপারে আপনাদের কাছে পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

আরিফ খানের প্রশ্নের উত্তর:

গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এদেশের বাইরে গেলে তারা ১ বছর পর্যন্ত এদেশের বাহিরে অবস্থান করতে পারেন। আই-১৩১ ফর্ম পূরণ করে ফিসসহ এবং প্রয়োজনীয় কাগজ সংযুক্ত করে ইউএসসিআইএস'এ মেইল করতে হবে। এদেশের বাইরে অবস্থানের জন্য আপনাকে ২ বছরের অনুমতি নিতে হবে। পুন:প্রবেশের তারিখ শেষ হওয়ার আগেই এদেশে আসতে হবে। আবার ইউএসএ'র বাইরে ভ্রমণের পূর্বে পুন:প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আমেরিকা দুতাবাসে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হতে হবে যে, তারা এসবিআই ভিসার জন্য উপযুক্ত কিনা। এসবিআই ভিসা আবেদনকারীকে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনের জন্য যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত ফি দিতে হবে।

রেসিডেন্ট স্টাটাস ফিরে পাওয়ার যোগ্যতা:

ইমিগ্রেশন আইনের ধারার অধীনে স্ট্যাটাস রেসিডেন্ট ফিরে পাওয়ার কনস্যুলার অফিসারের সামনে প্রমাণ করতে হবে।

*ইউএসএ ত্যাগ করার পূর্বে আইনসম্মত পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট এর বৈধ স্ট্যাটাস ছিল।

*ইউএসএ উপস্থিতি ছিল সাময়িক।

*এদেশের বাইরে অনুমোদিত সময়ের অধিক অবস্থানের কারণ ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে যার জন্য নিজে দায়ী নন।

এসবিআই রেসিডেন্ট ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

*রিটার্নিং রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস নির্ণয়ের জন্য ডিএস- ১১৭ ফরম পূরণ করতে হবে আবেদনের সঙ্গে।

*পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড, মূল পাসপোর্ট, দুই কপি ছবি। এ ব্যাপারে আরো কাগজপত্র লাগতে পারে।

জুলাই ২০২৪ এর ভিসা বুলিটিন:

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জুলাই ২০২৪ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নীচে জুলাই ২০২৪ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা দেয়া হলো। ফাইনাল অ্যাকশন ডেট বলতে সেই ডেটকে বোঝানো হয় যখন ইউ এস সি আইএ অথবা ডি ও এস পারিবারিকভাবে আবেদনকারীদের আবেদনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেখে জানায়। আপনাদের তারিখ হবে ওই তারিখের পূর্বে। সার্বিক পূর্ণ বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে যে সামান্য নড়াচড়া হয়েছে যে পারিবারিক ভিত্তিতে আপনাদের দরখাস্ত অল্প কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সর অগ্রাধিকার :

প্রথম: (এফ ১) ইউএস সিটিজেনদের পুত্র-কন্যা: অক্টোবর ২২ ২০১৫।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টের স্বামী বা স্ত্রী সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ (এফ ২ এ) পারমানেন্ট রেসিডেন্টেদের স্বামী/স্ত্রী (স্পাউস) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান: নভেম্বর ১৫, ২০২১

বি (এফ ২ বি) পারমানেন্ট রেসিডেন্টেদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বয়সী অথবা তদূর্ধ্ব) মে ১, ২০১৬।

তৃতীয়: (এফ ৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা: এপ্রিল ০১, ২০১০।

চতুর্থ (এফ ৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন: আগস্ট ০১, ২০০৭।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট-এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

নোট: আরো জানতে ভিজিট করুন ইউএস দূতাবাস বা কনস্যুলেট অফিস। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৪৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল:

kazmiandreeves@gmail.com এ **লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।**

অনুবাদ: হুসনে এ, বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

নিউইয়র্কে হবিগঞ্জ জেলার প্রবাসীদের পৃথক দু'টি সংগঠনের বার্ষিক বনভোজন সম্পন্ন

হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক্-এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা।

যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতি ইনক্-এর প্রীতি সম্মিলনী ও বার্ষিক বনভোজন।

‘নৃত্যশিল্পী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ ডিসি মেট্রো এলাকার প্রবাসী শাখার যাত্রা শুরু

ওয়াশিংটন ডিসি:
যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর ডিসি মেট্রো এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত নৃত্যশিল্পীদের সংগঠন, নৃত্যশিল্পী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডি এম ভি গত ২৩ জুন রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। রোজমেরী মিতু রিবেইরোকে সভাপতি ও খ্রীষ্টিন রোজারিওকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে দিয়ে নৃত্যশিল্পীদের এই সংগঠনটির পরিচালনা পরিষদ, কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। পাঁচ সদস্যের এই বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সহ সভাপতি শতরূপা বড়ুয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আফরিন ফ্যান্সী ও ট্রেজারার পদে রোকেয়া হাসি।

অভিষেক অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং বোর্ডের সদস্যদের শপথ পাঠ করান।

অনুষ্ঠানে লায়লা হাসান বলেন, নৃত্যশিল্প ও নৃত্যশিল্পের উন্নয়ন, কল্যাণ, পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে আমাদের নৃত্যের নবরুপায়ন ইত্যাদি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে নৃত্যশিল্পী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর।

সভাপতি রোজমেরী মিতু রিবেইরো সংগঠনটি সম্পর্কে বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশী নতুন প্রজন্মকে আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি এবং সম্পদ, লোকনৃত্য এবং বাংলাদেশের সকল নৃত্য গুরুদের সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া। তাদেরকে আমাদের ঐতিহ্য এবং দেশীয় নৃত্যচর্চার সাথে সম্পৃক্ত করা। সেইসাথে বাংলাদেশের নৃত্যজগতের সাথে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অভিষেক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানটির অন্যতম বড় আকর্ষণ ছিল, প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশু কিশোরদের মনোজ্ঞ নৃত্য পরিবেশনা।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে এলাকার বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক খ্রীষ্টিন রোজারিওর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। প্রবাসে নৃত্যশিল্পী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর এটি চতুর্থ সংযোজন। অন্যান্য প্রবাসী শাখাগুলোর মধ্যে রয়েছে- ইংল্যান্ড, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

‘নৃত্যশিল্পী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ ডিসি মেট্রো এলাকার প্রবাসী শাখার নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

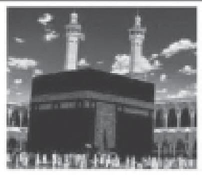

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates SAUDIA ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

‘সাহিত্য একাডেমি’র আসরে সঙ্গীতজ্ঞ মুত্তালিব বিশ্বাস সংবর্ধিত

নিউইয়র্ক:
জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে গত ২৮ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক’র মাসিক সাহিত্য আসরটি। পুরো আসর সঞ্চালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। এবারের আসর দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম পর্বে সঙ্গীতজ্ঞ মুত্তালিব বিশ্বাসকে সাহিত্য একাডেমির পক্ষ হতে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। দ্বিতীয় পর্বে ছিল একাডেমির নিয়মিত আয়োজন, স্বরচিত পাঠ, সাহিত্য আলোচনা, পাঠের জন্য বই বিতরণ ও বই আলোচনা।

মুত্তালিব বিশ্বাসকে নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথের ‘স্মরণ’ কবিতাটি আবৃত্তিকার পারভীন সুলতানার আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আসরের সূচনা হয়। মুত্তালিব বিশ্বাসের পরিচিতি পাঠ করেন, কবি বেনজির শিকদার। তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান, রাহাত কাজী শিউলি এবং তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ ও সাংবাদিক-লেখক মনজুর আহমদ।

অনুষ্ঠানে মুত্তালিব বিশ্বাস বলেন, আমার আব্বা অর্থ সম্পদে বলীয়ান না হলেও আমাকে অমূল্য কিছু উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, জীবনে অন্যের চিঠি বিনা অনুমতিতে পড়বেনা, এমনকি সে চিঠি যদি পোস্ট কার্ডেও লেখা হয়। কখনো আড়ি পেতে অন্যের কথা শুনবে না। যা তুমি নিজে অর্জন করো নি এমন ধন উপভোগের কোনো অধিকার তোমার নেই। এমন অনেক উপদেশের মধ্যে কয়েকটি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিলাম। তো, তাঁর উপদেশগুলো আমি মেনেও চলেছি, কিন্তু আজ মানতে পারলাম না। সাহিত্য একাডেমিতে এতক্ষণ ধরে আপনারা যা বলেছেন আমি এগুলো করি নি, কিন্তু চুপচাপ বসে থেকে উপভোগ করতে হলো। মা যখন তাঁর অবোধ সন্তানকে কোলে নিয়ে আমার সোনা, মাণিক বলে আদর করেন, সেই অবোধ সন্তান সোনা, মানিকের অর্থ না বুঝেও শুনতে হয়। কিন্তু মা যাকে সোনা বলছে সে সোনা নয়, এই কথা যেমন সত্য, তেমনি মা যাকে সোনা বলছে সেটির মধ্যেও কোন গরমিল নেই। নিজের অনুভূতি হতে বলছি, যত দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে সাহারা মরুভূমির সমস্ত বালুর মধ্যে আমি একটা বালুকণা মাত্র। সারমর্ম হলো, আপনাদের এই প্রেরণা, প্রশংসা আমি মাথা পেতে নিলাম।

তিনি বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে যারা আসে, পড়ে, তাদের পাঠ শুনে, লেখা পড়ে মুগ্ধ হই, আর ভাবি তারা এত শব্দ কোথায় পায়, এতো শব্দ তো আমি জানি না। আমি কেনো ওদের মতো লিখতে পারি না। সাহিত্য একাডেমি একটি শিক্ষালয়, কিন্তু এখানে কেউ কারো শিক্ষক নয়, আবার সকলে সকলের শিক্ষক।

অনুষ্ঠানে ‘যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে না এলো’ গানটির কিয়দংশ খালি গলায় গেয়ে উপস্থিত সকলকে তিনি মোহিত করে তোলেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, মুত্তালিব বিশ্বাস হলো সূর্য, আমি তাঁর কাছে কুপির মতো। গত কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনেছি। গান পরিবেশনের আগে তিনি গানের বৃত্তান্ত যেভাবে তুলে ধরেন, আমি বিস্মিত হই।

আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ বলেন, মুত্তালিব বিশ্বাসের বই আমি পড়েছি এবং আমার পত্রিকার জন্য তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছি। তাঁর লেখার যে বিষয়টি আমার ভালো লাগে তা হলো, তাৎক্ষণিক তীব্র বিষয়টিও তিনি এমন ভাষায় লেখেন, এমন শব্দ ব্যবহার করেন, যেখানে কষাঘাত আছে, সমালোচনা আছে, কিন্তু যা পড়ে তিক্ততা তৈরি হয় না, খারাপ লাগে না। আমি অশীতিপর, পেছনের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে না, ভুল হয়ে যায়। অথচ, মুত্তালিব বিশ্বাস অসাধারণ স্মৃতিধর ব্যক্তি, তিনি বিস্ময় আমার কাছে।

লেখক হাসান ফেরদৌস বলেন, জাতীয় সংগীতের স্বরলিপি করেছেন মুত্তালিব বিশ্বাস। ভালো মানুষের গুণ হলো তিনি বিনয়ী হোন, আর ভালো লেখক মানে তিনি অনুসন্ধিৎসু হোন। মুত্তালিব বিশ্বাসের দুটো বই পড়ে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি, তিনি অতি কঠিন, অতি শুকনো, অতি কট্টর বিষয়গুলোকে ভেঙে সহজভাবে বলতে পারেন। অর্থাৎ, বিষয়বস্তু আত্মস্থ করে তিনি লেখেন। তিনি কৌতুহলী, তাঁর মধ্যে নতুন জিনিস খোঁজার আগ্রহ রয়েছে, কৌতুহল রস গ্রহণে যেমন তিনি অকুণ্ঠ তেমনি তীক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণে তিনি অতন্দ্র, প্রায়োগিক ভাষা কৌতুক রসে স্নিগ্ধ- কথাগুলো তিনি মুত্তালিব বিশ্বাসের ‘সংগীত ভাবনা’ বইটির ভূমিকা থেকে তুলে ধরেন।

ঠিকানা’র প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, মুত্তালিব বিশ্বাস আমার অভিভাবক, নাকি বন্ধু, আজও আমি সেটি নিশ্চিত হতে পারি নি। তিনি বলেন, মুত্তালিব ভাই আপনি একেবারে নিউইয়র্ক ছেড়ে যাবেন না, ফিরে ফিরে আসবেন। আমরা আপনাকে মনে রাখবো, আপনিও আমাদের মনে রাখবেন।

লেখক আহমাদ মাজহার বলেন, নব্বই এর দশকে মুত্তালিব বিশ্বাসের ‘সংগীত বিমর্শ’ বইটি প্রথম হাতে এলে ‘বিমর্শ’ বানানটি দেখে বিস্মিত হই, পরে অবশ্য এর অর্থ আবিষ্কার করি। সঙ্গীতজ্ঞ বলতে যা বোঝায়, যিনি সংগীত চর্চা করেন, সংগীতের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নিরুপণ করতে পারেন এবং জীবন ও সংগীত তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে একাকার হয়ে এমন একটি জায়গ রচিত হয়, যিনি সেটি তৈরি করতে পারেন, তিনি হচ্ছেন সঙ্গীতজ্ঞ। মুত্তালিব বিশ্বাস হলেন সেরকম একজন সঙ্গীতজ্ঞ।

কবি কাজী আতীক বলেন, ঢাকায় আমরা একই শহরে থাকলেও মুত্তালিব বিশ্বাসকে আমি সাহিত্য একাডেমি থেকেই চিনি। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে সাহিত্য একাডেমিতে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি। মুত্তালিব বিশ্বাস নিরবচ্ছিন্নভাবে নিউইয়র্কে এখন থাকেন না বলেই সাহিত্য একাডেমির পক্ষ হতে এই সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে।

লেখক নীরা কাদরী বলেন, মুত্তালিব বিশ্বাস আমার খালু, কৈশোরেই দেখেছি তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে গানের চর্চা করছেন। তাঁর দিকে তাকালে এখন আমার বাবার কথাই মনে পড়ে।

লেখক এবিএম সালেহ উদ্দিন বলেন, মুত্তালিব বিশ্বাস আমাদের প্রাণের মানুষ। তাঁকে কখনো বিমর্ষ হতে দেখি নি, তিনি সদা প্রাণবন্ত। তিনি জীবনভর যে আলো ছড়িয়েছেন, আশা করি সেটি অব্যাহত থাকবে।

কবি সুমন শামসুদ্দিন মুত্তালিব বিশ্বাসের কিছু উল্লেখযোগ্য উক্তি ও তাঁকে নিয়ে গুণী কয়েকজনের উপলব্ধি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আলোচনায় অংশ নিয়ে কবি তমিজ উদদীন লোদী বলেন, ১৯২১ সালে টি.এস.এলিয়ট তাঁর ‘দ্যা ওয়েস্টল্যান্ড’ কবিতাটি নিয়ে ফ্রান্সে ছুটে যান কবি এজরা পাউন্ডের কাছে। এজরা পাউন্ড কবিতার প্রথম ৫৪ লাইন বাদ দিয়ে ৫৫ লাইন থেকে শুরু করেন। এক বছর পর কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। তিনি বলেন, এখন আমাদের কী সেই ধৈর্য আছে! লেখালেখির জন্য ধৈর্য ধারণের বিকল্প নেই।

লেখক আদনান সৈয়দ এবারের আসরে লেখক শাঁওলী মিত্রের ‘ত্রস্ত সময় ধ্বস্ত সংস্কৃতি’ এবং কাফকার ‘দি লাভ অফ ফ্রানৎস কাফকা’ বই দু'টো নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথম বই সম্পর্কে তিনি বলেন, এই বইটি বর্তমান সময়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই। আমাদের যে সময়টা যাচ্ছে, আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, নৈতিক অবস্থান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিনয় এগুলো যেন এখন ফাঁকির কাজ। মানুষ এখন খুব দ্রুত নাম, যশ, সুনাম, খ্যাতি চায়। সাহিত্য একাডেমিতে আজ আমরা বিখ্যাত মানুষ মুত্তালিব বিশ্বাসের বিনয় দেখেছি। তিনি এতটাই বিনয়ী, তাঁর প্রশংসাও করা যাবে না। এমন মানুষগুলো এখন খুব বেশী নেই, তাঁরা হারিয়ে যাচ্ছেন। এই বইটির বিষয় ঠিক তাই।

দ্বিতীয় বই সম্পর্কে তিনি বলেন, বইটি নির্বাচন করেছি কারণ, জুন মাস কাফকার মৃত্যু বার্ষিকী। কাফকা যখন কঠিন যক্ষা রোগে আক্রান্ত তখন তিনি প্রেমিকা মিলেনাকে লিখেছেন, ‘আমি তোমাকে গভীরভাবে, অচেতনভাবে, অর্থহীনভাবে এবং মারাত্মকভাবে ভালোবাসি।’ একজন শিল্পী হয়ত সবসময় অন্য জগতের মানুষ, কিন্তু সবসময় ভালোবাসার সঙ্গেই তাদের বসবাস।

এবারের আসরে আবৃত্তি করেন মুমু আনসারী এবং স্বরচিত পাঠে ছিলেন হুসাইন কবীর, কাউসার রোজী ও মণিকা চক্রবর্তী।

আসরে উপস্থিত ছিলেন ফেরদৌস সাজেদীন, আবেদীন কাদের, রেখা আহমেদ, হুসনে আরা, শামস আল মমীন, ফরিদা ইয়াসমিন, প্রতাপ দাস, ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, রানু ফেরদৌস, হাসানুজ্জামান সাকী, নাসির শিকদার, সুরীত বড়ুয়া, আবু সাঈদ রতন, ধনঞ্জয় সাহা, মিনহাজ আহমেদ, সাদিয়া খন্দকার, সেমন্তী ওয়াহেদ, রিমি রুম্মান, মনিজা রহমান, এলি বড়ুয়া, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, আকবর হায়দার কিরণ, হুমায়ুন কবির ঢালী, মাহফুজ আলম, বিশ্বাস করবী ফারহানা, বিশ্বাস কেতকী ফারহানা, ফ্লোরা, মিয়া এম আছকির, নাসিমা আক্তার, ওয়াহেদ হোসেন, শহীদ উদ্দীন, সবিতা দাস, এস.এম মোজাম্মেল হক, আবু রায়হান, আব্দুল কাইয়ুম, শফিক ইসলাম, পলি শাহীনা প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সাঁতার কাটতে গিয়ে নিউজার্সীতে বাংলাদেশী

(শেষ পাতার পর) উদ্ধারকারীরা খবর পেয়ে উদ্ধার চালায়। কিন্তু রাত বেশী হওয়ায় ওয়েস্ট মিলফোর্ড পুলিশ মঙ্গলবার রাতে সাগরে তল্লাসি স্থগিত রাখে। পরদিন বুধবার সকাল থেকে ষ্টেট পুলিশের উদ্ধারকারী দলসহ মেরিন ডুবুরীরা ব্যাপক তল্লাসি চালিয়ে এহসান আমান উল্লাহ’র মৃতদেহ উদ্ধার করে।

নিউজার্সী প্রবাসী বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার সাদি উল্লাহ’র দুই ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় এহসান সদ্য স্কুল গ্র্যাজুয়েট করে রাটগার্টস ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়ায় ছিল। নিউজার্সীর র্যান্ডল শহরে পরিবারটি বসবাস। সে স্থানীয় মরিস কাউন্টি ভোকেশনাল স্কুলের ছাত্র ছিলো। এদিকে ইঞ্জিনিয়ার সাদি উল্লাহ মাত্র দুইদিন আগে পবিত্র হজ্ব পালন করে আমেরিকায় ফিরেছেন। এহসানের মেক্সিকান মা ছেলের এ দুর্ঘটনার সময় মেক্সিকো সফর করছিলেন।

নিউজার্সীতে বসবাসরত কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ কবীর জানান, সুদর্শন যুবক এহসান আমান উল্লাহ মর্মান্তিক মৃত্যুতে স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিউজার্সীর ইসলামিক সেন্টার অব মরিস কাউন্টিতে শুক্রবার (২৮ জুন) বাদ জুমা এহসানের নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

SEEMA GULIANI, ESQ | ATTORNEY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B-1/B-2)
- RELIGIOUS WORKER (R-1)
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY-BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT-BASED VISAS (H-1B, PERM, I-140, EB1, EB2, EB3)

BY APPOINTMENT ONLY
212-691-4343
seemagulianiesq@gmail.com
198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

বাইডেন-ট্রাম্পকে নিয়েই চিন্তায় ভোটাররা

(প্রথম পাতা পর)

বলা হচ্ছে। অন্যদিকে, নির্বাচনের আরেক প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষেত্রেও প্রায় কাছাকাছি ধরনের ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। জরিপে প্রায় ৪৯ শতাংশ ভোটার বলছেন যে, প্রার্থী হিসেবে তারা সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকেও মানসিকভাবে উপযুক্ত মনে করেন না। তবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য যে বিষয়টি কিছুটা বেশি উদ্বেগের। কারণ জরিপে অংশগ্রহণকারী তার নিজ দলের সমর্থকদের মধ্যে প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোটার মনে করেন যে, বাইডেনে উচিৎ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে দলের অন্য কাউকে সুযোগ করে দেওয়া। তবে বাইডেনের এই দুঃসময়ে পাশে রয়েছেন তার পরিবার ও মিত্ররা। নির্বাচনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাইডেনকে তারা উৎসাহও দিচ্ছেন। তারপরও ডেমোক্রেটিক পাটিৱ নেতাদের সবাই এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের একজন ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান জেমি রাস্কিন রোববার এক সাক্ষাৎকারে দলের বর্তমান অবস্থাকে ‘কঠিন পরিস্থিতি’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বৃহস্পতিবারের বিতর্কেৱ পর ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এবং এমনকি সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পর্যন্ত প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, ওই বিতর্কটিতে বাইডেন তার সেরাটা দিতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা থেকে সরে যেতে হবে বলে মনে করেন না তারা।

ইহুদি ভোটারদের সমর্থন নিয়ে বাইডেন শিবিরে উদ্বেগ

এদিকে বিগত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা ও ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গাজায় নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের ফলে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আসন্ন নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনের ইহুদি ভোটারদের সমর্থন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা ডেমোক্র্যাটদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের কারণে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যগুলোয় আরব বংশোদ্ভূত আমেরিকান ও প্রগতিশীল ইহুদি আমেরিকানদের মধ্যে বাইডেনের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। পেনসিলভেনিয়া, মিশিগান, জর্জিয়া, উইসকনসিন ও অ্যারিজোনার মতো ব্যাটেলগ্রাউন্ড রাজ্যগুলোয় ইহুদি আমেরিকানদের ভোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাইডেনের নির্বাচনী শিবির নিয়মিত ‘জুইশ ওমেন ফর জো’ নামে একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে এবং শিগগিরই একজন ‘ফেইথ এনগেজমেন্ট ডিরেক্টর’ নিয়োগ দেওয়া হবে, যার ইহুদি ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে। তবে অনেক ইহুদি নেতা অভিযোগ করেছেন, তাঁরা যথেষ্ট যোগাযোগ দেখতে পাচ্ছেন না। জুইশ ডেমোক্রেটিক কাউন্সিল অব আমেরিকার জেডিসিএ এর নেতারা হতাশা প্রকাশ করেছেন, প্রগতিশীল মিত্ররা তাদের পরিত্যাগ করছেন। এতে তাদের রাজনৈতিকভাবে ‘গৃহহীন’ মনে হচ্ছে। মিশিগানের ইহুদি ভোটারদের মধ্যে হতাশা দেখা গেছে, বাইডেন দলের বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। হোয়াইট হাউসে ইহুদি ভোটারদের নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলেজান্দ্রো মায়োরকাস ও অভ্যন্তরীণ নীতিবিষয়ক উপদেষ্টা নীরা ট্যান্ডেন ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলেছেন। এছাড়া জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কারবি ইসরায়েলের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন। বাইডেনের পুনর্নিৱ্বাচনের প্রচারণাকে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, তা নিয়ে হোয়াইট হাউসে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ইহুদিদের বিরোধিতা বেড়েছে, যা বাইডেনকে আরও চাপে ফেলছে। গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাইডেনের জন্য রাজনৈতিক ঝুঁকি বেড়েছে। সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান লি জেলডিনের মতে, ডেমোক্রেটিক পার্টি যদি সঠিকভাবে পরিচালিত না হয়, তবে ইহুদি ভোটাররা নিজেদের আরও বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারে।

নভেম্বরের নির্বাচনে আমরাই জিততে চলেছি : প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

অপরদিকে চলতি ২০২৪ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হোয়াইট হাউসের রেসে থাকার সার্বিক ইচ্ছা রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপক্ষে একটি বিতর্কে বিপর্যয়কর পারফরম্যান্স সত্ত্বেও তিনি তার এমন ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। ট্রাম্পের সামনে তাঁর এই বিপর্যয়ের কারণে অনেক ডেমোক্রেটিক সমর্থকের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে বাইডেন নিজে এখনো যথেষ্ট আশাবাদী।

নির্বাচন সামনে রেখে অনুষ্ঠিত বৃহস্পতিবারের বিতর্কে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপরীতে অনেকটাই নিষ্প্রভ ছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ট্রাম্পের সামনে তাঁর এই বিপর্যয়ের কারণে অনেক ডেমোক্রেটিক সমর্থকের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে বাইডেন নিজে এখনো যথেষ্ট আশাবাদী। শনিবার একটি তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে আগামী নভেম্বরে নিজের জয়ের ব্যাপারে বড় অর্থদাতাদের আশ্বস্ত করেছেন বাইডেন। নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে ওই তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অনুষ্ঠানে জিল দৃঢ়ভাবে ৮১ বছর বয়সী স্বামীর পক্ষে কথা বলেছেন। এদিন এক সমাবেশে জিল বলেন, ‘জো এই কাজের জন্য শুধু সঠিক ব্যক্তিই নন......তিনি এ দায়িত্বের জন্য একমাত্র ব্যক্তি।’

গত বৃহস্পতিবার রাতে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায় সিএনএনের স্টুডিওতে ট্রাম্প ও বাইডেনের মধ্যে ওই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবারের বিতর্কে বাইডেন বার বার কথার খেই হারিয়ে ফেলছিলেন। ট্রাম্পের সামনে তাঁর কথা আটকেও যাচ্ছিল। ওই বিতর্কেৱ পর থেকে বাইডেনের বয়স এবং তাঁর মানসিক সক্ষমতা নিয়ে থাকা সংশয় ও গুঞ্জন আরও জোরালো হয়েছে। ওই বিতর্কেৱ পর বাইডেনের নির্বাচনী প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত কি না, বা ডেমোক্রেটিক পার্টি তাঁর বিকল্প প্রার্থী খুঁজবে কি না সে বিষয়েও আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় বোর্ডসহ অনেক রাজনৈতিক ধারাভাষ্যকার ওই বিতর্কের পর বাইডেনকে সরে দাঁড়াতে বলেছেন। তবে এখন পর্যন্ত নির্বাচিত কোনো শীর্ষ পর্যায়ের ডেমোক্রেটিক নেতা বাইডেনকে এমন কথা বলেননি। বরং সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং বিল ক্লিনটন শুক্রবার প্রকাশ্যে বাইডেনের প্রতি তাঁদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। শনিবার এক সমাবেশে বাইডেন আরও বলেন, ‘ওই রাতটা তার জন্য দারুণ কিছু ছিল না, ট্রাম্পের জন্যও না। তবে আসন্ন নির্বাচনে জনগনকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন , তারাই জিততে চলেছেন।’ নিউইয়র্কে সমাবেশ শেষ করে স্ত্রীকে নিয়ে নিউ জার্সিতে যান বাইডেন। সেখানে ডেমোক্রেটিক গভর্নর ফিল মুরফির সঙ্গে একটি তহবিল সংগ্রহের সমাবেশে যোগ দিয়ে সামনে আরও কঠোর লড়াই করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আর্থিক ঝুঁকির শঙ্কায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

এদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম বিতর্কে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপক্ষে দুর্বল পারফরম্যান্সে বাইডেন শুধু প্রচারণাকেই ঝুঁকিতে ফেলেননি, তার রাজনীতি এখন যেমন হুমকির মুখে, তেমনি এ বিতর্ক বাইডেনের ডোনার বা অর্থদাতাদেরও রীতিমতো বিপদে ফেলে দিয়েছে। রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে এখন জো বাইডেনের তুলনায় বেশি নগদ অর্থ আছে। প্রতি মাসে দুই প্রার্থী যে পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করছেন, তাতে অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। বর্তমান প্রেসিডেন্টের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে, যদি ধনী অর্থদাতারা মনে করেন যে তারা হারতে থাকা ঘোড়ার ওপর বাজি ধরছেন। মে মাসও পরিস্থিতি খুব একটা ভালো ছিল না বাইডেনের জন্য। বাইডেন শিবির অবশ্য বলছে, বিতর্কের পর ভালো চাঁদা আসছে। টেলিভিশন অনুষ্ঠানের পর ছোট চাঁদাদাতারা এ ব্যাপারে মনোযোগ দেন। বাইডেনের তোলা ৪২ শতাংশ চাঁদা এসেছে যারা ২০০ ডলারের কম দিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে। ট্রাম্পের ক্ষেত্রে এই হার ৩১ শতাংশ।

বিতর্ক খারাপ হওয়ার কথা স্বীকার বাইডেনের, ট্রাম্পকে হারানোর প্রত্যয়

অপরদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হওয়া প্রথম বিতর্কে ভালো করতে না পারার কথা স্বীকার করেছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও ডেমোক্রেটিক প্রার্থী জো বাইডেন। যদিও তিনি এখনই হাল ছাড়তে রাজি নন। বাইডেন জানিয়েছেন, নভেম্বরের নির্বাচনে তিনি ট্রাম্পকে হারিয়ে প্রনরায় জয়ী হবেন। শুক্রবার নর্থ ক্যারোলাইনায় একটি র্যালিতে অংশ নিয়ে বাইডেন এসব কথা বলেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, স্পষ্ট করে বলতে গেলে তিনি জানেন, তিনি এখন তরুণ নন। তিনি আগে যেমন সহজেই হাঁটতে পারতেন এখন আর তা পারেননা। তিনি আগের মতো ভালো বিতর্ক করতে পারেননা। কিন্তু কীভাবে সত্য বলতে হয় এবং কীভাবে কাজ করতে হয় তা ভালোভাবে জানেন বলে দাবি করেন তিনি। এ সময় সমাবেশে উপস্থিত সমর্থকেরা ‘আরও চার বছর’ বলে স্লোগান দেন। বাইডেন জানান, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে আরও চার বছর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এদিকে ভার্জিনিয়ায় একটি র্যালিতে অংশ নিয়ে ট্রাম্প বিতর্কে বড় জয় পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, ৪ কোটি ৮০ লাখ মানুষ টিভিতে এই বিতর্ক দেখেছেন। র্যালিতে ট্রাম্প বলেন, বাইডেনের সমস্যা তার বয়স না। তার দক্ষতা। সে পুরোপুরি অদক্ষ। ট্রাম্প মনে করেন, বাইডেন নির্বাচন থেকে ছিটকে পড়বেন এমন জল্পনাকে তিনি বিশ্বাস করেন না। তার মতে, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসসহ অন্যান্য ডেমোক্র্যাটদের তুলনায় বাইডেন নির্বাচনে ভালো করবেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে বৃহস্পতিবার প্রথম টিভি বিতর্কে অংশ নেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সিএনএন-এর আটলান্টা স্টুডিওতে ওই বিতর্কে তারা তীর্যক ভাষায় একে অপরকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেন। এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ভালো করতে পারেননি বাইডেন। কথা বলতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেয়েছেন। এই সুযোগে ট্রাম্প অনবরত একের পর এক যুক্তি দিয়ে বাইডেনকে নাস্তানাবুদ করেছেন। সিএনএনের তাৎক্ষণিক জরিপ অনুযায়ী, বিতর্ক দেখেছেন এমন নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে ৬৭ শতাংশ বলেছেন, বিতর্কে ট্রাম্প ভালো করেছেন। মাত্র ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা বাইডেনের পক্ষে মত দিয়েছেন। বিতর্ক শুরুর আগে একই ভোটারদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ বলেছিলেন, বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্প ভালো করবেন। আর বাইডেনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন ৪৫ শতাংশ ভোটার।

বাইডেনকে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান নিউইয়র্ক টাইমস সম্পাদকীয় বোর্ডের

অপরদিকে বিতর্কের পর নিউইয়র্ক তথা বিশ্বের শীর্ষস্থানী প্রভাবশালী সংবাদপত্র দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর এক সম্পাদকীয়তে প্রেসিডেন্ট জো-বাইডেনকে ভোট থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সেইসাথে নভেম্বরে হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য অন্য ডেমোক্র্যাটকে মনোনয়ন দেয়ার অনুরোথ জানিয়েছে। বাইডেনকে ‘একজন মহান সরকারি কর্মচারীর ছায়া’ হিসাবে বর্ণনা করে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বোর্ড বলেছে, প্রেসিডেন্ট এবং ট্রাম্পের মধ্যে বৃহস্পতিবারের বিতর্ক প্রমাণ করেছে ৮১ বছর বয়সী বাইডেন ‘তার নিজের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন।’ আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তার সংকল্প হলো একটি ‘বেপরোয়া জুয়া’ এ কথা উল্লেখ করে সম্পাদকীয় বোর্ড বলেছে, ‘বাইডেন এখন যে সর্বশ্রেষ্ঠ জনসেবা সম্পাদন করতে পারেন তা হলো ঘোষণা করা যে- তিনি পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যাবেন।’

বাইডেনের বিকল্প প্রেসিডেন্ট প্রার্থী চান ৬০ শতাংশ ভোটার : জরিপ

এদিকে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিবন্ধিত ভোটাদের ৬০ শতাংশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিকল্প প্রার্থী চান। বৃহস্পতিবার বাইডেন-ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিতর্কের পর এই জরিপ পরিচালনা করে মর্নিং কনসাল্ট প্রো। জরিপে বলা হয়েছে, ৬০ শতাংশ ভোটার বাইডেনের বিকল্প প্রেসিডেন্ট প্রার্থী চাইছেন। এদের মধ্যে একাংশ নিশ্চিতভাবেই বাইডেনের বিকল্প চান। আরেকটা অংশ মনে করছেন, বাইডেনের বিকল্প হলেই ভালো হবে। এই অনলাইন জরিপে ২ হাজার ৬৮ নিবন্ধিত ভোটার অংশ নেন। জরিপে, বিতর্কটি দেখেছেন এমন ভোটারদের ৫৭ শতাংশ মনে করছেন বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্প বিতর্কে ভালো করেছেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ’কাকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চান’ এমন প্রশ্ন করা হলে, জবাবে ৪৫ শতাংশ বাইডেনকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে চেয়েছেন। আর ৪৪ শতাংশ চেয়েছেন ট্রাম্পকে।

সিটি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলার পরিকল্পনা

(প্রথম পাতা পর) হলে অবশ্যই তারা এটি পর্যালোচনা করবেন।
এছাড়া এনওয়াইপিডির একজন মুখপাত্রও একইধরনের মন্তব্য করেছেন। উল্লেখ্য, মানসিক ভারসাম্যহীন উইন রোজারিও চলতি বছরের গত ২৭ মার্চ দুপুরে ওজোনপার্ক এলাকায় তাদের বাসায় আতঙ্কে চেয়ারের ওপরে সিজার নিয়ে পুলিশের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে তার ওপর গুলি চালান কর্মকর্তারা। এতে রোজারিও নিহত হয।

স্টেটেন আইল্যান্ডে নতুন ৭৫টি ট্রেন

(প্রথম পাতা পর) কার স্টেটেন আইল্যান্ডে সরবরাহ করবে। তিনি আরো বলেন, ট্রেনগুলো ডেলিভারিতে ইতিমধ্যে ২ বছর লেইট হয়ে গেছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুসারে, স্টেটেন আইল্যান্ডে সাবওয়ে সিস্টেমে প্রতিদিন ৭ হাজার রাইডার চলাচল করে। এমটিএ মুখপাত্র মাইকেল কর্টেজ বলেন, আর-ফোরটি ফোর ট্রানজিট সিস্টেমটি স্টেটেন আইল্যান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ গনপরিবহন রুট। তিনি আরো বলেন, কবে নাগাদ যাত্রীরা নতুন গাড়িগুলো ব্যবহার করতে পারবে তা এখনও স্পষ্ট বলা যাচ্ছেনা।

নিউইয়র্কে গাড়ি দূর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি

(প্রথম পাতা পর) ৮ শতাংশ বেড়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে আরো দেখা যায়, শুধু সিট বেল্ট এবং হেলমেট না পড়ার কারনে ৬৪ শতাংশ ব্যক্তি দূর্ঘটনার শিকার হয়। এছাড়া প্রতি ৩ জনে ১ জন দ্রুতগতি এবং অ্যালকোহল খেয়ে গাড়ি চালানো কারনে মৃত্যুবরণ করে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক স্টেট হাউওয়ে সেইফটি প্রোগ্রামের জন্য ৬০০ মিলিয়নের বেশি ডলার বরাদ্দ করেছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ট্রাফিক দূর্ঘটনা কমাতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে নিউইয়র্ক স্টেট।

১ মিলিয়ন মেট্রোকার্ড বিতরণ

(প্রথম পাতা পর) বাজেট বরাদ্ধ করা হয়। সিটি কর্মকর্তারা জানান, ২০১৯ সালে চালু হওয়া এই প্রোগ্রামটির মাধ্যমে বর্তমানে ৩ লাখ বাসিন্দা অর্ধেক মূল্যে বিভিন্ন পাবলিক ট্রানজিটে চলাচল করছে। ১৮ থেকে ৬৪ বছর বয়সী বাসিন্দাদের আয়ের উপর নির্ভর করে এই প্রোগ্রামটির জন্য আবেদন করতে পারবে। নতুন বাজেট চুক্তির অধীনে, একজন ব্যক্তির বার্ষিক আয় ২১ হাজার ৮৩৭ এর মধ্যে হলে সে এই প্রোগ্রামটির জন্য আবেদন করতে পারবে। এছাড়া ৪ জনের কোনো পরিবারের বার্ষিক আয় ৪৫ হাজার ২৪০ ডলার হলে তারাও এই প্রোগ্রামটির আওতায় আসবে।

আ. লীগের দলীয় ফান্ডে

(প্রথম পাতা পর) সচিবালয়ে এ তথ্য জমা দেয়। ইসি সচিব শফিউল আজিমের কাছে ২০২৩ পঞ্জিকা বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব জমা দেয় দলটি। হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২২ সালের তুলনায় ২৩ সালে আয় এবং ব্যয় দুটোই বেড়েছে। ২০২৩ সালে আয় হয়েছে ২৭ কোটি ১৪ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। ২০২২ সালে আয় ছিল ১০ কোটি ৭১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। বছর শেষে ব্যাংকে জমা ছিল ৯০ কোটি ৫৫ লাখ ৩১ হাজার টাকা। বর্তমানে ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে আওয়ামী লীগের দলীয় ফান্ডের জমা।

এক স্লিপ

(শেষ পাতা পর) এমন পরিস্থিতিতে সাংবাদিকরা অতিথির ভালো ছবি তুলতে পারেন না। ফলে মিডিয়াগুলোতে ভালো ছবিও প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। গেলো সপ্তাহে জ্যাকসন হাইটসের এক অনুষ্ঠানে এমন পরিস্থিতিতে কয়েকজন সংবাদ কর্মী সংশ্লিস্ট বিষয়ে আয়োজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা পরবর্তীতে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন।

৩০ জুন ২০২৪

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে বলেই আইজিপি'র ভাইসহ দলের মন্ত্রী এমপিরাও হেরেছেন

(শেষ পাতা থেকে) আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দরুদ মিয়া রনেল, ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সভাপতি মুহিত চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা সহ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আরো বলেন, 'আমরা কোন দলকে নিষিদ্ধ করিনি। সভা সমাবেশ করতে দিয়েছি। আপনারা দেখেছেন গত বছর বিএনপি সভা সমাবেশের নামে পুলিশকে হত্যা, বিচারপতির বাসায় হামলাসহ নানা স্থানে ভাঙচুর চালিয়েছিলো। বিএনপি নির্বাচনে আসার সকল শর্ত পূরণ করা হলেও তারা শেষ পর্যন্ত আসেনি।'

বিএনপি নামে একটি বিরোধী দল আছে আসাদুজ্জামান খান কামাল এমন মন্তব্য করে বলেন, তিনি (তারেক জিয়া) লন্ডনে বসে বসে দেশ চালানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এ জন্য বিদেশ বসে তার সিদ্ধান্তের কারণে বিএনপি ডুবেছে। তিনি বলেন, দেশে যত উন্নয়ন হয়েছে তা বঙ্গবন্ধু, তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকার-ই করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে দল ও বাংলেদেশর উন্নয়নের জন্যই কাজ করে যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। সবশেষে কাটা হয় দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক।

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান।

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠানে অতিথি ও দলের নেতাকর্মীরা।

সাহিত্য সাময়িকী

শিক্ষানবিশ অভিনেতা

আশরাফ মীর

অভিনয় পারদর্শী নই, তবুও মাঝে-মধ্যে
অজান্তে নিজের সঙ্গে অভিনয় করি
দুর্বোধ্য মূকাভিনয় চর্চা-অনুশীলন

পাকা অভিনেতা অবলীলায়
দৃশ্যমান চরিত্রে রূপদানে মিশে যায়
শরীর-মন তৈলাক্ত কায়দা-কৌশল দীর্ঘদিনের অভ্যাসে।
বিষয়-বৈচিত্র চারিত্রিক দোষ-গুণ
সম্মোহনী অভিনয় কৌশলে পার পেয়ে যায়।

নাট্যতত্ত্ব অভিনিবেশে যাঁদের বয়সের চুলে পাক ধরেছে
তাঁরা জানেন হালফিল তালিকায়
তৈলমর্দনে পটু ভাঁড় অভিনয়কলা- কৌশলবিদ
যাদের গলায় শোভিত পদকমাল্য
স্বার্থপরতার রঙ-চঙা প্রলেপ মাখা
বিচিত্র পোশাক পরিধানে যেমন খুশি সাজা
নকল চোখ, মুখোশপরা নাটক মঞ্চস্থ হয়।

অধিকারী দ্রুত বলে যায় পালা সংলাপ
দৃশ্যের ড্রপসিন উঠে
দৃশ্যপর্ব দর্শক-শ্রোতায় পরিপূর্ণ
পালাকার আর অধিকারী সংলাপ দীক্ষিত
অধিকারী কী নিবিষ্ট মনে বলে যায়
সকল চারিত্র সংলাপ একাত্ম হয়ে যায়।

ভালোবাসা উড়াল পাখি

আলম মাহবুব

কেউ যেন অন্ধকারে গাই দুয়াচ্ছে
কোথাও কোন হল্লা নেই নিঃসঙ্গ মৌনতার পাহাড়
মগ্নতার আফিমে বুঁদ জাদুকরের ভেল্কিবাজি
খেলারাম খেলছে কৌশলে।

কেউ কিছু বুঝবার আগেই লুট হয়ে যাচ্ছে
আলো ঝরা সোনার সকাল ড় ভুবনপুরের আঙ্গিনা
নদী ভাঙছে- নদীর মতো মনও ভাঙছে
যারা কোলাহল প্রিয় ছিল তাদের চোখে বিষাদের ঘুম
মাঠে নাই লোকজ আনন্দ,বাউল গান
কেউ তো ভালো থাকছে না দু'চোখ স্বপ্ন জড়িয়ে।

অন্ধকারে কেউ তো গাই দুয়ে নিচ্ছে
দুধের ফেণায় কোথাও ভাসছে চকচকে রাত্রির জৌলুষ
ভালোবাসা উড়াল পাখি বাসা বাঁধছে না

দেখবো রাঙা দু'পা

রেজাউদ্দিন স্টালিন

ভালোবাসার সূর্য ওঠে তোমার চোখ জুড়ে,
অন্ধকারে খাক হবে কি জীবন পুড়ে পুড়ে।

কোথায় তুমি লুকিয়ে থাকো জানতে যদি পারি,
মরুভূমির অতল থেকে তুলবো আহাজারি।

অন্যকারো হাতের রেখা তোমার করপুটে,
দেখলে কেনো হৃদয় মরে বাতায় মাথা কুটে।

এখন সব অন্যদিন অন্য ঘরের কোলে,
সুখের তারা পূর্বাপর নাচছে কোলাহলে।

একটু পথ কাছের বাড়ি আসতে লাগে দেরি,
কোথাও কোনো যুদ্ধ নেই বাজছে কেনো ভেরি।

কোথায় বাজে ঢোল ডগর শুড় দোলায় হাতি,
মনের বাড়ি পাতালপুর সেখানে ঝাড়বাতি।

কোথাও কোনো শান্তি নেই স্বর্গে গেলে পাবো,
অচেনা সব হুরপরীরা সেখানে সাঁতরাবো?

চাই না কোনো ভিন্নভাষী চাই না অপরূপা,
একজীবনে তুমিই থাকো- দেখবো রাঙা দু'পা।

নীলরঙের মেয়েটি বৃষ্টি হয়ে ঝরছে

আবু আফজাল সালেহ

নীলরঙের মেয়েটি বৃষ্টি হয়ে ঝরছে।
সে নদী আনতে গিয়েছিল
নদী তার হাত ধরেনি
সে প্রজাপতি হতে চেয়েছিল
কেউ তার ডানা ভেঙেছে।

সে এখন ঢেউ হয়ে সাগর পাড়ি দেবে।

রোদের ঘরে প্রতিবেশি মেঘ

রানাকুমার সিংহ

আজকাল হিসেবনিকেশ বেমালুম চেপে যায় মন!
গহীন জলের সঙ্গীতে গলা মেলায় ভোরের বাতাস
শীতঘুমে যাওয়ার প্রস্তুতিতে থাকা সরীসৃপ চুমু আঁকে
শিউলিতলার ঘাসে! অভব্য হৃদয়ের একজোড়া ঠোঁট
কেঁপে ওঠে বারবার, প্রতিবার কম্পন শেষে মিলিয়ে যায়
সন্ধের রহস্যে। অবিকল হতাশার বিপরীত মুখছবি
কালো ফ্রেমের আয়নায় বেডরুমে ঝুলে...

ঘুম ভাঙলে চোখ কচলাই- মন কচলাইড়
রোদের ঘরে দেখি প্রতিবেশি মেঘ!

ভ্যানগগ খেকো প্রকৃতি

গোলাম রববানী

দৈনিকের শিরোনামে হাজিরা দিয়েছে খসড়া কবিতা
দুর্নীতির গ্যারেজ হয়েছে মুক্ত;
ফেলে দেয়া সচেতন বীজ-
বীজ থেকে চারাগাছ, চারাগাছ থেকে জলজ্যান্ত করাপ্টেডবৃক্ষ।

বড় হতে হতে মাথায় ওপর নীলাকাশ
নীচে মৃত্তিকা অতঃপর মধ্যকার শূন্যস্থান,
যেন অবলীলায় পূরণ করে দিয়েছে তার ছায়াসঙ্গীভূত
অদ্ভুতভূতুড়ে বৃক্ষটিই সমূহ অস্তিত্ব ফুঁড়ে
মূলসহ ক্যান্সার কোষের মতো বিস্তৃত হয়েছে

শুনেছি ক্যান্সারে রক্ষা নেই
কিন্তু এ কেমন ক্যান্সারের কোষ; যেন মরেও মরে না
দিনেদুপুরে প্যাট্রিসাইড ধূর্তামি শিয়াল হায়
যেন বুদ্ধির কারখানা খুলেছে, শিয়ালপন্ডিত সেজেছে
ফাঁসির মঞ্চ বসে বসেই আঙুল চুষবে বোধ হয়

পৈতৃকসম্পত্তি আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখে দেখা যাক
নেতাগিরি ফলানোর সে মাস-ঋতু রূপান্তরের
নাটকীয় শুভসূচনার পরিসমাপ্তিটা পাক

সিলেট-দক্ষিণ সুরমাবাসী
SYLHET DAKSHIN SURMABASHI

রবিবার
৭ই জুলাই ২০২৪
সময়ঃ
সকাল ১০টা
সন্ধ্যা- ৭টা

বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা ২০২৪

স্থানঃ ফেরী পয়েন্ট পার্ক
10 Huthingson River Pakwy
Bronx, NY 10465

অনুষ্ঠান সূচীঃ
খেলা-ধূলা, র‌্যাফেল ড্র, মধ্যাহ্ন ভোজ ও পুরষ্কার বিতরণ

র‌্যাফেল ড্র পুরষ্কার

১ম পুরষ্কার:
নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক
এয়ার টিকেট অথবা নগদ ১,০০০ ডলার
সৌজন্যেঃ শাহনেওয়াজ, এমবিএ
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও
গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার

২য় পুরষ্কার: স্বর্ণের নেকলেস
সৌজন্যেঃ মোঃ আজাদুল ইসলাম আলমগীর

৩য় পুরষ্কার: নগদ ৫০০ ডলার
সৌজন্যেঃ সিলেট দক্ষিণ সুরমাবাসী

৪র্থ পুরষ্কার: ৫৫ ইঞ্চি এলইডি টিভি
সৌজন্যেঃ নিরব রেস্টুরেন্ট

৫ম পুরষ্কার: ল্যাপটপ
সৌজন্যেঃ রুকন হাকিম
হোম কেয়ার সার্ভিস, ব্রঙ্কস্

৬ষ্ঠ পুরষ্কার: ৪২ ইঞ্চি এলইডি টিভি
সৌজন্যেঃ বশির আহমদ

৭ম পুরষ্কার: অ্যাপল ওয়াচ
সৌজন্যেঃ মোঃ লিয়াকত আলী

৮ম পুরষ্কার: স্মার্ট ফোন
সৌজন্যেঃ জাহেদ আহমদ

৯ম পুরষ্কার: সামসং ট্যাবলেট
সৌজন্যেঃ আজিজুর রহমান তপু

১০ম পুরষ্কার: মাইক্রো ওভেন
সৌজন্যেঃ মোস্তাক আহমদ

১১তম পুরষ্কার: স্মার্ট ফোন
সৌজন্যেঃ হেলাল মিয়া

১২তম পুরষ্কার: স্যামসাং ফোন
সৌজন্যেঃ আবুল কালাম আজাদ

১৩তম পুরষ্কার: ব্ল্যান্ডার
সৌজন্যেঃ পসরা গোসারী

১৪তম পুরষ্কার: ট্যাব
সৌজন্যেঃ ফোন ক্লাব গিফট সপ

এছাড়ও আরোও আকর্ষনীয় পুরষ্কার রয়েছে।

সম্মানিত সুধী,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,
আগামী ৭ই জুলাই, ২০২৪, রবিবার, সিলেট দক্ষিণ সুরমা বাসীর উদ্যোগে ফেরী পয়েন্ট পার্কে, বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা'র আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলের উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে আহ্বান করা যাচ্ছে।

বনভোজন উদযাপন কমিটি

সমন্বয়কারীঃ ইশতাকুল হোসেন, প্রফেসর আব্দুল কাইয়ুম, কফিল আহমদ চৌধুরী, রিয়াজ উদ্দিন কামরান, এএসএম মাহবুবুল লতিফ, মনসুর চৌধুরী, মোঃ আমজাদুল আলম মুকিত, নূরুল ইসলাম (শাহজাদা), নুরুজ্জামান চৌধুরী, ফরিদ আহমদ, গোলাম সলমান, নজরুল ইসলাম, শাহ আলম, সুলতান মিয়া, মাহমুদ আহমদ, মুজিবুর রহমান (মেম্বার), জালাল উদ্দিন রুমি, তারেক আহমদ, আব্দুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ হোসেন।

সার্বিক সহযোগীতায়ঃ ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, কাজী আহসান আহমদ, আনসার উদ্দিন আহমদ, ফারুক আহমদ চৌধুরী, ফটিক মিয়া, এনামুর রহমান মঞ্জু, মোঃ রেজাউল হক রুহেল, আহাদ মিয়া, আব্দুর রব চৌধুরী, আব্দুল লতিফ চৌধুরী নোমান আহমদ, শাহ শানুর আহমদ, গুলজার হোসেন রিপন, আলমগীর হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন, মোহাম্মদ সামী, ফাহিম আহমদ, মাশহুদ ফরহান, আলতুজ, মোঃ ফখরুল ইসলাম, সুলতান আহমদ, শাহিন হোসাইন, মোহাম্মদ রহমান, গুলজার চৌধুরী, আব্দুল জলিল, মোঃ কাহের মিয়া, শোয়েব আহমদ, ছুফিয়ান আহমদ, আনহার আহমদ, খোকন মিয়া।

পরিচালনাঃ শাহেদ আহমদ, মাজলুল আহমেদ কামরান, হুমায়ুন আহমদ চৌধুরী, সাজন খাঁন, শাহ সেলিম।

অর্থ কমিটিঃ আব্দুল আহাদ হেলাল, মোঃ ওলিউল ইসলাম তুরন, শ্যামল কান্তি চন্দ্র, শাহ কামাল উদ্দিন, আজাদুল ইসলাম আলমগীর।

খেলা-ধূলাঃ মিজানুর রহমান বনাম, আতিকুল আলম, মাহমুদ আহমদ বুলবুল, জিয়াউল ইসলাম ঝিনুক, সালেহ আহমেদ, ইমরান আহমেদ, বেলাল আহমেদ, জাওয়াদ হাসান জাহীন, আশফাক আহমদ।

র‌্যাফেল ড্রঃ নোমান আহমেদ, রাসেল আহমেদ, সাবের আহমেদ, আবু সাইদ, রিয়াজ উদ্দিন, মারুফ আহমেদ।

আপ্যায়নঃ মোঃ ওলিউল ইসলাম তুরন, শফিকুল আলম, নুরুল ইসলাম খালেদ, আলতাফুর রহমান, মাহবুব চৌধুরী, মারুফ রশিদ, রাসেল আহমদ, জুয়েল আহমেদ, জাসিমুল হক, খোকন মিয়া, শিপু ইসলাম, আবু বকর, ফখরুল ইসলাম, শামীম আহমেদ, আব্দুল কাদির ইকবাল, শাহিন হোসাইন, আসমান গনি, সুয়েব আহমদ, শাহ্ ইয়ামিন আহমেদ।

কৃতজ্ঞতায়ঃ

যোগাযোগঃ 929-431-3328, 347-995-8535, 718-314-1056, 203-993-7788, 347-998-3878, 646-824-7895, 347-383-3412, 646-575-0442

আমন্ত্রণেঃ
সিলেট দক্ষিণ সুরমাবাসী, যুক্তরাষ্ট্র।

বিঃদ্রঃ র‌্যাফেল ড্র এর অর্থ বন্যার্থদের সাহায্যে প্রেরণ করা হবে।

ভিপি মিজানকে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সংবর্ধনা

মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের (ভিপি) যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনকে্র উদ্যোগে রবিবার ৩০ জুন সন্ধ্যায় ৩৬ এভিনিউয়ের একটি রেস্টুরেন্টে এ সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা চৌধুরী ছালেহে'র সভাপতিত্বে ও সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ, এস্টোরিয়া ওয়েলফেযার সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট কয়েছ আহমেদ, সোসাইটির উপদেষ্টা সৈয়দ মামুন , কোষাধক্ষ্য এমদাদ রহমান তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সদস্য শামসুল ইসলাম, এনাম আহমেদ,

মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ভিপি মিজানুর রহমানকে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ভিপি মিজানুর রহমানকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নেতৃবৃন্দ ।

মো. হুসেইন, লায়েক তরফদার, শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশনের সদস্য খলিলুর রহমান, মো. আবুসালাম, সৈয়দ লাবলু, শামীম চৌধুরী ,এনামুল হক ,কামরান তরফদার, মইনুল চৌধুরী, শাহান খান, সৈয়দ রুমান আহমেদ, সেলিম আহমেদ, সামসুল আলম, মো. ফারুক আহমেদ, সাইফুল আলম, কয়েছ আহমেদ, মো. পাটওয়ারীসহ প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান বলেন, আপনারা দেশ ছেড়ে প্রবাসে আছেন। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশীদের পরিশ্রমের অর্থ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের রিজার্ভের একটি অংশ প্রবাসীদের অবদান। কিন্তু দেশে গেলে আপনারা নানা বিড়ম্বনার শিকার হোন। এটি খুবই দু:খজনক। দেশের দূর্যোগকালীন মুহূর্তে আপনারাই সবার আগে এগিয়ে আসেন। দেশে করোনা, বন্যায় আপনাদের অবদান ছিলো অনস্বীকার্য। এসব দূর্যোগে আপনারা এগিয়ে না এলে অনেক দারিদ্র অসহায় মানুষ না খেয়ে থাকতো।

তিনি আরো বলেন, নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে প্রবাসীদের সংগঠনগুলো রয়েছে তার সবকটি অরাজনৈতিক। এসব সংগঠনের মাঝে সব দল ও মতের উর্ধ্বে থেকে একত্রে দেশের সকল প্রবাসীরা দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে সিলেট বিভাগের বন্যায় অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। অতীতের ন্যায় এবারো আপনারা এসব মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ায় সোসাইটির কার্যক্রম ফেসবুক ও গণমাধ্যমে আমি দেখি। দেশের কল্যাণসহ এদেশে বাংলাদেশী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যেভাবে তুলে ধরেন তা খুবই প্রশংসনীয়। এজন্য উনাদের ধন্যবাদ জানাই। আগামীতেও সংগঠনের এ ধারাবাহিকতা থাকবে আশা রাখি।

অনুষ্ঠান শেষে মিজানুর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে উড়োজাহাজ চালালো মাহির

(শেষ পাতার পর) পাইলট সার্টিফিকেট পাবে। তখন বাণিজ্যিক নয়, এমন এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিমান চালানোর অনুমতি পাবে মাহির। ফ্লাইট ইন্সট্রাক্টর ইলিয়াস জানান, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নিয়ম অনুযায়ী ১৬ বছরে পা রাখার দিন থেকে একা বিমান চালানোর অনুমতি নিয়ে সে প্রথম বিমান চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম কোনো বাংলাদেশী হিসেবে মাহিরের এ সাফল্যে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

জ্যামাইকায় জিহানে'র আঁকা মুর্যালে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও প্রকৃতি

শিল্পী জিহান ওয়াজেদ

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশী আমেরিকান প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। আমেরিকার মূলধারায় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় মুর‍্যাল এঁকে সম্প্রতি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন। এসব ছাড়াও নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে তার আঁকা মুর‍্যালে স্থান পাচ্ছে বাংলাদেশের চিরায়ত ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। চলতি মাসে নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার বাংলাদেশী অধ্যুষিত হিলসাইড এভিন্যু ও ১৬৯ স্ট্রীটের কর্ণারে একটি মুর‍্যাল একেঁছেন জিহান। স্থানীয় এস্টেট ফার্মেসীর বিশাল দেয়ালে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের ধারায় অংকিত মুর‍্যালটির থীম হচ্ছে 'চেইজিং ড্রিমস'। নিউইয়র্ক সিটির অনুন্নত কমিউনিটির উন্নয়নে নিবেদিত অলাভজনক সংগঠন 'ভালো' সার্বিক সহযোগিতা করেছে মুর‍্যালটি নির্মাণে। মুর‍্যালটিতে গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ সর্ষে ফুলের মাঠের মধ্য দিয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা বাংলা অক্ষরের দিকে ছুটছে। এই চিত্রকর্মে বাংলাদেশের প্রকৃত এবং প্রাণবন্ত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। যার মধ্য দিয়ে আমাদের মূল শেকড়, ঐতিহ্য ও ভাষাগত পরিচিতির সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বহুজাতিক নিউইয়র্ক মহানগরীতে।

জ্যামাইকায় জিহানে'র আঁকা মুর্যালে ফুটে ওঠেছে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও প্রকৃতি।

জিহান ওয়াজেদের আঁকা এই মুর‍্যালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী ছিলো গত ২৪ জুন সোমবার বিকেলে। বাংলাদেশী হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এন্ড লিডারশীপ আউটরিচ-ভালো আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন পর্যায়ের জন প্রতিনিধি, পদস্থ কর্মকর্তা ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। ভালো'র প্রাণপুরুষ শাহারিয়ার রহমানের নেতৃত্বে সংগঠনটির একদল তরুণ-তরুণী চমৎকার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পড়ন্ত বিকেলে। ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে মুর‍্যালটির উদ্বোধন করেন শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। এসময় উপস্থিত ছিলো অতিথি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ভালোর পুরো টিম।

'ভালো'র পাবলিক রিলেশন ডাইরেক্টর শাহারিয়ার নবীর উপস্থাপনায় অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেম্বার নাতাশা উইলিয়ামস, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের চীফ এডমিনিস্ট্রেটর ও ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার মীর বাশার, শিল্পী জিহান ওয়াজেদ, নিউইয়র্ক সিটি স্মল বিজনেস সার্ভিসেসের নির্বাহী পরিচালক ডেভিড কোরিস ও সারোগেট কোর্ট জাজ কেসেন্দ্রি জনসন। মুর‍্যালটি উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন জিহানের পিতা সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ খান, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, সংগঠনটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ডিএইচ কেয়ারের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী মনিরুল ইসলাম মঞ্জু, নিউইয়র্ক সিটির সিএইউ'র সিনিয়র লিয়াসন মোহাম্মদ বাহে, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বারস, আমেরিকান ইয়ুথ সকার একাডেমী ফর বাংলাদেশীজ, বেঙ্গলীস অব নিউইয়র্ক-বনি, বাংলাদেশী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্মকর্তা, রোকেয়া আকতার কমিউনিটি কো-অর্ডিনেটর অব কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট এটর্নী অফিস, ঠিকানার অনুভা শাহীন, স্টেট ফার্মেসী ও ব্যবসা'র কর্মকর্তাগণ।

জিহানে'র আঁকা মুর্যালে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও প্রকৃতি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রবাসী বাংলাদেশী ও আমেরিকানরা।

অতিথি বক্তাগণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ ও 'ভালো'র ভূয়সী প্রশংসা করেন। জিহানকে অত্যন্ত মেধাবী শিল্পী বলে মন্তব্য করেন অতিথিগণ। তারা বলেন, এ ধরণের শিল্প কর্মের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্ক সিটির পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য্য যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি বহুজাতিক এই নগরীতে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হবে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির মানুষ। তারা বলেন, ভালো'র গৃহীত সেবাধর্মী কর্মকান্ড বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আরো এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে। 'ভালো'র সাথে সেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বক্তাগণ। শিল্প জিহান ওয়াজেদ তার বক্তব্যে 'ভালো' ও স্টেট ফার্মেসীকে ধন্যবাদ জানান তাকে মুর‍্যালটি আঁকার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য। জিহান বলেন, জ্যামাইকার এই এলাকার সাথে তার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এই এলাকায় বেড়ে উঠেছেন তিনি। এখানেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনা করেছেন। এখানে মুর‍্যাল আঁকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছেন বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন জিহান।

জিহানের আঁকা মুর্যাল উদ্বোধনে আমন্ত্রিত অতিথিরা

জিহানের আঁকা মুর্যাল উদ্বোধন করছেন অতিথিরা।

জিহানের আঁকা মুর্যাল দেখতে এসে সেলফি তোলায় ব্যাস্ত নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস।

উল্লেখ্য, 'চেইজিং ড্রিমস' মুর‍্যালটি অংকণে জিহানকে সহযোগিতা করেন অ্যামিথিস্ট মনেট। অপরদিকে ভালো'র সৌজন্যে অংকিত মুর‍্যালটি বাংলাদেশী কমিউনিটিকে উপহার দিতে সহযোগিতা করেছে স্টেট ফার্মেসী বাংলাদেশী আমেরিকান বিজনেস সোসাইটি অব হিলসাইড এভিন্যু-ব্যবসা। হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রিটের এই স্থানটিকে দু'বছর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ এভিন্যু হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। জিহানের আঁকা মুর‍্যালটি উদ্বোধনীতে না থাকতে পারলেও নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এ্যাডামস ও কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস ব্যক্তিগতভাবে গত সপ্তাহে মুর‍্যালটি দেখতে আসেন এবং মুর‍্যালটির সামনে সেলফি তুলেন তারা। উল্লেখ্য জিহান চিত্রাঙ্কন ছাড়াও ভাস্কর্য, কোরিওগ্রাফি এবং সৃজনশীল নতুন মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত। তার শিল্পকর্ম দেয়াল চিত্র ও নৃত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তিনিই প্রথম অগ্রবর্তী বাস্তববাদী শিল্পী। জিহান ওয়াজেদের স্টুডিও ম্যানহাটানের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে। তার অন্যতম শিল্প কর্মের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন, নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টার, এস্টোরিয়ায় ১৭৭ ফিট দীর্ঘ ম্যুরাল 'ওয়েলকাম এস্টোরিয়া' মুর‍্যালটি অন্যতম। এছাড়া নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন বরোতে বড় বড় মুরাল্য অঙ্কণ করেছেন জিহান ওয়াজেদ।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn	Jackson Heights
20 Arlington Place	70-17 37th Avenue
(Across the Fulton St.)	(Betw. 70 & 71st Street)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)	East Side of BQ Express Way
Brooklyn, NY 11216	Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100	Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112	Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি স্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য ১৭হাজার

(প্রথম পাতা পর) রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত চলে এই কার্যক্রম। এসময় প্রবাসীরা ব্যক্তিগত ভাবে এবং প্যানেলগতভাবেও কেউ কেউ সদস্য পদ ফরম জমা দেন। উত্তর বঙ্গের একটি সংগঠনের পক ।স থেকে সাড়ে ৯শ সদস্য ফরম জমা দেয়া হয় বলে জানা যায়। এরপর নবায়নকৃত সদস্য ফরম গণণার পাশাপাশি ফরম পূরণ বাবদ জনপ্রতি ২০ ডলার হিসাব করতে মধ্যরাত পেরিয়ে যায়।

সদস্য ফরম গণনা শেষে মধ্যরাত আড়াইটার দিকে ঘোষিত প্রাথমিক হিসেবে সোসাইটির কর্মকর্তারা জানান, এবার ১৭ হাজার ১৮৭ জন প্রবাসী তাদের সদস্য পদ নবায়ন করেছেন। এ থেকে সোসাইটির আয় হয়েছে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৭৪০ ডলার। ৮৫৩ জন আজীবন সব মিলিয়ে সোসাইটির ভোটার হচ্ছেন ১৮ হাজার ৩৩০ জন। তবে চুড়ান্ত যাছাই-বাছাইয়ে এই হিসাব কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে বলে সংশ্লিস্টরা জানান।

এদিকে সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সোসাইটির আগামী নির্বাচন একটি সুষ্টু নির্বাচন হবে বলে প্রত্যাশা প্রবাসীদের। অপরদিকে সুন্দর পরিবেশে সোসাইটির সদস্য নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় সন্তুষ্ট কর্মকর্তারা।

সভাপতি আব্দুর রব মিয়া বলেন, আজ (রোববার) সদস্য ফরম পুরণ সম্পন্ন হলো। আমরা সবার অংশগ্রহণে ও সহযোগিতায় একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে চাই। সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী বলেন, উৎসবমুখর আর সুন্দর পরিবেশে প্রবাসীরা সোসাইটির সদস্য হয়েছে। আমরা সবাইকে নিয়ে সুন্দর নির্বাচন উপহার দেবো।

একটি প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম বলেন, সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে সদস্য নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো। এখন নির্বাচনের পালা। আমরা সবাকে নিয়ে সোসাইটির যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা কাজী আজম বলেন, অনেক দিন ধরে সোসাইটির কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নেই। এবার অনেকের আহ্বানে সোসাইটিতে এসে ভালো লাগছে। আমরা আশা করি প্রবাসীরা নির্বাচনের মাধ্যমে সোসাইটিতে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।

বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নাঈম টুটুল বলেন, আমরা 'সেলিম-আলী' প্যানেলের পক্ষ থেকে সদস্য ফরম জমা দিয়েছি। সোসাইটির আগামী নির্বাচনে যোগ্য নেতৃত্ব চাই।

এদিকে সোসাইটির সদস্য নবায়ন জমাদানের শেষ দিনে সোসাইটি অফিসে উৎসবমুখর পরিবেশে সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা ছাড়াও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ ছিলো সক্রিয়। এদিন 'সেলিম-আলী' শীর্ষক একটি প্যানেলের নাম শুনা গেলেও অন্যকোন প্যানেলের নাম না শুনা গেলেও গত নির্বাচনে বিজয়ী 'রব-রুহুল' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সোসাইটির নির্বাচনে কাউকে বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেয়া হবে না। 'সেলিম-আলী' প্যানেল থেকে সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম সভাপতি ও সোসাটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হচ্ছেন। সোসাইটির গত নির্বাচনে মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছিলেন।

অপরদিকে ইতিপূর্বে সোসাইটির বর্তমান সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী ও গ্রেটার নোয়াখালী সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু প্রমুখদের নিয়ে অপর একটি প্যানেল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

অপরদিকে অক্টোবরের নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই এডভোকেট জামাল আহমেদ জনিকে পুনরায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন- আব্দুল হাকিম মিয়া, মোঃ আনোয়ার হোসেন, আব্দুল মান্নান, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, মাহবুবুর রহমান বাদল ও আহবাব চৌধুরী খোকন। চুড়ান্ত ভোটার তালিকা হতে পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফসীল ঘোষণা করবেন।

উল্লেখ্য, সোসাইটির সদস্য নবায়নে প্রতিটি ফরম জনপ্রতি ২০ ডলার। আজীবন সদস্য ফি স্বামী-স্ত্রী ৫০০ ডলার। নগদ অথবা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই অর্থ পরিশোধ করা যায়। চলতি বছরের ৩০ জুনের পর সোসাইটির সদস্য পদ নবায়ন করা যাবে বা আজীবন সদস্য হওয়া যাবে। তবে আগামী নির্বাচনে ভোটার হ্রয়া যাবে না। গত নির্বাচনে সোসাইটির ভোটার ছিলেন ২৭ হাজার ৫৫০জন।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

(শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি বিক্রির বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভৃতি আচার-আচরণ করে থাকে। তাই বাড়ী ক্রয়ের সময় একজন ভালো, বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টের স্মরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় আমরা সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফ্রি কনসাটেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)।

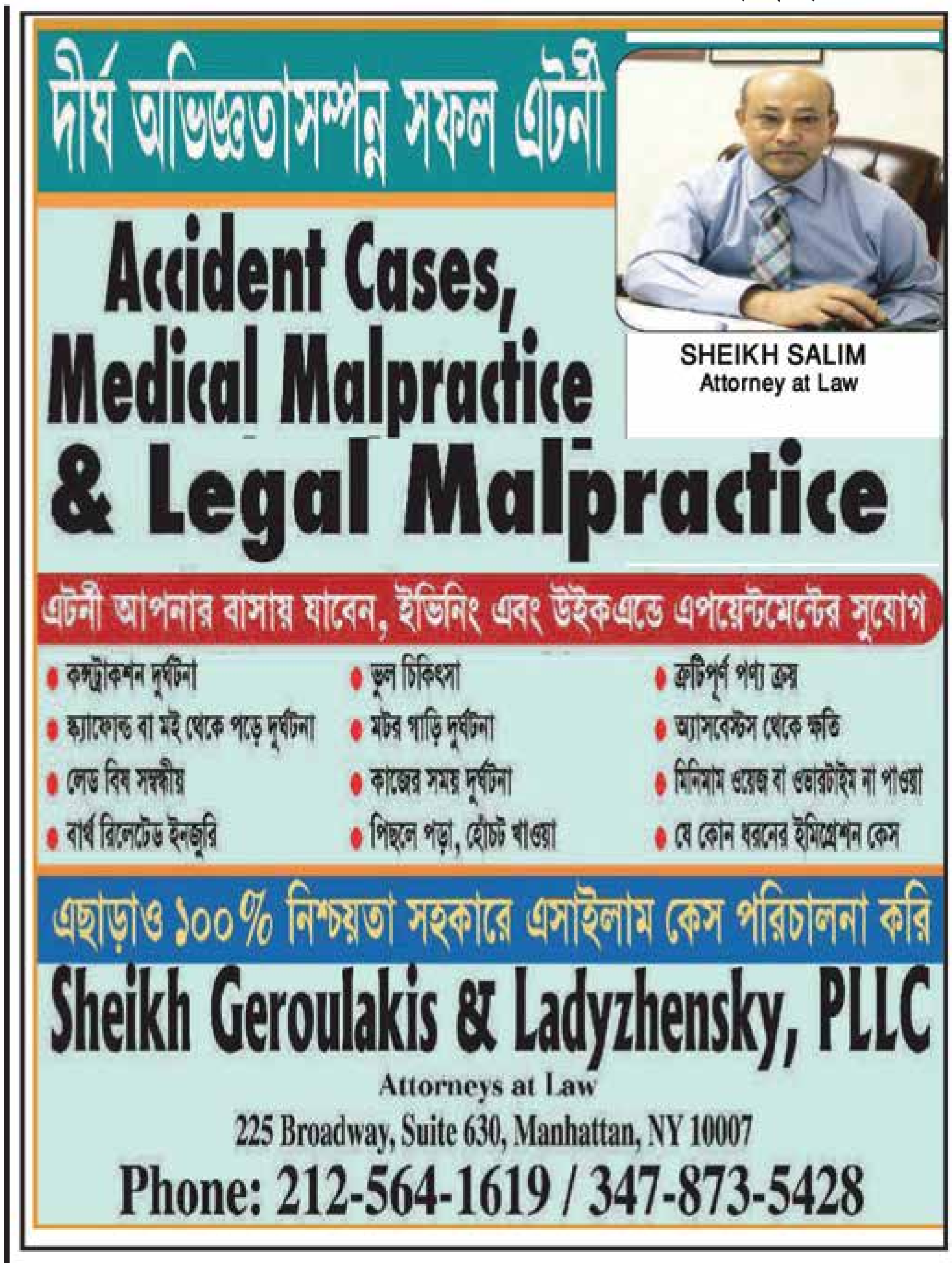

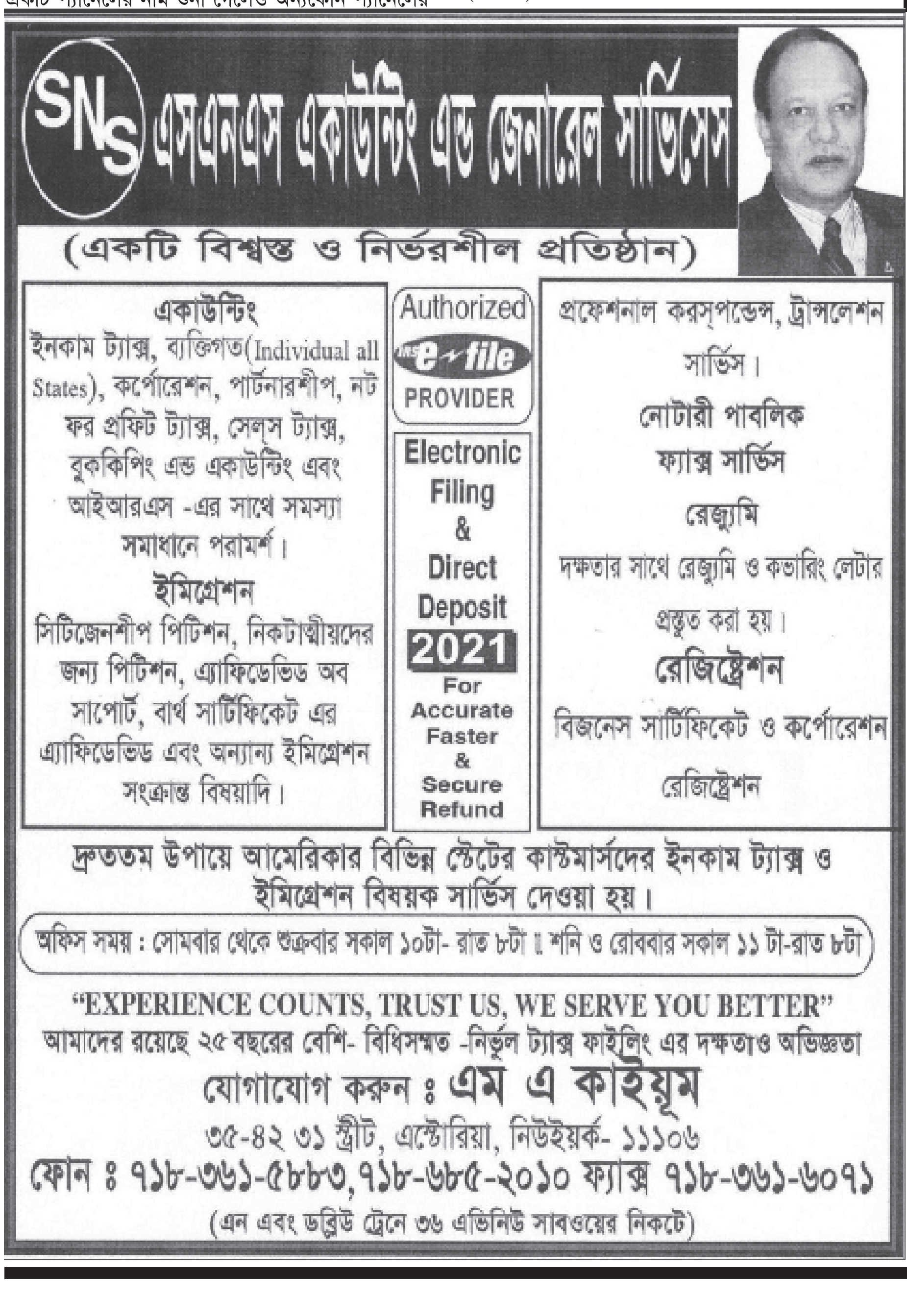

রেল ট্রানজিটে কার লাভ, কার ক্ষতি

কল্লোল মোস্তফা

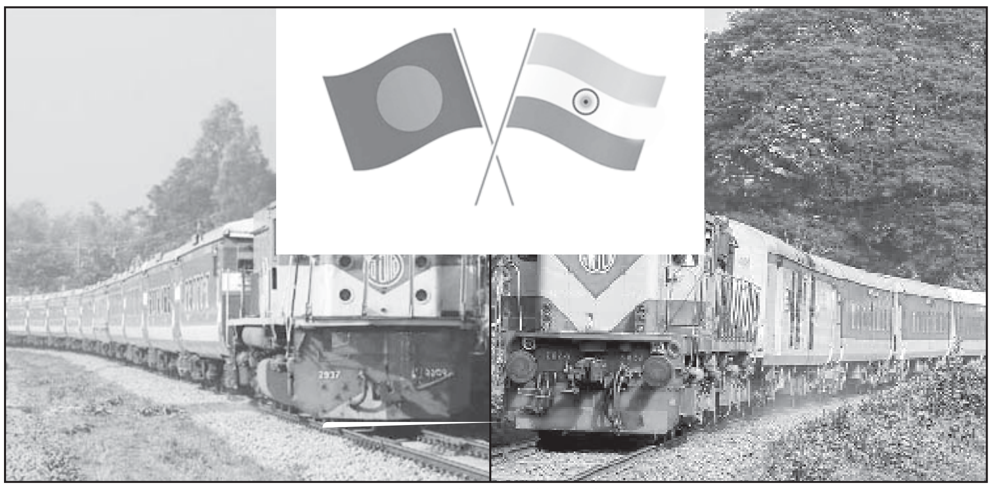

বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে ছয়টি আন্তসীমান্ত রেলসংযোগ রয়েছে; কিন্তু এই রেলসংযোগ চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখন্ডের মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ট্রানজিট পাওয়া যাবে। এই রেল ট্রানজিটের অংশ হিসেবেই আগামী মাসের কোনো এক সময় বাংলাদেশ রেলওয়ের পথ ব্যবহার করে গেদে-দর্শনা থেকে হলদিবাড়ি-চিলাহাটি ক্রসবর্ডার ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট পর্যন্ত একটি পণ্যবাহী ট্রেন পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্প্রতি ভারত সফরের সময় ভারতের সঙ্গে যে কটি বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশের ভূখন্ড ব্যবহার করে ভারতের ট্রেন চলাচলবিষয়ক সমঝোতা। এই সমঝোতা স্মারক সম্পর্কে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা বলেছেন, রেলওয়ের জন্য সমঝোতা স্মারকটি ছিল দুই দেশের রেলওয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন-সংক্রান্ত।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে ছয়টি আন্তসীমান্ত রেলসংযোগ রয়েছে; কিন্তু এই রেলসংযোগ চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখন্ডের মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ট্রানজিট পাওয়া যাবে। এই রেল ট্রানজিটের অংশ হিসেবেই আগামী মাসের কোনো এক সময় বাংলাদেশ রেলওয়ের পথ ব্যবহার করে গেদে-দর্শনা থেকে হলদিবাড়ি-চিলাহাটি ক্রসবর্ডার ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট পর্যন্ত একটি পণ্যবাহী ট্রেন পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হবে। (ট্রান্সক্রিপ্ট অব স্পেশাল ব্রিফিং বাই ফরেন সেক্রেটারি অন স্টেট ভিজিট অব প্রাইম মিনিস্টার অব বাংলাদেশ টু ইন্ডিয়া, ২২ জুন ২০২৪, মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, ইন্ডিয়া)

যদিও বিনয় মোহন কোয়াত্রা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতের এই রেল ট্রানজিটকে 'উভয় দেশ, উভয় সমাজ, উভয় অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে' বলে দাবি করেছেন; কিন্তু নানা সংকটে জর্জরিত বাংলাদেশ রেলওয়ে ভারতীয় রেলের ভার কতটা বহন করতে পারবে, এ বিষয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। উদাহরণস্বরূপ দর্শনা-চিলাহাটি রেলপথের কথাই ধরা যাক। এই রেলপথটি ব্যবহার করেই ভারত পশ্চিমবঙ্গের গেদে থেকে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গার দর্শনা, পাবনার ঈশ্বরদী, নাটোরের আবদুলপুর, দিনাজপুরের পার্বতীপুর ও নীলফামারীর চিলাহাটি হয়ে ভুটান সীমান্তবর্তী দলগাঁও পর্যন্ত নিজেদের ট্রেন পরিচালনা করতে চায়।

বণিক বার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ সূত্রে জানতে পারছি, দর্শনা-চিলাহাটি রেলপথটি বেশ পুরোনো এবং এই পথে এখনই সক্ষমতার চেয়ে বেশি ট্রেন চলছে। রেলপথটির ৬টি সেকশনের মধ্যে ৩টিই ওভারলোডেড। এর মধ্যে আবদুলপুর-সান্তাহার ও সান্তাহার-পার্বতীপুর সেকশনে বর্তমান সক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত ১৪টি এবং পার্বতীপুর-চিলাহাটি সেকশনে সক্ষমতার চেয়ে ১টি ট্রেন বেশি চলছে।

তা ছাড়া এই রেলপথের বেশির ভাগ অংশই পুরোনো। এমনিতেই বাংলাদেশের ব্রডগেজ রেলপথের ভারবহনের ক্ষমতা (২২ দশমিক ৫ টন) ভারতের রেলপথের ভার বহনের ক্ষমতার (২২ দশমিক ৮২ টন) চেয়ে কিছুটা কম। দর্শনা-চিলাহাটি রেলপথের বেশির ভাগ অংশ পুরোনো হয়ে যাওয়ার কারণে এই ভার বহনের ক্ষমতা আরও কমেছে। এ রকম অবস্থায় ভারতীয় মালবাহী ট্রেন নিয়মিত চলতে শুরু করলে বাংলাদেশের অংশের রেলপথ তার ভার কতটা বহন করতে পারবে, সেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। (পুরোনো রেলপথ, চলছে সক্ষমতার চেয়ে বেশি ট্রেন, বণিক বার্তা, ২৪ জুন, ২০২৪)

সবচেয়ে বড় কথা হলো, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বেশ কিছু অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে, যার মধ্যে সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিক হত্যা, তিস্তাসহ বাংলাদেশের নদী থেকে ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহার অন্যতম। এসব সমস্যার সমাধান না করে কোন যুক্তিতে এবং কার স্বার্থে বাংলাদেশ একের পর ভারতকে স্থল-নৌ-রেলবন্দর ব্যবহারের সুবিধা দিতে থাকবে!

সিঙ্গেল লাইনে একটি স্টেশন থেকে যখন কোনো ট্রেন ছেড়ে যায়, তখন অন্য প্রান্তের স্টেশন থেকে আর কোনো ট্রেন ছাড়তে দেওয়া হয় না। আগের স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি অন্য প্রান্তের স্টেশনে আসার আগপর্যন্ত থেমে থাকা ট্রেনটিকে অপেক্ষা করতে হয়। ফলে সিঙ্গেল লাইনের রেলপথে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রসিংয়ের সংখ্যা ও অপেক্ষার সময় বাড়তে থাকে। এখনই সক্ষমতার সংকটে ভুগতে থাকা দর্শনা-চিলাহাটি রেলপথে ভারতীয় মালবাহী ট্রেন চলতে দেওয়া হলে বিদ্যমান ট্রেনগুলোর শিডিউল বিপর্যয় ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি আরও বাড়বে।

এই রেল ট্রানজিট যে শুধু বাংলাদেশের একটি রেলপথ ব্যবহার করে হবে তা নয়; ১৬ জুন টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক খবর থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৪টি নতুন রুটের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা হবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ৮৬১ কিলোমিটার। টাইমস অব ইন্ডিয়া লিখেছে, ভারতের সামরিক ও বেসামরিক পণ্য পরিবহনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'চিকেন নেক' রেলপথ নিয়ে ২০১৭ সালে দোকলাম অঞ্চল ঘিরে ভারত ও চীনের মধ্যকার বিরোধে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল ভারত। কারণ, চিকেন নেক করিডর এই বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের কাছেই অবস্থিত। এই কারণেই উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে চিকেন নেক করিডরের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বিকল্প রেল নেটওয়ার্ক তৈরি করবে ভারত। (নিউ রেললাইনস ফর নর্থ ইস্ট ভায়া বাংলাদেশ টু বাইপাস 'চিকেনস নেক', টাইমস অব ইন্ডিয়া, ১৬ জুন, ২০২৪)

বাংলাদেশ ঘিরে ভারতের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ যে চীন-ভারতের ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জটিলতার মধ্যে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়বে না, তার কি নিশ্চয়তা? উত্তর-পূর্ব ভারত সীমান্তে চীনের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে বাংলাদেশের রেল ট্রানজিট ব্যবহার করে যদি ভারতীয় সামরিক সরঞ্জাম পরিবহন করা হয়, তখন বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত ভারসাম্যমূলক পররাষ্ট্রনীতির অবস্থা কী দাঁড়াবে?

তা ছাড়া ১৪টি নতুন রুটে বাংলাদেশের রেলপথ দিয়ে ভারতীয় ট্রেন চলাচল শুরু হলে ইতিমধ্যেই অবকাঠামোসংকটে জর্জরিত বাংলাদেশ রেলওয়ের কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। এমনকি ভারতের রেল চলাচলের সুবিধার জন্য যদি বাংলাদেশের রেলের অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়, যদি সে জন্য ভারত ঋণও দেয়, সে ক্ষেত্রেও তা বাংলাদেশের জনগণের জন্য বোঝা হিসেবেই আবির্ভূত হবে।

কারণ, দিন শেষে ঋণের অর্থ সুদে-আসলে জনগণের করের টাকা থেকেই পরিশোধ করতে হবে। তার ওপর দেখা যাবে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য যেসব স্থানের রেলপথের অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন, সেসব স্থানের বদলে অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ভারতের ট্রানজিট সুবিধা মাথায় রেখে।

এভাবে বাংলাদেশের জনগণের করের টাকায় ভারতকে রেল ট্রানজিট দিয়ে বাংলাদেশের কী লাভ হবে? এর আগে ভারতকে বাংলাদেশের নৌপথ, স্থলপথ ও বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে কী লাভ হয়েছে? এসব ক্ষেত্রে হাজার হাজার কোটি টাকা আয়ের স্বপ্ন দেখানো হলেও বাস্তবে কী অর্জন হয়েছে, তার কোনো সুনির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায় না। কানেকটিভিটির প্রসঙ্গে অনেকেই ইউরোপের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সামরিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর পারস্পরিক শক্তিসামর্থ্যের মধ্যে যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা রয়েছে, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কি তা রয়েছে?

সবচেয়ে বড় কথা হলো, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বেশ কিছু অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে, যার মধ্যে সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিক হত্যা, তিস্তাসহ বাংলাদেশের নদী থেকে ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহার অন্যতম। এসব সমস্যার সমাধান না করে কোন যুক্তিতে এবং কার স্বার্থে বাংলাদেশ একের পর ভারতকে স্থল-নৌ-রেলবন্দর ব্যবহারের সুবিধা দিতে থাকবে!

লেখক: লেখক ও গবেষক

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের বনভোজনে মিলনমেলা

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন' (বাকা) এর বার্ষিক বনভোজন এবং এক দশক পূর্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলায় উপস্থিত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও অতিথিরা।

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন' (বাকা) এর বার্ষিক বনভোজন র‍্যাফেল ড্রয়ের পুরস্কার প্রদান।

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন' (বাকা) এর বার্ষিক বনভোজন এবং এক দশক পূর্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন' (বাকা) এর বার্ষিক বনভোজন এবং এক দশক পূর্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলায় উপস্থিতদের একাংশ।

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা) এর বার্ষিক বনভোজন ২০২৪ এবং এক দশক পূর্তিতে বাঙালি প্রবাসীদের মিলন মেলায় পরিণত হয় ওয়েস্ট চেস্টার কাউন্টির গ্লেন আইলেন্ড পার্ক।

গত ৩০শে জুন ওয়েস্ট চেস্টার কাউন্টির গ্লেন আইলেন্ড পার্কের মনোরম পরিবেশে সংগঠনের সভাপতি সারওয়ার চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল ও বনভোজন উদযাপন কমিটির আহবায়ক, সংগঠনের সহ সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদের পরিচালনায় সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্তাবাবধানে ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু ও সাবেক সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন। দিনের শুরুতেই সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি মাকসুদা আহমেদ। অতিথিদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন বনভোজনের অন্যতম স্পন্সর মার্কস হোম কেয়ারের পরিচালক আলমাস আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, রাজনীতিবিদ আব্দুর রহিম বাদশা, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রিয়াজ উদ্দিন কামরান, পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটির সালেহ উদ্দিন, বালাগন্জ ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটির সহ সভাপতি সৈয়দ এনাম আহমেদ, মুলধারার রাজনীতিবিদ জুয়ায়েব চৌধুরী প্রমুখ। সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি আহমেদ ফয়সল , প্রচার ও গণ সংযোগ সম্পাদক, বনভোজন উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী লিয়াকত আলী। খুব সকাল থেকেই নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, কানেকটিকাট, পেনসেলভেনিয়া স্টেট থেকে বিপুল পরিমাণ অতিথিদের সমাগমে বনভোজন প্রান্তর হয়ে উঠে এক অনুপম মিলন মেলায়। বনভোজনে আগত পুরুষ মহিলা এবং শিশু কিশোরদের বিভিন্ন আকর্ষণীয় খেলাধুলার মাধ্যমে এক উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। খেলাধুলা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি মাকসুদা আহমেদ, আহমেদ ফয়সল,স্কুল ও সমাজসেবা সম্পাদক সালমা সুমী, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক দুলাল রহমান। আপ্যায়ন পর্বের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, কার্যকরী পরিষদ সদস্য জে মোল্লা সানী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ কামাল উদ্দিন, এমডি আলাউদ্দিন, সংগঠনের অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ রনি, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক শাহ ইকবাল রাজু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফ হোসেন, কার্যকরী পরিষদ সদস্য চৌধুরী মোমিত তানিম প্রমুখ।

কমিউনিটির অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহীন কামালী, সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট রিয়েলটর মইনুল ইসলাম, কমিউনিটি এক্টিবিস্ট ময়েজ উদ্দিন লুলু, রিয়েলটর সেলিনা উদ্দিন বাফার পরিচালক ফরিদা ইয়াসমিন, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী বাউল কালা মিয়া, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট কাজী ওদুদ আহমেদ,বালাগন্জ ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটির সভাপতি মিজানুর রহমান, সহ সভাপতি ফজির আহমেদ আশরাফ ,সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব কাওসার, অর্থ সম্পাদক তৌফিক আলম, আব্দুল মতিন, পুলিশ অফিসার বিলাল উদ্দিন, কাওসার আহমেদ, কবি মাসুম আহমেদ, সাংবাদিক মোতাসিম বিল্লাহ তুষার,সিদ্দিকুর রহমান সুমন রিয়েলটর মীর সারওয়ার আলী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আলমগীর শামীম, মামুন রহমান, সুমন দেব, জুবায়ের আহমেদ, শরীফ উদ্দিন খান প্রমুখ।

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন' (বাকা) এর বার্ষিক বনভোজনে আপ্যায়নে ব্যস্ত সংগঠনের সদস্যরা।

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন' (বাকা) এর বার্ষিক বনভোজনে আড্ডায় ব্যস্ত প্রবাসীরা।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file
IRS e-file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY

Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু তালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA
KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

আবশ্যক

আবশ্যকঃ শিকাগোতে বসবাসরত এক জন বয়স্ক মহিলার সাথে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা ও পরিচর্যা করার জন্য একজন অভিজ্ঞ মুসলিম বাঙালী মহিলার দরকার। শুধু মাত্র আগ্রহী মহিলারাই যোগাযোগ করুন। ফোন:+১-৮৪৭- ৫৬৭-১৩৯৮।

আবশ্যকঃ ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন: southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত মেডিকেল অফিসের জন্য অভিজ্ঞ রিসেপশনিষ্ট আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৯৫৬-৩১০০, southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত একটি মেডিকেল অফিসে নিম্নোক্ত পদে একজন MRI Technician আবশ্যক। প্রার্থীকে Toshiba Opart মেশিন চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৭১৮-৯৫৬-৩১০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন : southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭- ৪৩২-১৫১৯।

ড্রাইভারঃ ইয়েলো ক্যাব ভাড়া। ফোর্ড এস্কেপ ইয়েলো গাড়ির জন্য অভিজ্ঞ চালক প্রয়োজন। একজন চালকের কাছে। ফুলটাইম ভাড়া। যোগাযোগঃ Cell: 646-379-9970. (দয়া করে দুপুর ১২টার পরে কল করবেন।)

ড্রাইভারঃ নতুন Toyota Rav4 2024 ইয়োলো ট্যাক্সির জন্য এক ড্রাইভার অথবা দিন ও রাতের শিফটের ড্রাইভার আবশ্যক। Woodside, Jackson heights, Elmhurst or Jamaica যোগাযোগ: 646-286-8845.

ড্রাইভারঃ র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ব্রান্ড নিউ ২০২৪ ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য রাতের শিফট জ্যাকসন হাইটস এলাকার ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক। উবার কার ২০২০ টয়োটা সিয়েনা এলই ৫৫০০০ মাইলেজ অটোমেটিক ডোর একজন ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক।যোগাযোগঃ 917-496-6043, 929-435-2593.

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ 929-229-6836.

ড্রাইভারঃ TLC বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ 646-704-5749.

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ৫৫ বছর, ডিভোর্স, সিটিজেন, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ঘটক অথবা পাত্রী, পাত্রীর অভিভাবকগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন। e-mail: hmurshedmd@gmail.com Phone: 850-866-9012.

পাত্র চাই : আমেরিকার সিটিজেন, বিএসসি (CSE) সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক। SSC, HSC বাংলাদেশ থেকে। চাকরিরত নিউইয়র্কে, শিক্ষিত নিরিবিলি পরিবারের (২৫-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp+Viber) biyerkhon@gmail.com

পাত্র চাই ডিভোর্স : আমেরিকার সিটিজেন, BSc ইঞ্জিনিয়ার BUET, MSc ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরিরত, (৩১-৫'৩") শর্ট ডিভোর্স ফর্সা, সুন্দরী সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp+Viber) biyerkhon@gmail.com

বাসা ও রুম ভাড়া

রুমমেটঃ এই মাস থেকে ১জন রুমমেট আবশ্যক। ৩৭০ ডলার এবং রুম নিলে ৭৪০ ডলার ভাড়া। এস্টেরিয়া ৪০ এভিনিউ এবং ক্রিসেন্ট স্ট্রীট সন্নিকটে ই, এফ, জি আর, এম, কিউ, এন ডব্লিউ ও ৭ ট্রেন। যোগাযোগঃ ৩৪৭- ৪০০-০১৫১, ৯২৯-৪৭১-৫১১৩.

রুমমেটঃ এ মাস বা জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮- ৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ জুলাই ১ তারিখ থেকে ফ্যামিলি বাসায় ১জন মেয়ে রুমমেট আবশ্যক। ২জন থাকবে রুমে। ৭০- ৩৫ ব্রডওয়ে, জ্যাকসন হাইটস। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৪৯-৮৭৬৮.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ জ্যামাইকা হিলসাইড/ ১৬৬ স্ট্রীট এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ একটি রুম ভাড়া হবে। মোবাইলঃ ৯২৯-৪১৩- ৫৮৭৫.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই ১লা জুলাই থেকে। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৮৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা এভিনিউ ১৬৮ স্ট্রীট সংলগ্ন এলাকায় এখনই উঠার উপযোগী একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ছোট পরিবার অথবা স্বামী- স্ত্রী গ্রহণযোগ্য। সাবওয়ে / বাস নিকটে। যোগাযোগঃ ৯২৯-২৩১- ৩৮৯১, ৯২৯-৭২৮-৫০৫০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ কুইন্স ভিলেজে এক বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রীর নিকট পহেলা জুলাই থেকে ভাড়া হবে। হিলসাইড থেকে এক ব্লক। বাসঃ কিউ-৪৩, কিউ-১, কিউ-৩৬, কিউ-৭৬, কিউ-৭৭। ফোন: ৬৪৬-৬৮৪-৫৭০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী- স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকাতে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া। জরুরী ভিত্তিতে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম। আলাদা। জ্যামাইকা ২৪১ স্ট্রীট এবং ৮৭ এভিনিউ। কিউ-৪৩ বাস সংলগ্ন। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯-৭৫৩৩.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

ট্রানজিট-করিডোর!

(শেষ পাতা থেকে) কি বলতে চাইছেন। তালগোল পাকিয়ে যায়। কারন অবোধগম্য কিছুনা। অনেকেই অনেক কিছুর সাথে মেলবন্ধ। চাওয়া পাওয়ার বিষয় আছে। নানাবিধ কারনে ভারতের শুভদৃষ্টি থেকে কেউ সাধারনত: পতিত হতে চান না। তারপরও কিছু বিষয় নিয়ে তো আলোচনা হতেই হয়। যেখানে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিস্ট বিষয় থাকে, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন- সে সব বিষয় কি এড়িয়ে যাওয়া যায়! বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের রেল চালানোর বিষয়ে এই সেদিন প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ার দিল্লী সফরের আগ পর্যন্ত তেমন একটা জানা যায় নেই। টাইমস অব ইন্ডিয়াসহ ভারতের দুই/একটা অনলাইন পোর্টাল আভাস দিয়ে কিছু নিউজ ছেপেছিল। দুই প্রধানমন্ত্রীর সমঝোতা স্মারক সইয়ের পর বিষয়টা পরিষ্কার হয়। বাংলাদেশের মূল ধারার মিডিয়ায় এ নিয়ে তেমন আলোচনা না হলেও সোস্যাল মিডিয়ায় কিছু সাহসী মন্তব্য প্রকাশিত হয়, হচ্ছে। কয়েকজন বিরোধী রাজনীতিকও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এর মাঝে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়াকে একবার বলতে শোনা যায়, সমঝোতা স্মারক হয়েছে, চুক্তি সই হয় নাই। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভিন দেশের রেল চললে স্বার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হবে কিনা এ আলোচনা যখন গুঞ্জরীত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলে দিলেন, শেখ হাসিনা দেশ বিক্রি করে না।

আসলে দেশ বিক্রির কথা কেউ বলেনি। এক দেশের রেল অন্য দেশের ওপর দিয়ে চললে তা দেশ বিক্রির পর্যায়ে পরেও না। তারপরও প্রধানমন্ত্রী আগ বাড়িয়ে যখন বলেন, তখন ধারনা করা যায় তিনি বুঝতে পারছেন তার এই নতুন উদ্যোগকে মানুষ দেশ বিক্রি বলে মনে করছে।

ভারতীয় পরিকল্পনার বিষয়ে আমাদের কোন কর্তৃপক্ষ কিছু জানাতে না পারলেও ভারতের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে যতটুকু জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যের সাথে যোগাযোগ সহজ করতে ভারত সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন রেলরুট ব্যবহার এবং নতুন কিছু নতুন রুট নির্মাণ করবে। এ ব্যাপারে তারা সার্ভেও করে ফেলেছে, এখন চলছে চূড়ান্ত জরীপ। কোন কোন রুটে কত কিলোমিটার করে রেলপথ তৈরী এবং ব্যবহার হবে সে ছকও কষা হয়ে গেছে। এর জন্য বাজেট প্রনয়ন, প্রস্তাব অনুমোদনও নাকি চূড়ান্ত পর্যায়ে।

সন্দেহের শুরুটা এখানেই। ভারত নিজেরা নিজেরা ভেতরে ভেতরে এত কিছু করে ফেললো বাংলাদেশের মানুষ জানলোই না! বাংলাদেশের সরকারও দেশবাসীকে কিছু জানালো না। ফলে প্রশ্ন উঠলো, ভারত কি এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিয়েছে বা কথাবার্তা বলেছে! নিদেনপক্ষে আগেই জানিয়েছে! এতবড় একটা কর্মযজ্ঞ, স্বাধীনতার ৫৩ বছরে মানুষ যা কখনও কল্পনায়ও আনতে পরে নাই তেমন একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে দেশে, মানুষের মতামতের কথা বাদ রাখলেও তাদেরকে জানানোর প্রয়োজনীয়তাও কেউ বোধ করলো না! একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যদি কেউ এতে অপমানিত বোধ করেন তাকে কি দোষ দেওয়া যাবে!

এবার দেখা যাক পরিকল্পনাটা কি।

বাংলাদেশ ভারত নেপাল এবং ভুটান মিলিয়ে মোট ১২৭৫ কিলোমিটার রেলরুট হবে। এর মধ্যে আছে কিছু নতুন রেললাইন নির্মাণ, বাদবাকি বিদ্যমান রেলপথের সংস্কার। ১২৭৫-এর মধ্যে ৮৬১ কিলোমিটার হবে বাংলাদেশের ভেতর। নেপালে ২০৫.৫ কিলোমিটার এবং ভারতের সীমানায় ২১২ কিলোমিটার। এ ছাড়াও ভারত বাংলাদেশের দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় লালমনিরহাট গাইবান্ধা ফেনী চট্টগ্রাম এবং যশোরের বর্ডারসংলগ্ন বিদ্যমান রেল লাইনগুলোর সংস্কার করে দেবে।

ভারতের নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলের পিআরও সব্যসাচী দে'র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রুটগুলো হচ্ছে:

১। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুঘাট থেকে কুচবিহারের গিতালদহ। এই রুটটি যাবে বাংলাদেশের হিলি, পার্বতীপুর, কাউনিয়া, লালমনিরহাট এবং মোগলহাট হয়ে। এখানে বালুঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ তৈরী করা হবে।

২। বালুঘাট থেকে হিলি এবং বাংলাদেশের গাইবান্ধা থেকে ভারতের মেহেন্দিপুর, তুরা ও মেন্দিপাথর পর্যন্ত তিনটি রুটে ২৫০ কিলোমিটার নতুন রেলপথ তৈরী করা হবে।

৩। বিহারের মাঙ্গুরজন থেকে কুচবিহারের হলদীবাড়ী পর্যন্ত ৬০ কিলোমিটারের একটা রুট। এটি যাবে বাংলাদেশের পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় হয়ে।

৪। পশ্চিমবঙ্গের ডালখোলা থেকে কুচবিহারের হলদীবাড়ী পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটারের আরও একটা রুট নির্মাণ হবে। এখানেও বাংলাদেশের পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় ব্যবহৃত হবে।

৫। দক্ষিণ দিনাজপুরের রাধিকাপুর থেকে বাংলাদেশের বিরল পার্বতীপুর এবং কাউনিয়া হয়ে ভারতের গিতালদহ পর্যন্ত আরও একটা রুটের সম্ভাব্যতা জরীপ করা হবে। এতে ৩২ কিলোমিটার নতুন রেললাইন তৈরী করতে হবে।

৬। ভারতের বিলোনিয়া থেকে চট্টগ্রাম ১৩১ কিলোমিটার। এখানে ৩৮ কিলোমিটার রেলপথ নতুন তৈরী করা হবে। বিদ্যমান বাংলাদেশ অংশের ৯৩ কিলোমিটার রেলপথের সংস্কার করা হবে।

৭। পশ্চিমবঙ্গের গেদে থেকে বাংলাদেশের দর্শনা ঈশ্বরদী টঙ্গী ভৈরববাজার এবং আখাউরা হয়ে আগরতলা পর্যন্ত রুটে ট্রেন চালানোয় সুবিধার জন্য ১০০ কিলোমিটার লাইনগেজ পরিবর্তন করা হবে।

৮। পশ্চিমবঙ্গের পেট্রোপোল থেকে বাংলাদেশের বেনাপোল, যশোর, রূপদিয়া, নড়াইল এবং পদ্মা সেতু হয়ে আগরতলা পর্যন্ত আরও একটি রুট। যেহেতু এসব রুট নির্মান এবং চালাতে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহৃত হবে সে কারনে জনমনে কতগুলো প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। যেমন:

ক) রেল যোগাযোগের ধরন কি হবে, ট্রানজিট করিডোর না আন্তরাষ্ট্রীয় কানেক্টিভিটি।

খ) বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের যে ট্রেনগুলো চলবে তা বাংলাদেশীরাও ব্যবহার করতে পারবে কিনা। অর্থাৎ ট্রেনগুলো বাংলাদেশে যে সব স্টেশন হয়ে যাবে তাতে কি স্টপেজ থাকবে, যাত্রীরা ওঠানামা করতে পারবে, নাকি সূচনা স্টেশন থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তালামারা থাকবে। ট্রেনগুলো বিরতিহীন চলবে।

গ) কি ধরনের ট্রেন চলবে, যাত্রীবাহী মালবাহী না সমরাস্ত্রবাহী। নাকি সব ধরনের।

ঘ) নতুন রেলপথ তৈরীতে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহৃত হবে। এই ভূমি অধিগ্রহনের ক্ষতিপুরন কে দেবে, বাংলাদেশ নাকি ভারত সরকার। ভারত ক্ষতিপুরন দিলে ভূমির মালিকানা থাকবে কার।

ঙ) নুতন স্থাপিত রেলপথের মালিকানা কার হবে।

চ) বিদ্যমান রেলপথের সংস্কারব্যয় কাদের। ভারত নিজ খরচে করে দিলে রক্ষনাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব কার থাকবে। এ কাজে অতিরিক্ত ব্যয় কে নির্বাহ করবে। বর্ধিত লোকবলের বেতনভাতা কারা দেবে।

ছ) বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রেন চালানোয় ভারত সরকার কি বাংলাদেশকে কোন ফি, সার্ভিস চার্জ বা টোল দেবে!

জ) এই করিডোর দেওয়ার বিনিময়ে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে কি সুবিধা পাবে।

ঝ) কতদিনের মধ্যে সব কাজ শেষ হয়ে পুরোপুরিভাবে ট্রেনগুলো চলা শুরু করবে। এবং সর্বোপরি

ঞ) এতদসংক্রান্ত চুক্তি কি সংসদে উপস্থাপিত হবে, ভিন্ন দেশ কর্তৃক বাংলাদেশ ভূমি ব্যবহারের জন্য কোন গনভোটের আয়োজন করা হবে কি না!

ভারত আমাদের একমাত্র সংলগ্ন প্রতিবেশী। প্রতিবেশী শুধু না, একেবারে পেটের ভেতর। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ছাড়া কোন খোলা পথ নাই। বৃহৎ প্রতিবেশী হিসেবে নানা দিক দিয়ে তাদের প্রভাব আমাদের ওপর। স্বীকার করতে অসুবিধা নাই রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় আধিপত্যের বাইরে নই আমরা। এটাই বাস্তবতা। বিশেষ করে পনের বছর একটানা ক্ষমতায় থাকায় আওয়ামী লীগ তাদের সাথে এমন একটা সম্পর্ক তৈরী করে নিয়েছে ভারত কিছু চাইলে তাদের পক্ষে না করা সম্ভব হয় না। এই করিডোরের প্রয়োজনীয়তা ভারতের দীর্ঘদিনের। বায়ান্ন বছরে কোন সরকারের কাছে চায় নাই। বর্তমান সরকারের সাথে বিশেষ সদ্ভাবের কারনে তারা মনে করে থাকতে পারে চাইলেই পাওয়া যাবে। কাজেই যেহেতু করিডোর তাদের দরকার, ধরে নেওয়া যায় তারা পেয়ে যাবে। মানে চুক্তিও সই হয়ে যাবে। বাংলাদেশের জনগন চাইলো কি চাইলো না, কে কি বললো সে সব একপাশে রেখে বিভিন্ন রুটে ভারতের রেল চলবে।

চলতে পারে। কিন্তু বিষয়টা যদি চাপিয়ে দেওয়া হয়ে যায় তাহলে তা কারও জন্যই ভাল ফল আনবে না। বাংলাদেশ সম্পর্কিত অনেক নীতির কারনে বাংলাদেশের সাধারন জনগন ভারতের ওপর ক্ষুব্ধ। এটা ভারতও জানে। পুরনো ক্ষোভ জিইয়ে রেখে নতুন ক্ষোভের ওপর এতবড় একটা দক্ষযজ্ঞ চালানো কতটা সহজ হবে উভয় কর্তৃপক্ষকে তা ভেবে দেখতে হবে। যা কিছুই করা হোক বাংলাদেশের জনগনকে আস্থায় নিয়ে, তাদেরকে সম্পৃক্ত করে করাটাই সমীচিন। শেষে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় রাগ করে বন্ধ করে দেওয়া অথবা ভিন্ন পন্থায় চালাতে হয়! বাংলাদেশ একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। যে কোন উদ্যোগ এই বিবেচনাটি মাথায় রেখে নেওয়াই কাম্য।

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে আ.লীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তথা 'প্লাটিনাম জুবিলী' পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুম সামাদ আজাদের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা করেছে। অপরদিকে সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম চৌধুরীর নেতৃত্বে 'যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবার'-এর ব্যানারে পৃথক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ হাসিনার হাতকে আরো শক্তিশালী করার আহবান জানান বক্তারা। অনুষ্ঠানে বক্তারা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সহ আওয়ামী লীগ তথা জাতীয় নেতাদের। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় আয়োজিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ রোববার (২৩ জুন) বিকেলে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো র‌্যালী, আলোচনা, কেক কাটা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, তবারক বিতরণ প্রভৃতি।

এছাড়াও ট্রাকের ওপর স্থাপিত ডিজিটাল স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয় আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সময়কালের নানা ইতিহাস। ইতিহাসের স্বাক্ষর মাওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান, শামসুল হক, মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্ক বাগীশ, তাজউদ্দীন আহমেদ ও শেখ হাসিনা সহ অনেক নেতানেত্রীর প্রতিচ্ছবি পর্দায় ভেসে উঠে। বেজে উঠে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু'র ভাষণ।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, বর্ণাঢ্য আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে নিউইয়র্কে ইতিহাস তৈরি করলো। প্রবাসের হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে সংগঠনের জন্মদিন উদযাপন এটাই প্রথম। এ জন্য তিনি প্রবাসের সকল নেতাকর্মীকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ড. সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে সংগঠন উজ্জীবিত ও এগিয়ে চলেছে উল্লেখ কওে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে আসার সময় কতিপয় ঘুমন্ত নেতা নামধারী চক্রান্তকারী নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন। এবার তা হতে দেব না। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করবে। যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ ও প্রচার সম্পাদক আব্দুল হামিদ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি ডা. মাসুদুল হাসান, সামছুউদ্দীন আজাদ, লুৎফর করীম ও কাজী কয়েস, সাংগঠনিক সম্পাদক দুরুদ মিয়া রলেন ও তারিকুল হায়দার চৌধুরী, নিউইয়র্ক মহানগর আওযামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক আশরাফ উদ্দীন, প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক নাফিকুর রহমান তুরান, অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক সরিফ কামরুল হিরা, বন ওপরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আলী হোসেন গজনবী, উপ দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্ষকরী সদস্য সাহানারা রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধো সিরাজ উদ্দীন সরকার, আবুল কাসেম, বদরুজ্জামান পান্না, সাইফুল আলম, এবাদুল হক, শাহ আল শফি আনসারী, মো: হারুন অর রশীদ, ফুয়াদ হোসেন, গাজী ওয়াহিদুজ্জামান লিটন, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ শাহনাজ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মাসুদ হোসেন সিরাজী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফ আলী খান লিটন, সাংগঠনিক সম্পাদক গনেশ কীর্তনিয়া, যুবলীগ নেতা সেবুল মিয়া, যুবলীগ নেতা রহিমুজ্জামান সুমন, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গোলাম কিবরিয়া, ছাত্রলীগ নেতা মাহমুদ হাসান যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগ নেতা রায়হান মাহমুদ প্রমুখ।

অন্যরকম ডাইভারসিটি প্লাজা: এদিকে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রোববার ডাইভারসিটি প্লাজা ছিল আওয়ামী লীগ সর্মথিত নেতা-কর্মী আর সমর্থকদের পদভারে মুখরিত। দলীয় নেতা-কর্মীরা জন্ম উৎসবের ব্যাজ পড়ে ও ফেস্টুন হাতে নিয়ে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে র‌্যালীতে অংশ নেয় এবং 'শুভ শুভ জন্মদিন' শ্লোগান দিয়ে এলাকা মুখরিত করে তোলে। এছাড়াও কেক কেটে নিজ হাতে নেতা কর্মীদের হাতে তুলে দেন ড. সিদ্দিকুর রহমানের স্ত্রী সাহানা রহমান। উড়ানো হয় 'শান্তির পায়রা' কবুতর। পাশাপাশি দলীয় নেতৃবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। মনিকা রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে শিল্পীদের দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মাঝে বিরানী বিতরণ করা হয়।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❏ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❏ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❏ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❏ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❏ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❏ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

এস্টোরিয়ায় বাংলাদেশীর ফ্লাটে যুবকের প্রবেশের চেষ্টা

এস্টোরিয়ায় বাংলাদেশীর ৪র্থ তলার ফ্লাটের জানালা দিয়ে বহিরাগত যুবকের প্রবেশের চেষ্টা করে।

(শেষ পাতা থেকে) আশেপাশের বাঙালি পরিবারগুলোতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী আনিকা ইসলাম বলেন, আমরা কয়েক বছর ধরে ভবনের ৪তলার একটি ফ্লাটে থাকি। এ ভবনে আরো বাংলাদেশিসহ কয়েকটি পরিবার বসবাস করে আসছি। এতদিন অনাকাঙ্খিত কোন ঘটনা ঘটেনি। ওইদিন সন্ধ্যা ৮টার দিকে আমার মেয়ে ছেলে আমাদের রুমে খেলছিলো। আমার স্বামী ব্যাংক থেকে এসে আবার বাহিরে চলে যান। আমি এ সময় রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় আমার মেয়ের চিৎকার কান্না শুনে রুমে গিয়ে দেখি ফায়ার এক্সিটের জানালার নিচের অংশ খোলা। এ সময় আমার মেয়ে আমাকে জানায় যে সাদা টি শার্ট ও সাদা প্যান্ট, সাদা জুতা পরা কালো এক লোক ফায়ার এক্সিটের সিড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে রুমোর জানালা খুলে। এ অবস্থায় তাদেরকে দেখেও লোকটি ঘরে ঢুকার চেষ্টা করে এবং শরীরের অর্ধেক ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলে। আমার মেয়ে ভয়ে তখন আমাকে ডাকতে থাকে। আমি রান্নাঘর থেকে প্রথমে শুনতে পাইনি। যখন আমার চিৎকার কান্না করে তখন আমি রুমে যাই। তার আগেই লোকটি আবার সিড়ি দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে যায়। তখন ফোন করে আমার স্বামীকে বিষয়টি বলি। আমার স্বামী তাৎক্ষণিক পুলিশকে ফোন করেন এবং কিছু সময়ের মধ্যেই বাসায় ছুটে আসেন। পরে পুলিশ এসে সবকিছু দেখে তথ্য নিয়ে যায় এবং জানালার কাঁচে লেগে থাকা ঐ লোকটির হাতের ছাপ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। বাসার সিসি ক্যামরা ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশকে দিতে বলেছে। বাড়ির সুপারভাইজারকে বিষয়টি জানিয়েছি। সে এসে সিসি ফুটেজ দিলে পুলিশকে দিবো।

তিনি আরও বলেন, এই বাসায় আমরা পাঁচ বছর হলো আছি। আগে অন্য মালিক ছিল। সম্প্রতি মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে। এলাকাটি ভালো, এ জন্য এখানে থাকছি। কিন্তু এই বিল্ডিংয়ে অনেক সমস্যা। সমস্যার কথা বারবার বলা হলেও বাড়িওয়ালা ঠিক করে না। বাসার মেইন গেটের দরজার লক ঠিকমতো লাগে না। ফলে চাইলে যখন-তখন যে কেউ প্রবেশ করতে পারে। জানালাগুলোও ঠিকমতো লাগে না। এখন বাসায় থাকতেই আমরা ভয় পাচ্ছি। আমার বাচ্চারাতো আরো বেশি ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে পড়েছে এ ঘটনার পর। যদি আমি খেয়াল না করতাম তাহলেতো ওই লোকটি চুরির জন্য আমার বাচ্চাদের ক্ষতি করতো। আমিও একা ছিলাম ঘরে। এখন আমরা খুবই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।

গৃহকর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, এখন এ এলাকায় দিনে রাতে অপরিচিত অনেক যুবকের আনাগোনা থাকে। তাঁরা রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে মাদক সেবনসহ চিৎকার হট্টগোল করে। ভয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা কিছু বলেনা। দিন দিন এটা বাড়ছে। এলাকা এবং বাসাগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা হুমকিতে। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাংকে থাকি। আমার মেয়ে স্কুলে যায়। স্ত্রী বাসায় ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে একা থাকে। এরকম ঘটনার পর আমি এবং আমার স্ত্রী সন্তানেরা আতঙ্কে আছি। বাসার ফায়ার এক্সিট সিড়ির নিরাপত্তা নেই। পুলিশ তদন্ত করছে।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

(প্রথম পাতা থেকে) উপজেলায়। বিগত ১৮ বছর আগে তিনি যুক্তরাষ্টে আসেন। তার ১৪ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। এদিকে নূরুল ভূইয়ারকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ ২৪ বছর বয়সী জশুয়া কেলি নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। খবর ইউএনএ'র।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ২২ জুন শনিবার নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রিটে এলাকায় স্থানীয় স্যামি গুরমে ডেলি স্টোরের সামনে রাত ৯ টা ৪০ মিনিটের দিকে এই ঘটনা ঘটে। এই স্টোরেই রাতের শিফটে কাজ করতো নূরুল ভূইয়া। স্টোরটিতে তাদের বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে কাউন্টারের পেছনে হামলাকারীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পরবর্তীতে নূরুল ভূঁইয়া স্টোরের বাইরে এলে জ্যামাইকা এভিনিউয়ের উপর ঘাতক তার ওপর পুনরায় চড়াও হয়। নূরুল ভূঁইয়া এক পর্যায়ে দৌড়ে স্টোরের ভিতরে প্রবেশ করলে ঘাতকও তাকে আবার ধাওয়া করে কাউন্টারের ভেতর ঢুকে রুটি কাটার ছুরি দিয়ে আঘাত করে এবং তার ওয়ালেট চুরির অভিযোগ করে চিৎকার করতে থাকে। যদিও ঘাতকের ওয়ালেট নেওয়ার অভিযোগ সারভেইল্যান্স ভিডিওতে প্রমাণ হয়নি। ঘটনার এক পর্যায়ে ভূইয়া স্টোরে থাক বেসবল ব্যাট নিয়ে আত্নরক্ষার চেষ্টা করলেও ঘাতক তাকে কয়েক দফা ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত করে। ফলে স্টোরের ভেতরেই নূরুল ভূঁইয়ার মারা যায়। এরপর ঠান্ডা মাথায় ঘাতক ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। খবর পেয়ে সিটি পুলিশ তাকে জ্যামাইকা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অপরদিকে পুলিশ স্টোরটির ভিডিও ফুটেজ দেখে ঘাতক জশুয়া কেলির শরীরের টাট্টু দেখে তাদের ডাটাবেজ থেকে তাকে শনাক্ত করে এবং সোমবার (২৪ জুন) তাকে তার কুইন্স ভিলেজের বাড়ি থেকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে হত্যা ও অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে মামলা করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে জশুয়া ক্যালি বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে আরও আটবার গ্রেফতার হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে বুধবার (২৭ জুন) বাদ মাগরিব জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে নূরুল ভূঁইয়ার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন বৃহস্পতিবার তার মরদেহ লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল গোরস্তানে দাফনের কথা।

আরো জানা গেছে, ঘটনার সময় নূরুল ভূইয়ার সাথে পরিচয়পত্র না থাকায় পুলিশ তার পরিবারকে তাৎক্ষনিক খবর দিতে পারেনি এবং পরিবারও তার মৃত্যুর কথা জানতো না। ফলে তার মরদেহ দু'দিন হাসপাতাল মর্গে ছিলো। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে নূরুল ভূঁইয়া সবার ছোট ছিলেন। তার এক ভাই যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া, আরেক ভাই মিশিগান ও বোন নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে বসবাস করেন।

এদিকে নূরুল ভূইয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই ঘটনায় কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশের পাশাপাশি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, আমরা নূরুল ভূইয়া হত্যার ন্যায় বিচার চাই। এজন্য কমিউনিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় পুলিশ ও বরো প্রেসিডেন্ট অফিসে দাবী জানানো হবে।

একইসাথে বন্যা ও তীব্র তাপপ্রবাহের কবলে যুক্তরাষ্ট্র

(প্রথম পাতা থেকে) প্রায় কাছাকাছি তাপমাত্রা উঠতে পারে আইডাহো, মন্টানা এবং ওয়াইমিং অঙ্গরাজ্যেরও। আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, এই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অন্তত ১৫ ডিগ্রি বেশি।

জানা গেছে, দেশের একপ্রান্তে ভারী বৃষ্টিপাতের সাথে বন্যা, অপরদিকে তীব্র তাপপ্রবাহ- এরকমই অবস্থা এখন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে। বন্যার কারণে জরুরি সতর্ক অবস্থার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এলাকায় জারি হয়েছে হিট এলার্ট। পানিতে তলিয়ে গেছে মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা। কিছু জায়গায় রেকর্ড করা হয়েছে ৮৪ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে ১০ লাখের বেশি মানুষ। নদীর পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সাউথ ডাকোটা ও আইওয়া। ক্ষতিগ্রস্থ শতাধিক বাড়িঘর। সাউথ ডাকোটায় ১ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। অন্তত ২১ কাউন্টিতে জারি হয়েছে জরুরি দুর্যোগকালীন অবস্থা। আইওয়া অঙ্গরাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যা দেখা দেওয়ায় দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা জারি করেছেন রাজ্যের গভর্নর কিম রেনল্ডস।এদিকে মধ্য-আটলান্টিক থেকে মিসিসিপি উপত্যকায় চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। দৈনিক গড় তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রী সেলসিয়াসের আশপাশে। হিট এলার্ট জারি করা হয়েছে ওকলাহোমা, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউ ইয়র্ক ও বালটিমোরসহ বিভিন্ন এলাকায়। আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে- অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অনেক আগে শুরু হয়েছে তাপপ্রবাহ। স্থায়িত্বও হবে বেশিদিন। এ পরিস্থিতির জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানিয়েছে,মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোর ও ফিলাডেলফিয়ায় তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে। আইডাহো, মন্টানা এবং ওয়াইমিং অঙ্গরাজ্যের তাপমাত্রাও একই রকম থাকার সম্ভাবনা প্রবল। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, এই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অন্তত ১৫ ডিগ্রি বেশি।

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
ফজর	৩.২৩	৩.২৪	৩.২৪	৩.২৫	৩.২৬	৩.২৮	৩.২৯
সূর্যোদয়	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩১
জোহর	০১.০০	০১.০০	০১.০০	০১.০১	০১.০১	০১.০১	০১.৫৯
আসর	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪
মাগরিব	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১
এশা	১০.১১	১০.১১	১০.১০	১০.১০	১০.১০	১০.১০	১০.০৮

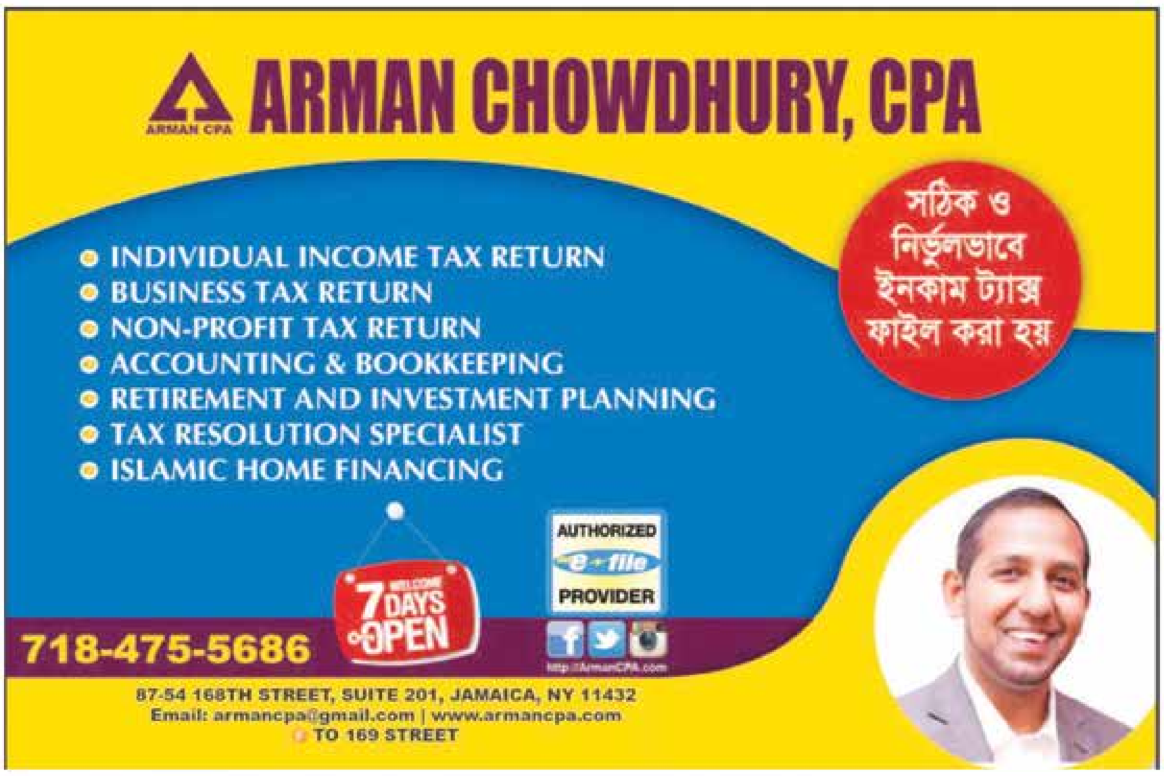

আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নাই

(শেষ পাতা থেকে) মূলত; তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ট সত্তা।” (সুরা বাকারা:২৫৫) “হে জিন ও মানবগোষ্ঠী, তোমরা যদি পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের সীমা পেরিয়ে কোথাও পালিয়ে যেতে পার তাহলে গিয়ে দেখ। পালাতে পারবে না, এ জন্য বড় শক্তি প্রয়োজন।” (সুরা আর রহমান:৩৩) যেহেতু তাঁর চেয়ে বড় শক্তিশালী কেউ নেই, “নিসন্দেহে তুমিই সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।” (সুরা আলে ইমরান:২৬) এবং কেউ আপনাকে আশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। সেহেতু আল্লাহর আশ্রয়ই আপনাকে খুঁজতে হবে।

যমীন ও আসমান অর্থ গোটা সৃষ্টিজগত অথবা অন্য কথায় আল্লাহর প্রভুত্ব বা সার্বভৌত্ব। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধ্য কারোর নেই। যে জবাবদিহি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা হচ্ছে তার সময় যখন আসবে তখন তোমরা যেখানেই থাক না কেন পাকড়াও করে আনা হবে। কেউ সেখান থেকে কেহ অনুপস্থিত থাকার সুযোগ থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “কর্মফলের দিন তারা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে কোনক্রমেই সরে পড়তে পারবে না।” (সুরা ইনফিতার:১৫-১৬) এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেহ আল্লাহর প্রভুত্বাধীন থেকে এলাকা থেকে চলে যেতে হবে। কিন্তু সে ক্ষমতা কারো নেই। কেহ যদি মনে এ ধরনের অহমিকা পোসণ করে থাকে তাহলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে দেখুক।

“বলো, আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে সক্ষম নয় এবং তাঁর কাছে কোন আশ্রয় পাব না।”(সুরা জিন:২২) “তোমরা তোমাদের রবের কথায় সাড়া দাও, আল্লাহর নির্ধারিত সেই দিন আসার আগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে ফিরিয়ে দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। সেদিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টাকারীও কেউ থাকবে না।” (সুরা শুরা:৪৭) অর্থাৎ তোমাদের জন্য কোন এমন স্থান হবে না, যেখানে তোমরা লুকিয়ে নিখোঁজ ও পরিচয়হীন হয়ে যাবে অথবা দৃষ্টিগোচর হবে না। কেউ তার পোশাক বদল করে কোথাও লুকাতে পারবে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, “সেদিন এ মানুষই বলবে, পালাবার স্থান কোথায়? কখনো না, সেখানে কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। সেদিন তোমার রবের সামনেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে।” (সুরা ক্বিয়ামাহ:১০-১২) নিজেদের কৃতকর্ম অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ, প্রথমত: সবকিছুই লিখিত থাকবে। দ্বিতীয়ত: স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাক্ষ্য দেবে। কিংবা যে আযাব তাদেরকে তাদের পাপের কারণে দেয়া হবে. তারা সে আযাবকে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা, পাপ স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। অন্য একটি প্রসিদ্ধ তাফসীরে আয়াতটির কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে, এক, সেদিন মানুষ নিজেদের কৃতকর্মের কোনটিকেই অস্বীকার করতে পারবে না। দুই, মানুষ পোশাক বদল করে কোথাও লুকাতে পারবে না। তিন, মানুষের সাথে যেই আচরণই করা হোক না কেন তারা তার প্রতিবাদ এবং কার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারবে না। চার, মানুষকে যে পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে তারা তা পাল্টে ফেলতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আর যে তিনজনের ব্যাপার মুলতবী করে দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও তিনি মাফ করে দিয়েছেন। পৃথিবী তার সমগ্র ব্যাপকতা সত্ত্বেও যখন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলে, তাদের নিজেদের প্রাণও তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ালো এবং তারা জেনে নিল যে, আল্লাহর হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিজের রহমতের আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই তখন আল্লাহ নিজে অনুগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। অবশ্যি আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।”(সুরা আত তাওবা:১১৮)

তাবুক যুদ্ধে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ থেকে যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। কিন্তু তাদের মধ্যে তিনজন মুখলিস মু'মিনও ছিলেন। মুনাফিকরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে রাসুলুল্লাহ সা: এর দরবার থেকে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু সাহাবী তিনজন সত্য বললেন এবং নিজেদের দূর্বলতাকেই দায়ী করলেন। অর্থাৎ তারা কোন মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করাননি। সেই তিনজন সাহাবী হলেন, হযরত কাব ইবনে মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়াহ এবং মুরারাহ ইবনে রুবাই রাজি'আল্লাহু তা'আলা আনহুম। তাবুক যুদ্ধের আগে তাঁরা বহুবার নিজেদের আন্তরিকতার প্রশাণ দিয়েছিলেন। অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। শেষের দু'জন তো বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তাদের ঈমানী সত্যতা সব রকমের সংশয়-সন্দেহের উর্ধে ছিল। আর প্রথমজন যদিও বদরী সাহাবী ছিলেন না কিন্তু বদও ছাড়া প্রতিটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের জন্য তার এমন ত্যাগ প্রচষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা সত্বেও এমন এক নাজুক সময়ে যখন যুদ্ধ করার শক্তি ও সামর্থে অধিকারী প্রত্যক মুমিনকে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়েছিল তখন তারা যে অলসতা ও গাফলতির পরিচয় দিয়েছিলেন সে জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হয়েছিল। নবী সা: তাবুক থেকে ফিরে এসে মুসলমানদের প্রতি কড়া নির্দেশ জারি করেন কেই এদের সাথে সালাম কালাম করতে পারবে না। ৪০ দিন পরে তাদের স্ত্রীদেরকেও তাদের থেকে আলাদা বসবাস করার কঠোর আদেশ দেয়া হলো। আসলে তাদের অবস্থার যে ছবি আঁকা হয়েছে মদিনার জনবসতিতে তাদের অবস্থা ঠিক তাই হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখিত আয়াত অনুযায়ী পৃথিবীটা তাদের জন্য ছোট হয়ে এসেছিল। আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন আশ্রয়স্থলই ছিল না। শেষে তাদেও সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি পঞ্চাশ দিনে এসে ঠেকলো তখন ক্ষমার এ ঘোষনা এ ঘোষণা নাযিল হলো। মহান আল্লাহ তাদেরকে আশ্রয় দিলেন।

সমগ্র বিশ্ব-জাহানের বাদশা ও শাসক এবং সাম্রাজ্যের সিংহাসনের অধিপতি। আরবী ভাষায় ‘মালিকুন’ শব্দটি বাদশাহী, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌত্বের অর্থে বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহই এ বিশ্ব-জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক এবং তাঁর শাসন ক্ষমতায় কারো সামান্যতমও অংশ নেই। তিনি জুল আরশ বা আরশের অধিপতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “এ আল্লাহই তোমাদের রব, তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তা সত্তেও তোমাদেরকে কোনদিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।” (যুমারঃ৬) আল্লাহই যখন আমাদের প্রভু এবং সমস্ত রাজত্ব তাঁরই তখন নিশ্চিতভাবে তিনি আমাদের আশ্রয়দাতা ইলাহ্ও। অন্য কেউ কি করে ইলাহ হতে পারে যখন প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তার কোন অংশ নেই এবং রাজত্বের ক্ষেত্রেও তার কোন দখল নেই। তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির কাছে এ কথা কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, যমীন-আসমানের সৃষ্টিকর্তা হবেন আল্লাহ এবং আশ্রয়দাতা হবেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ। তাছাড়া তোমাদের নিজেদের এবং সমস্ত জীব-জন্তুর স্রষ্টা ও পালন কর্তাও হবেন আল্লাহ অথচ তোমাদের মালিক হবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ। মালিক, শাসক ও পালনকর্তা একমাত্র তিনিই। তিনি সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক। গোটা বিশ্ব জাহান তার হুকুমেই চলছে। দুনিয়ার কোন বাদশা দুর্দণ্ড ক্ষমতার অধিকারী প্রকৃতপক্ষে কিছুই না। আল্লাহ তা'আলা যে কোন মহুর্তে তার ক্ষমতা খর্ব করে রাস্তায় বসাতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আল্লাহ কি সব শাসকের বড় শাসক নন।”(সুরা তীনঃ৮) সুতরাং মালিকুল মুলকির বিরুদ্ধাচরণ নিরেট বোকামী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,“তবে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাকে মহাশাস্তি দান করবেন অবশ্যি এদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।” (সুরা গাশিয়াহ:২৩-২৫)

তিনি নিছক স্রষ্টাই নন, তিনি হুকুমকর্তা এবং শাসকও। তিনি সৃষ্টি করার পর নিজের সৃষ্ট বস্তুসমূহকে অন্যের কর্তৃত্বে সোপর্দ করে দেননি অথবা সমগ্র সৃষ্টিকে বা তার অংশ বিশেষকে ইচ্ছামত চলার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং কার্যত সমগ্র বিশ্ব জগতের পরিচালনা ব্যবস্থা আল্লাহর নিজের হাতেই কেন্দ্রীভূত রয়েছে। সুতরাং কেউ বিদ্রোহ করে মুখ ফিরিয়ে নিলেও, তাকে অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে আসতে হবেই। তাকে ছাড়া তার আর দ্বিতীয় কোন আশ্রয়স্থল নেই।

নাচের সেই মেয়েটি আজ গানের মহাতারকা

বিনোদন ডেস্ক:

গান রেকর্ডিংয়ের হিসেবে গত ২৪ জুন রুনা লায়লার পেশাদার সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্ণ হলো। দীর্ঘ এ সময়ে তিনি গেয়েছেন হাজার দশেক গান। স্বাধীনতা পদক ছাড়াও দেশ-বিদেশে পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। সংগীতজীবনের ছয় দশক পূর্তি উপলক্ষে শিল্পীর সঙ্গে কথা বলেছেন- মনজুর কাদের।

সংগীতশিল্পী হিসেবেই পরিচিতি রুনা লায়লার। তবে তাঁর শুরুটা হয়েছিল নাচ দিয়ে। নাচ তাঁর পছন্দ ছিল। ছোট্ট রুনা লায়লার লম্বা সময় কেটেছে পাকিস্তানের করাচিতে। বাবা এমদাদ আলী ছিলেন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা। সেখানে বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টসে মেয়েকে নাচ শেখার জন্য ভর্তি করেন মা আমিনা লায়লা। এই প্রতিষ্ঠানে চার বছর নাচ শিখেছেন রুনা। শিক্ষক ছিলেন আফরোজা বুলবুল। রুনা তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন কত্থক আর ভরতনাট্যম। রুনা বললেন, 'এখন আর সেসব মনে নেই। তবে মঞ্চে যখন গান করি, নিজের অজান্তেই তখন নাচের কিছু মুদ্রা চলে আসে।'

ছোটবেলায় নানি সব ভাইবোনকে টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকায় একেকজন একেক

জিনিস কিনলেও নিজের টাকায় একজোড়া ঘুঙুর কেনেন রুনা। এই ঘুঙুর পরে সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়াতেন আর নাচতেন। নাচটা যে তাঁর খুব পছন্দের, মা জানতেন। তখন তিনি বলেন, 'তোমার যেহেতু নাচের এতই শখ, একাডেমিতে ভর্তি করিয়ে দিই।' পরে চার বছর শিখেছেন রুনা। একাডেমির হয়ে অনেক পরিবেশনায়ও অংশ নেন।

পরে যে রুনা লায়লা বাঙালীর অন্যতম প্রিয় সংগীতশিল্পী হয়ে উঠবেন, সেই রুনা কেবল নাচ নিয়ে থাকবেন; তা কি হয়! ভাগ্যই তাঁকে গানের দিকে টেনে নিয়ে যায়। বড় বোন দিনা লায়লা গানের তালিম নিতেন আবদুল কাদের, হাবিব উদ্দিন আহমেদের কাছে। পাশের ঘরে ঘুরে বেড়ানো রুনা তখন দৌড়াদৌড়ি করতে করতে বোন যা গাইতেন, তা-ই মুখস্থ করে ফেলতেন রুনা। পরে তিনিও গাইতেন। একদিন ওস্তাদ আবদুল কাদের রুনার গাওয়া গান শুনে ফেলেন। মুগ্ধ হন। বিস্মিতও হন। সেই সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, একদিন রুনা লায়লা গানে অনেক সুনাম কুড়াবে। ওস্তাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে। নাচের তালিম নেওয়া রুনা লায়লা হয়ে ওঠেন বাংলা গানের মহাতারকা।

নাচ থেকে গানে

দুই পায়ে ঘুঘুর পরে ঘরে দৌড়ে বেড়ানো ছোট্ট রুনা পাশের ঘরে বোন দিনা লায়লাকে শেখানো গান শুনেই মুহূর্তেই তুলে ফেলতে পারতেন। গুনগুন করে গাইতেন। সেই সময়ের কথা মনে করে রুনা লায়লা বললেন, 'দীনা আপাকে ক্ল্যাসিক্যাল শেখাতেন ওস্তাদজিরা। আমি ঘরের মধ্যে দৌড়ে বেড়াতাম, যা শেখাচ্ছিলেন, তা মুখস্থ করে হুবহু করে গেয়েও দিতাম। একদিন যে উস্তাদজি এলেন, খেয়ালও করিনি। আমি গান গাইছি আপনমনে। উনি শুনে মাকে বললেন, 'এই মেয়ের মধ্যে তো প্রতিভা আছে। ওকে গান শেখান। ও গানে ভালো করবে।'

কথায় কথায় রুনা বললেন, 'ছোটবেলায় তো কোথাও বসতে চাইতাম না। খুব চঞ্চল ছিলাম। এখনো আছি। এক জায়গায় বেশি কিছুক্ষণ বসে থাকতে পারি না। কিছু না কিছু করতেই থাকি। খুব দুষ্ট ছিলাম। দুষ্টামির জন্য মায়ের কত মারও যে খেয়েছি। আমাকে আর দিনা আপাকে আম্মা একই রকম খেলনা কিনে দিত। আমি আমার রেখে ওরটায় চড়তাম, আর ওরটাই ভাঙতাম। (হাসি)। এসবের জন্য যে কত মার খেয়েছি।'

৬০ বছরের পথচলা

১৯৬৪ সালের ২৪ জুন। করাচির ইস্টার্ন স্টুডিওতে প্রথম গান রেকর্ড করে রুনা। পরের বছর 'জুগনু' ছবির সেই গান মুক্তি পায়। তখন রুনার বয়স ১২। বললেন, 'লাহোর থেকে একটি ছবিতে গান করার প্রস্তাব আসে। আব্বা শুনেই না করেন। গান গাওয়া নিয়ে আব্বার কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু চলচ্চিত্রের ব্যাপারে তখন অনেকেই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন। আমার খুব ইচ্ছে হলো। তখন সব বড় শিল্পী রেডিওতে গান করতেন। ভাবতাম, একদিন রেডিওতে আমার নামও বলবে। সবাই আমার গান শুনবে। বাবাকে আমার ইচ্ছের কথা জানান মা। অনেক কষ্ট করে তিনি আব্বাকে রাজি করালেন। আমি ছবিতে গান গাওয়ার সুযোগ পেলাম।'

উর্দু ছবির গানটির শিরোনাম 'গুড়িয়া সি মুন্নি মেরি'। পর্দায় ১২ বছরের একটি ছেলের ঠোঁটে ছিল গানটি। পুরো এক মাস চর্চা করে রুনা। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার আগে দুই ঘণ্টা আর স্কুল থেকে ফেরার পর দুই ঘণ্টা। ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন মনজুর হোসেন। তিনিই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

রুনা বললেন, 'মনজুর হোসেন সাহেব আমাকে সিনেমায় গাওয়ার কিছু কৌশল শিখিয়ে দেন। সৃষ্টিকর্তা আমাকে যে কণ্ঠ দিয়েছেন, তিনি তা ঘষে-মেজে পলিশ করেন।' ছবিতে রুনার গাওয়া দ্বিতীয় গানটিও ছিল একই ছবির। এই গানের সঙ্গে ঠোঁট মেলান শর্মিলী আহমেদ। সেই থেকে আজও গেয়ে চলছেন রুনা লায়লা। বললেন, 'অবাক হই, এতটা পথ পেরিয়ে এলাম! মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন। তবে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এতটা পথ পাড়ি দিয়েছি। আর সঙ্গে ছিলেন শ্রোতারা।'

পেছন ফিরে তাকিয়ে

রুনা লায়লা প্রথম মঞ্চে গান করেন ছয় বছর বয়সে। তা-ও একদম হঠাৎ করেই। করাচিতে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজক ঢাকা ওল্ড বয়েজ অ্যাসোসিয়েশন। এখানে গান করবেন দিনা (রুনার বড় বোন)। কিন্তু অনুষ্ঠানের আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন দিনা। বিপদে পড়েন আয়োজকেরা। শেষে বড় বোনের জায়গায় ছোট বোনকে দিয়ে গান গাওয়ানোর সিদ্ধান্ত হয়।

রুনা বললেন, 'ওই অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় সংগীত করেছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ছয়। পরে মায়ের কাছে শুনেছি, আমি নাকি সেদিন ধুমধাম গেয়ে মাত করেছিলাম। তানপুরা নিয়ে গান করেছিলাম। আর ওই তানপুরা ছিল আমার চেয়ে দুই গুণ বড়। সবাই আমার গানে মুগ্ধ হন। খুশি হয়ে সেদিন অনেকেই আমার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন।'

এরপর রুনার পরিচিতি বাড়তে থাকে। গানে গানে মুগ্ধতা ছড়াতে থাকেন। উর্দু, হিন্দির পাশাপাশি বাংলা গানও সমানতালে গেয়ে চলেন। রুনা লায়লা প্রথম বাংলা গান রেকর্ডিং করেন পাকিস্তান রেডিওর ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে। দেবু ভট্টাচার্যের সুর করা গান দুটি ছিল 'নোটন নোটন পায়রাগুলো' আর 'আমি নদীর মতো পথ ঘুরে'।

গত শতকের ষাটের দশকে বাংলা ছবিতে গান গাওয়ার প্রস্তাব পান রুনা। চলচ্চিত্র পরিচালক নজরুল ইসলাম আর সংগীত পরিচালক সুবল দাস স্বরলিপি ছবির গান রেকর্ডিং করতে যান লাহোরে। তাঁরা ছবির একটি গান রুনাকে দিয়ে গাওয়ানোর পরিকল্পনা করেন। তখন তিনি দারুণ ব্যস্ত।

একদিকে পড়াশোনা, অন্যদিকে গান। একই

দিনে বিভিন্ন স্টুডিওতে ছয়-সাতটি গান রেকর্ডিং করছেন। কাজ করতেন সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। শুনে রাজি হলেন রুনা। লাহোরের বারী স্টুডিওতে রেকর্ডিং করা হয় গানটি। গানটির শিরোনাম 'গানেরই খাতায় স্বরলিপি লিখে'। একই গানে আরও কণ্ঠ দিয়েছিলেন মাহমুদুন্নবী। বাংলাদেশে আসার আগে আর কোনো বাংলা ছবিতে গান গাওয়া হয়নি।'

বাংলাদেশে আসার পর প্রথম গান করেন সত্য সাহার সুরে জীবন সাথী ছবিতে। রুনা বললেন, 'আমার সংগীতজীবনের ভ্রমণ খুবই স্মুথ ছিল। প্রথম গান গাওয়া থেকে শুরু করে কারও কাছে যেতে হয়নি। বাড়িতে এসে গান করে দিয়ে গেছেন। বলতে গেলে আমাকে কিছুই করতে হয়নি। স্ট্রাগল নামের কোনো জিনিসই স্পর্শ করতে পারেনি।

আশির দশকে 'সুপার রুনা' অ্যালবামের কাজের সূত্রে রুনা লায়লার সঙ্গে বাপ্পি লাহিড়ীর পরিচয়। সেই থেকে তাঁদের সম্পর্ক। পেশার কারণে সম্পর্কের শুরু হলেও, একটা সময় তা পারিবারিক সম্পর্কে রূপ নেয়।

আশির দশকে 'সুপার রুনা' অ্যালবামের কাজের সূত্রে রুনা লায়লার সঙ্গে বাপ্পি লাহিড়ীর পরিচয়। সেই থেকে তাঁদের সম্পর্ক। পেশার কারণে সম্পর্কের শুরু হলেও, একটা সময় তা পারিবারিক সম্পর্কে রূপ নেয়।

সংকটে যা করতেন

সংগীতজীবন বর্ণাঢ্য হলেও কিছু বাধা যে আসেনি, তা কিন্তু নয়। তবে এসব বাধা কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। রুনা লায়লা বললেন, 'অনেকভাবে অনেকে রুখতে চেয়েছে। বাধা হয়ে কেউ দাঁড়াতে পারেনি। সেটা আল্লাহর মেহেরবানিতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, মানুষের যে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, দোয়া, আশীর্বাদ- এসবের কারণে খুব সহজে অতিক্রম করে চলে এসেছি, তাই আমাকে এফেক্ট করেনি। আমার বিশ্বাসও ছিল যে যা-ই করুক, কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না। আমি পরিষ্কার মনে সবার সঙ্গে মিশেছি। কাজটা আন্তরিকতা ও ভালোবেসে করেছি।'

এখনকার স্বপ্ন

বাংলা ছাড়া উর্দু, হিন্দি আর ইংরেজি ভাষা জানেন রুনা লায়লা। তবে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, গুজরাটি, পশতু, বেলুচ, আরবি, পারসি, মালয়, নেপালী, জাপানী, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজিসহ ১৭ ভাষায় গান করেছেন তিনি। পাকিস্তানে নিসার বাজমির সুর করা অসংখ্য গানে কণ্ঠ দিয়েছেন রুনা। রুনাকে দিয়ে নানা ধরনের গান করিয়েছেন এই সুরকার ও সংগীত পরিচালক। মুম্বাইয়ের একটি প্রতিষ্ঠান রুনাকে দিয়ে নিসার বাজমির সুরে গান গাওয়ানোর পরিকল্পনা করে। প্রতিদিন এই সুরকারের ১০টি করে তিন দিনে মোট ৩০টি গান রেকর্ড করেন রুনা। পরে তা বিশ্ব রেকর্ড হিসেবে স্থান পায় গিনেস বুকে।

১৯৮২ সালের ১ ডিসেম্বর রুনার গাওয়া বাপ্পি লাহিড়ীর সুর করা গান নিয়ে ইএমআই মিউজিক কোম্পানি প্রকাশ করে সুপার রুনা অ্যালবাম। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, প্রথম দিনেই অ্যালবামটির লাখ কপি বিক্রি হয়। উপহার হিসেবে রুনাকে দেওয়া হয় গোল্ড ডিস্ক। অ্যালবামের কাজ করেছিলেন লন্ডনের এবি রোডেস, যেখানে বিটলস গান রেকর্ডিং করত। দেশ-বিদেশে গান গেয়ে দাপুটে বিচরণ করা রুনা লায়লা বরাবরই তার পরের প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার একটি নাম। তিনি নিজেও স্বপ্ন দেখেন এখনকার প্রজন্মকে নিয়ে।

তিনি বললেন, 'আমার পরের প্রজন্মের শিল্পীরা যেন আরও অনেক ওপরে ওঠে। অনেক নাম করে। ভালো করুক। প্ল্যাটফর্ম আরও বড় পাক। বিশ্বসংগীতাঙ্গনে নাম করুক।'

গানে তৃতীয় প্রজন্ম

রুনা লায়লার একমাত্র মেয়ে তানি লায়লা যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। তাঁর তিন সন্তান। বড় দুই সন্তানের গান প্রকাশের খবরের অনেক আগে জানা গেলেও দীর্ঘদিন কোনো খবরে নেই তাঁরা।

২৩ জুন রোববার দুপুরে জানালেন, 'আমার বড় নাতি জাইন ব্যান্ড তৈরি করেছে, যেখানে সে ভোকাল আর তার তিন বন্ধু খুব ভালো বাজায়। সপ্তাহের ছুটির দিনে ওরা শো করে। ছোট নাতি অ্যারনও ভাবছে মিউজিক নিয়ে কিছু করবে। একদম ছোটজন আইজ্যাক, বয়স আড়াই বছর। ভালো গান গায়। একদিন আমি হামিং করছি, আমার দেখাদেখি দেখি সে-ও করছে। সুরও ঠিকঠাক। অনেক কার্টুনে গান থাকে না, একদম বিট থেকে ধরে সে। আমার তো মনে হয়, গান ওর শরীরজুড়ে। আমার বড় দুই নাতি সব ধরনের গান শোনে। ইংলিশ, হিন্দি, বাংলাসহ সব ওর মা শোনায়।'

সৌজন্যে (প্রথম আলো)

'দুষ্টু কোকিল' গানে শাকিব প্রসঙ্গে

(শেষ পাতা থেকে) শাকিব প্রসঙ্গে মিমি জানান, কাজের সুত্রেই বন্ধুত্ব হয়েছে। কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ধর্মের ভিন্ন-অভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা। মিমি এখন নিরামিষ খান। সেই নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন শাকিব।

"শাকিব বেশ আন্তরিক', যোগ করলেন মিমি।

কিন্তু শাকিব যখন বন্দুক দেখিয়ে নাচতে বললেন? এমন প্রশ্ন শুনেই হেসে উঠলেন 'বোঝে না সে বোঝে না'র নায়িকা। জানালেন, ছবির কোনও দৃশ্যে প্রেমিক যখন কোনও অন্য পুরুষকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, বন্দুক নিয়ে পৌরুষ দেখায়, সেই নাটকীয়তা তার বেশ লাগে।

তিনি খেয়াল করেছেন,'বাঙালিরা নাকউঁচু হয়ে যাচ্ছে। ভেবেই নিচ্ছে নাচ-গান খারাপ। বলছে বাণিজ্যিক ছবি দেখে না। তা হলে 'দুষ্টু কোকিল', 'উরা ধুরা' কারা দেখছে?'

মিমি জানান , 'দুষ্টু কোকিল'-এর দর্শকসংখ্যা কোটি পেরিয়ে গেলেও সম্প্রতি ইন্ডাস্ট্রির এক পরিচালক সমাজমাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) দাবি করেছেন এ বছর দর্শকের দেখার বিচারে সেরা গানই যে 'দুষ্টু কোকিল', তা বলা যাচ্ছে না। এখনও সেরা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন গান আসতে পারে।

জানা গেছে, শুক্রবার সিনেমাটি একযোগে মুক্তি পাবে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও বেলজিয়ামে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম চরকি। এরই মধ্যে আরও একটি ইতিহাস গড়ার রেকর্ডের কথা জানিয়েছেন নির্মাতা রায়হান রাফী।

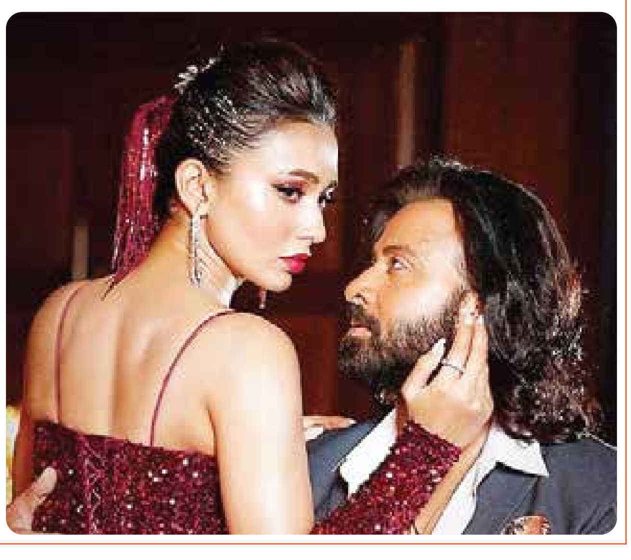

বাংলা পত্রিকা

ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের

নিউইয়র্কের একটি হোটেলে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিচ্ছেন 'প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরামে'র নেতৃবৃন্দরা।

(শেষ পাতা থেকে) ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম এবং ডা. নারগিস রহমান ও শামীম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এর আগেও কয়েকবার এই দাবিগুলো সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে তুলে ধরেন ফখরুল আলম।

ফোরামের নেতৃবৃন্দের স্মরকিলিপিটি গ্রহণকালে মন্ত্রী কামাল বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার প্রবাসী বান্ধব সরকার। তিনি বিশ্বাস করেন সরকার প্রবাসীদের সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। এসময় তিনি ফোরামের দাবীগুলো শেখ হাসিনা সরকারের কাছে পৌছে দেয়ার আশ্বাস দেন বলে সংশ্লিস্টরা জানান।

প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরামের দাবির মধ্যে রয়েছে, নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু। নিউইয়র্কসহ সারা বিশ্বের বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) চালু করা, যা ব্রিটেনে চালু রয়েছে। বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা। দেশের ভূমিদূস্যদের হাত থেকে প্রবাসীদের রক্ষা করা। বিশেষ করে চুক্তি মোতাবেক ক্রয় করা জমি, প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট সহজে সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ঢাকাস্থ শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা। দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা। বাংলাদেশের অফিস-আদালতে লাল ফিতার দৌরাত্ব বন্ধ করা, এছাড়া প্রবাসীদের জন্য ঢাকায় চালু করা 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' কার্যকর করা। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের অর্থে গড়ে ওঠা অর্থনীতির লক্ষ-কোটি টাকা বিদেশে পাচার বন্ধসহ পাচারকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। জন্মভূমি সফরকালে প্রবাসীদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশে প্রবাসীদের ঘর-বাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা। কনস্যুলেট সেবা বৃদ্ধি করে প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়ন, জন্মসনদ, মৃত্যুসনদ, দেশের সম্পত্তি হস্তান্তরে পাওয়ার অব অ্যাটর্নী প্রদানের মতো কাজগুলো সহজ করা। যে কোনো প্রবাসীর মরদেহ বিনা খরচে দেশে নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

ইতিপূর্বে উপরোক্ত দাবীগুলো উত্থাপন করে ফখরুল আলম বলেছিলেন, প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ আসলে একটা রক্তক্ষরণের মতো বিষয়। প্রবাসীরা সেই তীব্র ব্যথাকে উপেক্ষা করে প্রবাস জীবন-যাপন করার পাশাপাশি নানাভাবে নিজ নিজ পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করছেন।

কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসীরা আজ দেশে-প্রবাসে নানা সমস্যায় জড়িত। তিনি বলেন, প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ আবার বিদেশে পাচার হয়ে আসছে। অথচ তার কোন প্রতিকার বা বিচার নেই। তিনি আরও বলেন, ভূমিদস্যুরা প্রবাসীদের সঙ্গে চরম প্রতারণা করছেন। প্রবাসীদের অর্থ নিয়ে জায়গা-জমি, ভূমি, অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট বুঝিয়ে দিচ্ছেন না। আত্মীয়-স্বজন ও প্রবাসী ভাই-বোনের সম্পত্তি গ্রাস করে নিচ্ছে। নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ে সময় এসেছে প্রবাসীদের সোচ্চার হওয়ার।

Your Trusted Loan Officer For Life
MORTGAGE BROKER/ OWNER
M. Kamal, CPA
Senior Loan Officer
NMLS#9560
718-415-5501
Your Top Mortgage Officer
"All Loans arranged through third party providers"
Over 22 years experience
HCC HOMECENTRAL CAPITAL
"If you don't call us, You're paying High Rates for sure!!"
www.HelloHomeCentral.com | 718-507-LOAN (5626) | Email: HomeCentralCapital@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ৪০ : সোমবার
আষাঢ় ১৮ ১৪৩১ : জিলহজ্ব ২৪ ১৪৪৫
Vol. Issue 40 : July 24 USA.
Free in NY, Other State $1.

আদালতে হাসপিলের স্বীকারোক্তির পর দোষী সাব্যস্ত
যে কারণে 'পাঠাও'য়ের ফাহিমকে হত্যা করে হাসপিল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেমিকার উপহারের জন্য অর্থ চুরির ঘটনা ধামাচাপা দিতে 'পাঠাও'য়ের সহ প্রতিষ্ঠাতা ফাহিম সালেহকে হত্যা করেন তাঁর সাবেক সহকারী টাইরেস হাসপিল। এ ঘটনায় অভিযুক্ত হাসপিল আদালতে স্বীকারোক্তি দিলে ম্যানহাটান সুপ্রিমকোর্টের জুরিবোর্ড তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। গত ২৪ জুন সোমবার ম্যানহাটান সুপ্রিমকোর্টের জুরিবোর্ড এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ এক বিবৃতিতে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
হাসপিলের দাবি, ফাহিমের সহকারি হিসেবে চাকরি করতেন হাসপিল। তিনি প্রেমিকাকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে নানা উপহার দিতেন। আর এ উপহার কেনার জন্য ফাহিমের অর্থ চুরি করেছিলেন হাসপিল। বিষয়টি ফাহিম যাতে টের না পান সেজন্যই নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে তার (ফাহিমের) এপার্টমেন্টে হত্যা করেন। তবে বিচারক হাসপিলের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
২৫ বছর বয়সী হাসপিল তার 'বস ফাহিম সালেহ'র ৪ লাখ ইসলাম ডলার চুরি করেছিলেন।
(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)

ফাহিমের হত্যাকারী | 'পাঠাও'য়ের সহ প্রতিষ্ঠাতা ফাহিম সালেহ

দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে বলেই আইজিপি'র ভাইসহ দলের মন্ত্রী এমপিরাও হেরেছেন
নিউইয়র্ক মহানগর আ. লীগের সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, বিএনপি না আসলেও সকল দল ও সবার অংশগ্রহণে দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। বর্তমান আইজিপির ভাই ও আওয়ামী লীগের দলীয় মন্ত্রী এবং এমপিরাও নির্বাচনে হেরেছেন। তাতেই প্রমাণ হয় সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। গত ২৬ জুন বুধবার রাতে জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের' ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষীকী তথা 'প্লাটিনাম জুবিলী' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান খান কামাল এসব কথা বলেন।
নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি ডা. মাসুদুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, নিউইয়র্ক ষ্টেট
(বাকি অংশ ১৫ এর পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে নিউইয়র্ক মহানগর আ. লীগের সভায় বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল

সাঈদ তারেকের কলাম
ট্রানজিট-করিডোর!

ভারত এবং বাংলাদেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে আমাদের দেশে সেন্সিটিভ বা স্পর্শকাতর গন্য করা হয়। বিশেষ করে ভারতের স্বার্থের বিপক্ষে যায় এমন কোন আলোচনা বা লেখালেখি আমাদের রাজনীতিকরা বুদ্ধিজীবিরা সাংবাদিক কলামিস্টরা প্রায়ই কৌশলে এড়িয়ে যান। কেউ না পারতে লিখলে বা বললেও ইনয়বিনয় এত বেশী থাকে, বোঝাই যায় না আসলে (বাকি অংশ ২৬ এর পাতায়)

ঢাকা-নিউইয়ক রুটে বিমানের ফ্লাইট চালুর দাবি
প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরামের ১২ দফা দাবী

বিশেষ প্রতিনিধি: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সে সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাড়ছে রিজার্ভ। কিন্তু এসব রেমিটেন্স যোদ্ধারা নিজ মাতৃভূমিসহ বিভিন্ন দেশে নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রবাসীদের এসব সমস্যা সমাধানে ১২ দফা দাবী উত্থাপন করেছে প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরাম। ফোরামের দাবি সম্বলিত একটি স্বারকলিপি নিউইয়র্ক সফরকালে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গত ২৭ জুন বৃহস্পতিবার রাতে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানস্থ মিলেনিয়াম হিলটন হোটেলে মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে ফোরামের নেতৃবৃন্দ তাদের দাবী সম্বলিত স্মারকরিপিটি হস্তান্তর করেন। এসময় প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ (বাকি অংশ ৩১ এর পাতায়)

আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নাই
জা ফ র আ হ মা দ

"তাঁর হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়ে পালাবার জন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।"(সুরা কাহাফ:২৭) আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন স্থান আছে যেখানটা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেখানে গেলে আল্লাহর হুকুম মানা নামানার ব্যপারে বলার কেউ নেই। প্রকৃতপক্ষে আসমান-যমীনে এমন কোন স্থান নেই যা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সর্বত্র তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত। তাঁর রাজত্বের বাইরে যাওয়ার কোন স্থান নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাঁর কর্তত্ব আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষন তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে না।
(বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়)

সাঁতার কাটতে গিয়ে নিউজার্সীতে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত তরুণের মৃত্যু

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের সামার মৌসুমের শুরুতেই নিউজার্সী ষ্টেটে সাগরে সাঁতার কাটতে গিয়ে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত আমেরিকান এহসান আমান উল্লাহ নামের এক যুবকের মৃত্যু ঘটেছে। (ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজিউন)। ১৮ বছর বয়সী এহসান মঙ্গলবার (২৫ জুন) বিকেল আটলান্টিক সাগরের মোহনায় বন্ধুদের সাথে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলেন। খবর ইউএনএ'র।
জানা যায়, নিউজার্সীর ন্যুয়ার্কের কাছেই সাগর মোহনার ছোট একটি দ্বীপের কাছে সাঁতারের একপর্যায়ে গভীর জলে তলিয়ে যান এহসান। (বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)

এস্টোরিয়ায় বাংলাদেশীর ফ্লাটে যুবকের অনুপ্রবেশের চেষ্টা

বাংলা পত্রিকা প্রতিবেদক: প্রকাশ্য দিনের আলোয় নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় একটি প্রাইভেট হাউসের চারতলা ভবনের ফায়ার এক্সিটের জানালা দিয়ে বহিরাগত এক লোক ঢোকার চেষ্টা করে। ঘটনাটি ঘটে ২২ জুন শনিবার সন্ধ্যা আটটার দিকে এস্টোরিয়ার ২৩ স্ট্রিটের একটি ভবনের বাংলাদেশি নজরুল ইসলাম ও আনিকা ইসলাম দম্পতির ফ্লাটে।
নজরুল ইসলাম একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তিনি স্ত্রী ও ১১ বছরের কন্যা এবং ২ বছরের ছেলে সন্তান নিয়ে কয়েক বছর ধরে এই ফ্লাটে বসবাস করে আসছেন। এ ঘটনার পর থেকে ওই পরিবারসহ (বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন
এম কামাল

এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (বাকি অংশ ২১ এর পাতায়)

এক স্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ: নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের অনুষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথি সহ অনেক অতিথি আমন্ত্রিত থাকেন। তো অনেক সময় আমেরিকান মূলধারার রাজনীতিক বা জনপ্রতিনিধি বা দেশ থেকে আগত এমপি-মন্ত্রী এসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত থাকেন। এসব ভিআইপি অথিতি যখন বক্তব্য দিতে শুরু করেন, তখন আয়োজক সংগঠনের এক শ্রেনীর নেতা-কর্মী ঐ অতিথির পিছনে বা পাশে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ান তাতে মনে হয় 'বডিগার্ড' দাঁড়িয়ে অতিথিকে পাহাড়া দিচ্ছেন। এতে এক দিকে অতিথি স্বয়ং যেমন বিব্রত হচ্ছেন, তেমনী অনুষ্ঠান কভার করতে আসা মিডিয়াকর্মীরাও বিব্রত হন।
(বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে উড়োজাহাজ চালালো মাহির

বিশেষ প্রতিনিধি: মাত্র ১৬ বছর বয়সে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে একক উড়োজাহাজ উড্ডয়নের বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছে বাংলাদেশি বংশদ্ভূত আহনাফ আবিদ মাহির। রোববার (৩০ জুন) সকাল ৭টায় লস অ্যাঞ্জেলেস হোয়াইটম্যান বিমানবন্দরে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে একা বিমান নিয়ে উড্ডয়ন এবং অবতরণ করে মাহির। ফ্লাইট ইন্সট্রাক্টরের বিশেষ লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী এক বছর যাত্রীবিহীন কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ নেওয়া বিমানই চালাতে পারবে মাহির। এরপর ১৭ বছর পূর্ণ হলে প্রাইভেট (বাকি অংশ ১১ এর পাতায়)

বিনোদন
'দুষ্টু কোকিল' গানে শাকিব প্রসঙ্গে যা বললেন মিমি

বিনোদন ডেস্ক: রাইহান রাফি পরিচালিত শাকিব খানের 'তুফান' ঝড় তুলেছে সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে। সিনেমাটি দুই দশকের ইতিহাসে বাংলা চলচ্চিত্রের মধ্যে সর্বোচ্চ শোর রেকর্ড গড়েছে। সিনেমাটির গান দুটো সুপারহিট। গান দুটোতেই কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী রয়েছেন। বাংলাদেশে ইউটিউব ট্রেন্ডিংয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে 'দুষ্টু কোকিল'। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে 'তুফান' সিনেমা নিয়ে কথা বলেছেন মিমি চক্রবর্তী।
সাক্ষাৎকারে মিমি বলেন, 'অনেক দিন পরে বাণিজ্যিক বাংলা ছবির গান এত জনপ্রিয় হল।'তুফান' শাকিব খানের ছবি জেনেই কাজ করেছি আমি। কিন্তু ছবির মেকিং এত ভাল হবে ভাবিনি। পরিচালকের ভাবনায় শাকিব একদম আলাদা হয়ে এসেছে। এই ছবি বাংলাদেশের কুড়ি বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।'
'তুফান' নিয়ে বাংলাদেশের আবেগের কথা উল্লেখ করে অভিনেত্রী জানালেন, 'শুধুমাত্র 'তুফান' ছবি দেখার জন্য বাংলাদেশে নতুন প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ভাল কাজকে দারুণ ভাবে গ্রহণ করতে জানে। এসি ছাড়া হলে এই গানের সঙ্গে অসংখ্য লোক নাচছে। আর আমাদের এখানে গান শুনে খারাপ মন্তব্য করতে ব্যস্ত লোকে।'
(বাকি অংশ ৩১ এর পাতায়)

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 Ave., Ozone Park, NY 11416
Fax: 718-296-8259, e-mail: GLBL001@yahoo.com

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrica Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com